CMYK
চিরবিশ্বস্ত
চিরনূতন
শ্যাম সুন্দর কোং
জুয়েলার্স
আগরতলা • খোয়াই • উদয়পুর
ধর্মনগর • কলকাতা

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

গৌরবের ৬৬ তম বছর

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

CMYK
সিস্টার Sister masala
নিশ্চিন্তের প্রতীক
গুঁড়া মশলা
অল্পতেই যথেষ্ট
সিষ্টার
স্বাদ ও গুনমানে প্রতি ঘরে ঘরে

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 22 March, 2020 ■ আগরতলা, ২২ মার্চ, ২০২০ ইং ■ ৮ চৈত্র ১৪২৬ বঙ্গাব্দ, রবিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

করোনা ভাইরাস মোকাবিলায় জনতা কারফিউ

আজ অগ্নিপরীক্ষায় দেশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ মার্চ।। করোনা ভাইরাস মোকাবিলায় দেশ কতটা প্রস্তুত, অগ্নিপরীক্ষা আগামীকাল। তাই, প্রধানমন্ত্রীর ডাকে রবিবার জনতা কারফিউ মেনে চলার জন্য ত্রিপুরাবাসীর প্রতি আবেদন জানান মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। তাঁর কথায়, ওই মারণব্যাধি মোকাবিলায় ত্রিপুরা সম্পূর্ণভাবে প্রস্তুত। বরং, বর্তমান পরিস্থিতিতে কোথাও ভ্রমণের বদলে বাড়িতে থাকাই নিরাপদ। তিনি অভিভাবকদের উদ্দেশ্যে বলেন, ছেলেমেয়েদের বাইরে থেকে ত্রিপুরায় ফিরে আসতে বলবেন না। কর্মসূত্রে কিংবা উচ্চশিক্ষার জন্য ত্রিপুরায় বাইরে থাকলে তাদের সেখানেই থাকতে বলুন। কোনও অসুবিধায় ত্রিপুরা সরকার আপনাদের পাশে রয়েছে, অভয় দিয়ে বলেন মুখ্যমন্ত্রী।

শনিবার সন্ধ্যায় সচিবালয়ে সাংবাদিক সম্মেলনে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী করোনা ভাইরাস সংক্রমণ মোকাবিলায় ২২ মার্চ রবিবার দেশব্যাপী সকাল ৭টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত জনতা কারফিউ পালনের যে আহ্বান রেখেছেন তা রাজ্যেও যথাযথভাবে পালনের জন্য রাজ্যবাসীর প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি। তিনি বলেন, ওইদিন যাতে সবাই নিজ বাড়িতেই থাকেন। রাত ৯টার পরও যাতে কেউ বাড়ির বাইরে না বের হন সে ব্যাপারেও মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যবাসীর প্রতি আবেদন জানিয়েছেন।

তিনি বলেন, করোনা ভাইরাস যেন দেশের বিভিন্ন প্রান্তে আর না ছড়ায় সেই উদ্দেশ্যে প্রধানমন্ত্রী জনতা কারফিউ-র ডাক দিয়েছেন। তাঁর দাবি, ইতিমধ্যেই করোনা ভাইরাস দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়েছে। ত্রিপুরায় যাতে করোনা ভাইরাস না ছড়াতে পারে তার জন্য রাজ্য সরকার বিভিন্ন পদক্ষেপ

শনিবার আগরতলায় সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। ছবি নিজস্ব।

গ্রহণ করেছে। রাজ্যের বিভিন্ন রেলস্টেশন, বিমানবন্দরের যাত্রীদের স্ক্রিনিং-এর ব্যবস্থা করা হয়েছে। তাঁর আরও দাবি, রেশন দোকানগুলিতে যাতে চাল, ডাল সহ নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য মজুত থাকে এবং বাজারে যাতে পর্যাপ্ত পরিমাণে শাকসবজির যোগান থাকে সে বিষয়ে নজর রাখার জন্য রাজ্যের প্রতিটি জেলার জেলাশাসকদের বলা হয়েছে। কোনও ব্যবসায়ী যদি কালোবাজারি করে থাকেন তা-হলে তাদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়ার জন্যও বলা হয়েছে। পাশাপাশি আগামীকাল প্রয়োজনীয় পরিষেবাগুলি ছাড়া সবকিছু বন্ধ রাখার আহ্বান জানানো হয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যের সার্বিক পরিস্থিতি কী অবস্থায় রয়েছে তা প্রতিদিন মনিটরিং করার জন্য রাজ্যস্তরীয় এবং জেলাস্তরীয় টাস্ক ফোর্স গঠন করা হয়েছে। ৯ সদস্য বিশিষ্ট রাজ্যস্তরীয় টাস্ক ফোর্সের চেয়ারম্যান করা হয়েছে মুখ্যসচিবকে এবং ৫ সদস্য বিশিষ্ট জেলাস্তরীয় টাস্ক ফোর্সের চেয়ারম্যান করা হয়েছে জেলাশাসককে। এই টাস্ক ফোর্স স্বাস্থ্য দফতরের সঙ্গে মিলে প্রতিদিন রাজ্যের পরিস্থিতির মনিটরিং করবে এবং রাজ্যবাসীকে অবগত করার উদ্দেশ্যে সাংবাদিক সম্মেলন করবে।

তাঁর বক্তব্য, করোনা ভাইরাস মোকাবিলায় রাজ্যবাসীকে সচেতন থাকতে হবে। আগামী ২২ মার্চ প্রয়োজন ছাড়া যাতে কেউ বাড়ির বাইরে না বের হন সে বিষয়ে সচেতন থাকতে হবে। রাজ্যের যে সকল ছেলেমেয়ে পড়াশুনা সহ বিভিন্ন কারণে রাজ্যের বাইরে রয়েছেন তারা যাতে এখন ভ্রমণ না করেন সে বিষয়ে অভিভাবকদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। যাঁরা যেখানেই রয়েছেন সেখানেই যাতে সুরক্ষিত থাকেন সেই ব্যবস্থা করা। প্রয়োজনে রাজ্য সরকারের সহযোগিতা নেওয়ার জন্যও বলেন মুখ্যমন্ত্রী।

তিনি বলেন, ২২ মার্চ জনতার কারফিউ-র দিন সন্ধ্যা ৫টায় রাজ্যের প্রতিটি বাড়িতে উলুধনি, শঙ্খ বাজানো, হাততালি, ঘণ্টা বাজিয়ে নিজ পরিবার সহ আশেপাশে মানুষকে করোনা মোকাবিলায় জাগ্রত করতে হবে। পাশাপাশি এর মাধ্যমে করোনা ভাইরাস সংক্রমণ মোকাবিলায় ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বন্য হাতির আক্রমণে বৃদ্ধের মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২১ মার্চ।। বন্যহাতির আক্রমণে মৃত্যু হল এক ব্যক্তির। ঘটনা তেলিয়ামুড়া থানাধীন বড়লুঙ্গা এলাকায় শনিবার সকালে। মৃত ব্যক্তির নাম গণেশ বিশ্বাস (৬০)। তেলিয়ামুড়া থানাধীন মধ্য কৃষ্ণপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের নতুনবাজার এলাকার বাসিন্দা গণেশ বিশ্বাস। সে পেশায় কাঠের ব্যবসা করত।

শনিবার সাত সকালে গণেশ বিশ্বাস সহ ৭/৮ জন শ্রমিক মুঙ্গিয়াকামীর বড়লুঙ্গার জঙ্গলে যায় অবৈধভাবে কাঠ আনতে। তখন সময় শনিবার সকাল সাড়ে নয়টা। বড়লুঙ্গা জঙ্গলে যাওয়া মাত্র গণেশ বিশ্বাস সহ ৭/৮ জন শ্রমিক বন্য দাঁতাল হাতির কবলে পড়ে। বাকিরা যে যেদিকে পারে পালিয়ে বাঁচতে পারলেও গণেশ বিশ্বাসকে বন্য হাতি ঘটনাস্থলেই অর্ধমৃত অবস্থা করে ফেলে দেয়। পরে বাকি অন্যান্য শ্রমিকরা আহত গণেশ বিশ্বাসকে তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসার পথেই মৃত্যু হয় গণেশের।

অনির্দিষ্টকালের জন্য রাজ্যে স্থগিত বোর্ড পরীক্ষা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ মার্চ।। করোনা ভাইরাস-এর সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে ত্রিপুরায় মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত করা হয়েছে। ওই পরীক্ষা ২৩ মার্চ থেকে ৩১ মার্চ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হওয়ার সূচি ছিল। নয়া নির্দেশিকা অনুযায়ী ১৬টি পরীক্ষা স্থগিত হয়েছে। ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদ পরিচালিত মাধ্যমিক (পুরাতন সিলেবাস), উচ্চ মাধ্যমিক, মাদ্রাসা আলিম, মাদ্রাসা ফাজিল ও মাদ্রাসা থিওলজি-র পরীক্ষা স্থগিতের ঘোষণা করা হয়েছে।

প্রসঙ্গত, সিবিএসই, আইসিএসই এবং আইএসসিও ইতিমধ্যে সমস্ত পরীক্ষা স্থগিত করেছে। ত্রিপুরায় পরীক্ষা কেন্দ্রে ভালো করে হাত ধুয়ে প্রবেশের জন্য ইতিপূর্বে নির্দেশিকা জারি হয়েছিল। কিন্তু, পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে পরীক্ষা স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ত্রিপুরা সরকার। গতকাল এ-বিষয়ে শিক্ষামন্ত্রী পর্যালোচনা বৈঠক করেছেন। বৈঠকেই পরীক্ষা স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত হয়েছিল।শনিবার পর্ষদের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

করোনা ঃ আসামে আক্রান্ত শিশু, দেশে ২৫৯ জন সংক্রমিত

নয়াদিল্লি, ২১ মার্চ (হি.স.)।। আসামেও করোনা আক্রান্তের সংবাদ মিলল। আসামের জোরহাটে সাড়ে চার বছরের এক শিশুর দহে করোনা ভাইরাসের সন্ধান মিলেছে। গোটা উত্তর পূর্বাঞ্চলের মধ্যে এই প্রথম আক্রান্তের ঘটনা। সনাক্ত হওয়ার সাথে সাথেই ওই শিশুকে জোরহাট মেডিকেল কলেজ ও হসপিটালে রাখা হয়েছে। জানা গিয়েছে, ওই শিশুটি তার মা বাবার সাথে বিহার থেকে জোরহাটে এসেছে।

এদিকে, দিন দিন পরিস্থিতি ক্রমশই ভয়াবহ হয়ে উঠছে। ভারতে দ্রুত বাড়ছে কোভিড-১৯ নভেল করোনাভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা। নতুন করে আরও ৩৫ জন সংক্রমিত হওয়ার পর ভারতে করোনায় আক্রান্তের সংখ্যা ২৫৮-তে গিয়ে ঠেকেছে। আক্রান্ত ২৫৮ জনের মধ্যে ৩৯ জন বিদেশি নাগরিক, বাকি প্রত্যেকেই ভারতীয় নাগরিক। স্বস্তি বিষয় হল, বিগত ২৪ ঘন্টায় করোনায় সংক্রমিত হয়ে কারও মৃত্যু হয়নি। সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন ২৩ জন।

শনিবার সকাল দশটা পর্যন্ত কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য এবং পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী-ভারতে এখনও পর্যন্ত করোনায়া সংক্রমিত হয়েছেন ২৫৮ জন, তাঁদের মধ্যে ৩৯ জন বিদেশি নাগরিক। অন্ধ্রপ্রদেশে সংক্রমিত ৩ জন, ছত্তিশগড়ে একজন, দিল্লিতে ২৬ জন, ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিশালগড় হাসপাতালে আক্রান্ত মহিলা ডাক্তার পুলিশসহ সিকিউরিটি গার্ড, ব্যাপক ভাঙচুর

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ২১ মার্চ।। সারা বিশ্ব যখন মহামারী করুনা কারণে আতঙ্কিত হয়ে আছে। সে সময়ে বিশালগড় মহাকুমা হাসপাতালে খন্ড যুদ্ধ দেখতে পায় হাসপাতালে উপস্থিত ডাক্তার সমেত অন্যান্য রোগি সহ আত্মীয় পরিজনেরা। বিশালগড় হাসপাতালে দুষ্কৃতিকারী দ্বারা আক্রান্ত দুই মহিলা ডাক্তার সহ সেবিকারা এবং বেসরকারী সিকিউরিটি গার্ড সহ বিশালগড় থানার কয়েকজন পুলিশকর্মী।

জানা যায় আলমগীর হোসেন(৪৭) নামে এক যুবক বিষপান করেছিল কামথানাস্থিত কৈয়াডেফা নিজ বাড়িতে। সঙ্গে সঙ্গে তাকে নিয়ে আসা হয় বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে। তখন বিশালগড় মহাকুমা হাসপাতালে ইমারজেন্সি ওয়ার্ডে ছিলেন দুজন মহিলা ডাক্তার। আলমগীর হোসেনের অবস্থা আশঙ্কাজনক অবস্থায় থাকায় প্রাথমিক চিকিৎসা করে তাকে উন্নত চিকিৎসার জন্য হাপানিয়া টিএমসিতে স্থানান্তর করা হয়। তাতেই শুরু হয় ডাক্তারের ওপর আক্রমণ। তারা কোন অবস্থাতেই আলমগীর হোসেনকে উন্নত চিকিৎসা করার জন্য নিয়ে যাবেন না বলে ডাক্তারকে বিশ্রী ভাষায় গালিগালাজ শুরু করে এবং তাদের উপর আক্রমণ করার জন্য এগিয়ে আসে।

তখন কর্মরত সিকিউরিটি গার্ড এগিয়ে আসতেই তার উপর চড়াও হয়। ডাক্তারের উপর আক্রমণকারী দুষ্কৃতিরা হলেন হান্নান মিয়া, খলিল মিয়া, শাকিল মিয়া, খলিল মিয়া, আজারুদ্দিন, সুমন মিয়া এবং রানা মিয়া। এই হামলা চলাকালীন বিশালগড় মহাকুমা হাসপাতালের এসডিএমও জ্যোতির্ময় দাস তার কর্তব্যের বিন্দুমাত্র গাফিলতি করেনি বলে জানা গেছে। তবে তার প্রথম অবস্থায় আলমগীর হোসেনকে এম্বুলেন্স করে হাপানিয়া স্থানান্তর করার ব্যবস্থা করেন তাতেই দুষ্কৃতিকারীরা চড়াও হয়ে ইমারজেন্সি ওয়ার্ডের সামনে থাকা বিশালগড় থানার পুলিশ কর্মী এবং রোগীদের বসানোর জন্য যে চেয়ার টেবিল ছিল সেগুলি ভেঙে তছনছ করে ফেলে।

যখন আলমগীর হোসেনকে হাসপাতাল থেকে নিয়ে যাচ্ছিল তখন দুষ্কৃতিকারীরা এম্বুলেন্স এর মধ্যে করে হাঁপানিয়া এর উদ্দেশ্যে রওনা দেন। ঘটনার খবর পেয়ে বিশালগড় থানার সেকেন্ড ওসি বিমল বৈদ্য, এএসআই তপন দেবনাথ সমেত বিশাল ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

চুড়াইবাড়িতে যুবকের গলাকাটা মৃতদেহ উদ্ধার নিজের ঘরেই, চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ মার্চ।। চুরাইবাড়ি এলাকায় চাঞ্চল্যকর ঘটনা। দা দিয়ে গলা কেটে নিজ ঘরে আত্নহত্যা এক যুবকের। তবে এটা আত্মহত্যা না হত্যা তা নিয়ে জোর চর্চা শুরু হয়েছে। মৃত যুবকের নাম অভিশেক দাস (১৯)। তবে সূত্রের খবর পারিবারিক কলহের জেরে অভিষেকের মৃত্যু হয়েছে। চাঞ্চল্যকর ঘটনায় গোটা চুরাইবাড়ি জুড়ে তীব্র চাঞ্চল্য বিরাজ করছে।

চুরাইবাড়ি থানার পুলিশ একটি ইউডি মামলা হাতে নিয়ে তদন্ত শুরু করে দিয়েছে।ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, উত্তর জেলার চুরাইবাড়ি থানাধীন পূর্ব চুড়াইবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের ৬ নং ওয়ার্ডের বাসিন্দা অভিষেক দাস পিতা অমল চন্দ্র দাস নামের এক যুবককে নিজ বাড়ির ঘরে গলাকাটা অবস্থায় ওই যুবককে দেখতে পেয়ে তার পরিবারের লোকজন প্রথমে চুড়াইবাড়ি থানায় খবর দেন। সঙ্গেসঙ্গে ছুটে আসে চুরাইবাড়ি থানার পুলিশ। ততক্ষণে পরিবারের লোকজন গাড়ি করে মরণাপন্ন যুবককে কদমতলা প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে আসলে সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক অরুণাভ চক্রবর্তী তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন ।তা নিয়ে গোটা চুড়াইবাড়ি এলাকায় গুঞ্জন সৃষ্টি হয়। হত্যা,আত্মহত্যা নাকি আত্মহত্যার প্ররোচনা দেওয়া হয়েছে তা নিয়ে দ্বন্দ্বে পুলিশ।

এদিকে চুরাইবাড়ি থানার পুলিশ একটি ইউডি মামলা হাতে নিয়ে ঘটনার তদন্ত শুরু করে দিয়েছে। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জল চাই

তেলিয়ামুড়ার কৃষ্ণপুরের হাজারিবাড়িতে জেলা শাসক সহ প্রশাসনের টিম পরিদর্শনে দেলে স্থানীয় জনগণ পানীয় জলের দাবীতে পথ অবরোধ করেছেন শনিবার। ছবি নিজস্ব।

ব্রাউন সুগারসহ খোয়াইয়ে ধৃত ৩ নেশা ব্যপারী

নিজস্ব প্রতিনিধি, খোয়াই, ২১ মার্চ।। ব্রাউন সগার ও গাঁজা সহ পুলিশের জালে তিন নেশা কারবারী। ঘটনা শনিবার খোয়াই এর মহাদেব টিলা এলাকায়। ধৃত তিন নেশা কারবারী হল রাজু দাস, কৃষ্ণ দাস ও অজিত রায়। এদের মধ্যে রাজু দাস ও অজিত রায়। এদের মধ্যে রাজু দাস ও অজিত রায়ের বাড়ি খোয়াই থানাধীন সোনাতলা এলাকায় এবং কৃষ্ণ দাসের বাড়ি একই থানাধীন মহাদেব টিলা এলাকায়।

শনিবার ১১টা নাগাদ মহাদেব টিলা এলাকার জনগণ এই তিন নেশা কারবারীকে আটক করে উত্তম মাধ্যম দিয়ে পুলিশের হাতে তোলে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিজেপির পূর্ণাঙ্গ প্রদেশ কমিটি ঘোষণা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ মার্চ।। সকল জল্পনা কল্পনার অবসান ঘটিয়ে শনিবার ঘোষণা করা হল প্রদেশ বিজেপির নয়া রাজ্য কমিটির নামের তালিকা। এইদিন প্রদেশ বিজেপি কার্যালয়ে সাংবাদিক সম্মেলন করে এই নামে তালিকা ঘোষণা করেন প্রদেশ বিজেপির মুখপাত্র প্রবীর চক্রবর্তী। সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি জানান প্রদেশ বিজেপির সভাপতি হলেন ডাক্তার মানিক সাহা। সহসভানেত্রী হলেন সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক। এছাড়াও সহসভাপতি হলেন খাদি বোর্ডের চেয়ারম্যান রাজীব ভট্টাচার্য, বিধায়ক রামপদ জমাতিয়া, জিতেন্দ্র সরকার, ডাক্তার অশোক সিনহা ও গোরি শঙ্কর রিয়াং। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

আগরতলা প্রেসক্লাব, ত্রিপুরা সিভিল সোসাইটি, সোসাইটি ফর ফাস্ট জাস্টিস
এবং ত্রিপুরা জনজাগরণ মঞ্চের পক্ষ থেকে

করোনা ভাইরাস মোকাবিলায় যৌথ আবেদন

১) জনতার কারফিউ মেনে নিজেকে স্বেচ্ছায় গৃহবন্দী রাখুন।
২) অপ্রয়োজনীয় ঘরের বাইরে বের হবেন না। সমস্ত ত্রিপুরাবাসী করোনা ভাইরাসের প্রকোপ প্রতিরোধে সতর্ক হোন।
৩) ৬০ বছর ও তদূর্ধ্বো ব্যক্তিরা ঘরের বাইরে কোন ভাবেই বের হবেন না।
৪) ২২শে মার্চ-রবিবার প্রধানমন্ত্রীর আহ্বানে সকাল ৭টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত জনতা কারফিউ নিরবিচ্ছিন্ন ভাবে পালন করুন।
৫) ২২শে মার্চ রবিবার বিকাল ৫টায় জরুরী পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের ধন্যবাদ জানান নিজ নিজ বাড়ি থেকেই।
৬) দয়া করে সামান্য অসুস্থতা, রুটিন স্বাস্থ্য পরীক্ষা কিংবা নির্ধারিত কোন শল্য চিকিৎসার জন্য হাসপাতাল, স্বাস্থ্য কেন্দ্র এবং চিকিৎসকের চেম্বারে যাবে না। প্রয়োজনে চিকিৎসকের সঙ্গে ফোনে কথা বলুন। যেকোন ভিড় এড়িয়ে চলুন।
৭) **COVID-19** ইকোনমিক রেসপন্স টাস্ক ফোর্স অর্থনীতি সুদৃঢ় করার উদ্যোগে সকলের যথাসাধ্য সাহায্যের হাত বাড়ান।
৮) দয়া করে অসংগঠিত ক্ষেত্রে যুক্ত ব্যক্তিদের কাজে না আসলে বেতন কাটবেন না। যথা সম্ভব ওদেরও নিরাপদে থাকতে দিন।
৯) অযথা নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী সংগ্রহের জন্য তাড়াহুড়ো কিংবা বাজারে চাপ বাড়াবেন না।
১০) কোন ধরনের গুজব ছড়াবেন না। ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতা সর্বাধিকস্তরে বজায় রাখুন।
১১) মন্দিরে, মসজিদ, গীর্জা ও সমস্ত ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে প্রার্থনা সভা ও পূজাপাঠ বন্ধ রাখুন। নিজ নিজ বাড়তে ধর্মীয় রীতি পালন করুন।
১২) আগামী কিছুদিন যথা সম্ভব বিমান, রেল ও জন পরিবহণ ব্যবস্থায় চলাচল এড়িয়ে চলুন।
১৩) বাইরে অবস্থানরত ছাত্রছাত্রীদের এই মুহুর্তে এখানে নিয়ে আসার উদ্যোগ নেবেন না। বরং যে যেখানে আছে, সেখানেই এদের নিরাপদ থাকতে দিন।
১৪) বহিঃরাজ্য বা বহিঃদেশ থেকে যারা ইতিমধ্যে ত্রিপুরার বিভিন্ন জায়গায় ফিরেছেন, দয়া করে আপনারা অন্তত দুই সপ্তাহ গৃহবন্দী থাকুন। আপনি বাচুন-অন্যদের বাঁচতে দিন।
১৫) মনে রাখবেন ব্যক্তিগত সংক্রমণ **(Stage - II)** থেকে করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ সামাজিকস্তরে **(Stage - III)** পৌঁছলে ত্রিপুরার মতো রাজ্যে চরম বিপর্যয় নেমে আসবে। তাই, দল, মত, নীতি নির্বিশেষে এক জোট হোন।

প্রণব সরকার
আগরতলা প্রেসক্লাব

সুবল কুমার দে
সভাপতি আগরতলা প্রেসক্লাব

সঞ্জয় পাল
ত্রিপুরা সিটিজেন ফোরাম

অরুণোদয় সাহা
সোসাইটি ফর ফাস্ট জাস্টিস

শ্যামল চৌধুরী
ত্রিপুরা জনজাগরণ মঞ্চ

করোনা ঃ অচল হচ্ছে রাজ্য, শ্রমিক পরিবারে সরকারীভাবে খাদ্য সরবারের দাবী জানাল কংগ্রেস

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ মার্চ।। করোনা ভাইরাস সংক্রমনে আশঙ্কায় গোটা রাজ্য প্রায় অচল হয়ে পড়তে শুরু করেছে। তাতে সবচেয়ে সমস্যায় পড়েছেন দিনমজুর শ্রমিক শ্রেণির মানুষ। দিনমজুরী না করলে তাদের চুলা জ্বলবে না। অনাহারে কাটাতে হবে ওইসব পরিবারকে। শ্রমিক ও দিন মজুর পরিবারগুলিকে অনাহারে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করতে সরকারীভাবে খাদ্য সামগ্রী সরবরাহের ব্যবস্থা করতে দাবি জানিয়েছেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি পিযুষকান্তি বিশ্বাস।

করোনা ভাইরাস ভয়ঙ্কর বিপর্যয়ের দিকে ঠেলে দিচ্ছে বিশেষ করে শ্রমিক দিনমজুর মানুষজনকে। তাদের বেঁচে থাকায় কোন উপায় নেই। কারণ কোথাও কাজ মিলছে না, খাদ্য মিলছে না। তাদের বিষয়ে সরকারকে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে দাবি জানিয়েছে কংগ্রেস দল। শনিবার কংগ্রেস ভবনে সাংবাদিক সম্মেলনে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি উদ্বগের কথা জানান। প্রত্যেক পরিবারকে সরকারীভাবে খাদ্য সরবরাহ নিশ্চিত করতে দাবি জানানো হয়েছে। প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি পিযূষ বিশ্বাস ১০,৩২৩ শিক্ষকদের সমস্যা সমাধানে রাজ্য সরকারকে ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে দাবি জানিয়েছেন। ১০, ৩২৩ শিক্ষকদের চাকরী নিয়ে সৃষ্ট সমস্যার জন্য তিনি বামফ্রন্ট সরকারকেই পুরোভাবে দায়ী করেছেন।

পাশাপাশি বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারকে দায়িত্বশীল হতে আবেদন জানিয়েছেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি। তিনি বলে সুপ্রীমকোর্টে মামলা চলা সত্বেও নির্বাচনের আগে প্রধানমন্ত্রী এবং কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীসহ অন্যান্য ১০,৩২৩ শিক্ষকদের চাকরীর নিশ্চয়তা দিয়েছিলেন। তাদেরকে তাদের প্রতিশ্রুতি ও দায়িত্ব পালন করার আবেদন জানিয়েছেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি। প্রদেশ কংগ্রেসের পক্ষ থেকে ১০,৩২৩ শিক্ষকদের আন্দোলন আপাতত স্থগিত রাখতে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

করোনা ভাইরাস সংক্রমনের আশঙ্কাতেই প্রদেশ কংগ্রেস এই পরামর্শ দিয়েছে। ১০,৩২৩ শিক্ষকদের আন্দোলনের পাশে কংগ্রেস দল থাকবে বলেও তিনি আশ্বস্ত করেছেন।

CMYK
CMYK

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৬ ▫ সংখ্যা ১৬১ ▫ ২২ মার্চ ২০২০ইং ▫ ৮চৈত্র ▫ রবিবার ▫ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ

নৈতিকতা মূল্যবোধ ভূলুণ্ঠিত

শক্তি পরীক্ষায় না গিয়া মুখ্যমন্ত্রী পদ হইতে ইস্তফা দিলেন কমলনাথ। ফলে, মধ্যপ্রদেশে ফুটিয়াছে কমল। বেঙ্গালুরুতে দলের বিধায়কদের আটকে রাখা হইয়াছে বলিয়া ভারতীয় জনতা পার্টিকে নিশানা করিয়া কমলনাথ বলিয়াছেন সত্য প্রকাশ হইবে। মানুষ তাঁহাদেরকে ছাড়িয়া দিবে না। পদত্যাগী মুখ্যমন্ত্রী বলেন, গত পনের মাসে আমি নিজের দলের সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রমাণ করিয়াছি। বিজেপি পনের বছর ধরিয়া মধ্যপ্রদেশ শাসন করিয়াছে। আমার দলের এক নেতা ও ২২ বিধায়ক ষড়যন্ত্রের শিকার। বেঙ্গালুরুতে ২২ বিধায়ককে আটকে রাখা হইয়াছে। কমলনাথ দাবী করেন, তাঁহার সুশাসনে বিজেপি ভীত সন্ত্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিল। তাহারা বুঝিতে পারিয়াছিল তাহারা কোনও দিন ক্ষমতায় ফিরিতে পারিবে না। তাই শাসক দলের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিয়াছে। মধ্যপ্রদেশ বিধানসভার বিশেষ অধিবেশন শুরু হওয়ার আগে মুখ্যমন্ত্রী কমলনাথ নিজের সরকারী বাসভবনে পরিষদীয় দলের বৈঠক ডাকেন। ২২ জন বিধায়ককে ফেরাতে না পারায় তিনি বেকায়দায় পড়িয়া যান। তিনি বুঝিয়া গিয়াছিলেন যে, শক্তি পরীক্ষায় তিনি সংখ্যা গরিষ্ঠতা প্রমাণ করিতে পারিবেন না। বিধানসভায় কংগ্রেসের ক্ষমতা ১৪৪ হইতে কমিয়া ৯২ হইয়া যায়। সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রমাণের জন্য আবশ্যক সংখ্যা ১০৪। সুপ্রিম কোর্ট বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রীকে শক্তি পরীক্ষা করার নির্দেশ জারী করিয়াছিল।

দল বদলের নৈতিক প্রশ্নটা আজ অনেক বেশী বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দুতে দেখা যাইতেছে। দলত্যাগ বিরোধী আইন করিয়া দলত্যাগের এই অনৈতিক কর্ম রোধ করা যায় না। একটি নির্দিষ্ট সংখ্যক বিধায়ক একযোগে পদত্যাগ করিলে তাহা দলত্যাগ বিরোধী আইনের ছ্যাকা হইতে রেহাই পাইয়া যায়। তবু, প্রশ্ন থাকিয়া যায় নৈতিকতার। পনের বছর মধ্যপ্রদেশকে শাসন করিবার পর বিজেপি গত বিধানসভা নির্বাচনে ক্ষমতা হারায়। ক্ষমতায় আরোহন করে কংগ্রেস। কিন্তু, কংগ্রেসের সাংগঠনিক দুর্বলতা, নেতাদের যথাযথ মূল্য না দেওয়া ইত্যাদি কারণে ছাইচাপা বিদ্রোহ প্রকাশ্যে আছড়াইয়া পড়ে। কর্তাভজা একটি গোষ্ঠীর হাতের পুতুল হয় কংগ্রেস হাইকমান্ড। আর এজন্যই জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া ২২ বিধায়ক নিয়া বিদ্রোহ জানান। আর সঙ্গে সঙ্গে উপঢৌকন হিসাবে রাজ্যসভার ভোটে প্রার্থী টিকিট পাইয়া যান। প্রশ্ন উঠিয়াছে ভারতের রাজনীতিতে এই ঘোড়া কেনবেচার ঘটনা আর কতকাল চলিবে, এই প্রশ্ন উঠিয়াছে। যে দলের প্রার্থী হইয়া জয়ের মালা পরিয়া অন্যদলে চলিয়া যাওয়ার ঘটনা তো নৈতিকতার প্রশ্নে মানিয়া নেওয়া যায় না। কিন্তু, দুর্ভাগ্যের বিষয় ইহাই যে, এই দল বদলের অনৈতিক কাজ সগৌরবে চলিতেছে। পিছনের দরজা দিয়া ক্ষমতা দখলের এই প্রবণতা আমাদের গণতন্ত্রের বুকে একের পর এক পেরেক পুঁতিয়া চলিয়াছে। কংগ্রেসের চরম রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক সংকটের কারণে দল দূর্বল অস্তিত্ব নিয়া আছে। সংকট সামনে আসিলে তাহা মোকাবিলা করার শক্তি প্রাচীন এই দল হারাইয়াছে।

মধ্যপ্রদেশে এমন সময়ই কংগ্রেসে বিদ্রোহের দামামা বাজিয়াছে যখন করোনা ভাইরাসে গোটা বিশ্বে টালমাটাল অবস্থা। দেশ জুড়িয়া, বিশ্ব জুড়িয়া এই গভীর সংকটের মুহুর্তে মধ্যপ্রদেশে ঘোড়া কেনাবেচার মতো ঘটনা জনমনে নানা প্রশ্ন তুলিয়াছে। ভারতবর্ষের মানুষের স্বাধীনতা, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ আজ প্রশ্নের মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। ভোটারদের রায়কে পদদলিত করিয়া যাহারা ক্ষমতা ও নিজেদের রাজনৈতিক স্বার্থকে বড় করিয়া দেখিতেছেন তাহারা কি ইতিহাসের বিচারের হাত হইতে রেহাই পাইবেন?

ঘরে ফেরা বাঙালি শ্রমিক প্রসঙ্গে মমতাকে বিঁধলেন দিলীপ

কলকাতা, ২১ মার্চ (হি.স.) : ভিন রাজ্যের বাঙালিদের ঘরে ফিরে আসার প্রসঙ্গে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিযোগের কড়া সমালোচনা করলেন রাজ্য বিজেপি সভাপতি দিলীপ ঘোষ।

শনিবার দুপুরে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলায় ফিরে আসা পরিযায়ী শ্রমিকদের ভিন রাজ্য থেকে বিপদের দিনে ফেরৎ পাঠিয়ে দেওয়ার অভিযোগ করেছেন। বলেছেন, আর যেন ভিন রাজ্যে তারা ফিরে না যায়। দিলীপবাবু পরে সাংবাদিকদের এ প্রসঙ্গে বলেন, ভারতে সব রাজ্যের লোকই কর্মসূত্রে অন্য রাজ্যে যান। উত্তরপ্রদেশের কত শ্রমিক অন্য রাজ্যে আছে, তার তালিকা আছে। যোগী সরকার করোনাভাইরাসের ব্যাপারে ওদের প্রত্যেককে ১ হাজার টাকা করে দিয়েছে। আর যাঁরা অভিযোগ করছেন অন্য রাজ্য থেকে বাঙালি শ্রমিকদের তাড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে, তাঁরা এই শ্রমিকদের জন্য কী করেছেন তা জানতে চাই।

দিলীপবাবুর অভিযোগ, "নোটবন্দির সময় ক্ষতিগ্রস্তদের সাহায্যের জন্য ২০০ কোটি টাকার তহবিল করা হয়েছিল। সেই টাকার হিসেব নেই।"

দমদম সেন্ট্রাল জেলে বন্দী-রক্ষী সংঘর্ষের তদন্তের দাবি বিজেপির

কলকাতা, ২১ মার্চ (হি.স.) : দমদম সেন্ট্রাল জেলে বন্দীদের সঙ্গে রক্ষীদের সংঘর্ষের ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করে তদন্তের দাবি করল রাজ্য বিজেপি। শনিবার বিকেলে এক সাংবাদিক সম্মেলনে বিজেপি-র প্রদেশ সভাপতি দিলীপ ঘোষ বলেন, দমদম সেন্ট্রাল জেলের মত গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় এই ঘটনা ভয়ঙ্কর। বন্দীদের সঙ্গে দর্শনার্থীদের দেখা করার অনুমতি না দেওয়ায় এই পরিস্থিতি তৈরি হয় অন্য একটি সূত্রের খবর, জেলে কিছু বন্দী করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন। এই অভিযোগে তাদের সঙ্গীরা আলাদা হয়ে যাওয়ার দাবি তোলে। তাই নিয়ে দু'দলের মধ্যে বিতর্ককে কেন্দ্র করে জটিল পরিস্থিতি তৈরি হয়। দিলীপ বাবু বলেন, এই ঘটনায় জেলের ভেতরে আগুন আর গুলি চলেছে বলে খবর এসেছে। দমকল বাহিনী গিয়েছিল ঘটনাস্থলে। দমকলমন্ত্রী সেখানে গিয়ে হেনস্থা হন। চারিদিকে যা অবস্থা, তাতে প্রশাসনের ওপর সরকারের নিয়ন্ত্রণ আছে কিনা তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। কেউ বলছেন একজন মারা গেছে, কেউ বলছেন তিনজন, কেউ বলছেন ১০ জনের মৃত্যু হয়েছে। এই নিয়ে বিস্তৃত তদন্ত হওয়া দরকার। কোনটা সত্য, সেটাও বাইরে আসা দরকার।

করোনা আক্রান্তদের সেবা করতে গিয়ে অসুস্থ দুই নার্স

মুম্বই, ২১ মার্চ (হি.স.) : করোনায় আক্রান্ত রোগীদের সেবা করতে গিয়ে অসুস্থ দুই নার্স। তাঁদের শরীরে করোনার লক্ষণ দেখা দিয়েছে। শনিবার মহারাষ্ট্রের ইয়াভাতমালের বসন্ত রাও নায়েক মেডিক্যাল কলেজের ঘটনাটি ঘটেছে। হাসপাতাল সুপার ডাঃ মিলিন্দ কাম্বলি জানিয়েছেন, দুই নার্সের সোয়াব পরীক্ষার জন্য ল্যাবে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। বর্তমানে দুই নার্স চিকিৎসাধীন রয়েছেন। উল্লেখ করা যেতে পারে, ওই হাসপাতালে করোনায় আক্রান্ত এক রোগীর চিকিৎসা চলছে। পাশাপাশি করোনা সন্দেহে চিকিৎসাধীন রয়েছে আরো ১৪ জন। কিন্তু এমন পরিস্থিতিতে দুই জন নার্সের শারীরিক অবনতি হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের চিন্তার ভাঁজ বাড়িয়েছে।

বন্ধ হল রেস্তোরাঁ, পানশালা, নাইট ক্লাব, বিনোদন পার্ক

কলকাতা, ২১ মার্চ (হি.স.): করোনা কামড়ের ভয়ে এবার বন্ধ হচ্ছে রেস্তোরাঁ, পানশালা, নাইট ক্লাব, বিনোদন পার্ক, মাসাজ পার্লার, স্পা, মিউজিয়াম এবং সরকারি-বেসরকারি চিড়িয়াখানা। শনিবার এমন নির্দেশ দেওয়া হল রাজ্য সরকারের তরফে। আগামীকাল রবিবার থেকে ৩১ মার্চ পর্যন্ত বন্ধ থাকবে এই সমস্ত স্থান।

নির্দেশিকা জারি করে আরও জানানো হয়েছে, জীবাণু একজনের শরীর থেকে আরেকজনের শরীরে ছড়িয়ে পড়া আটকাতে এহেন সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য সরকার।

নির্ভয়ার অপরাধীদের ফাঁসি তো হয়েছে, কিন্তু ঝুলে আছে অনেক প্যাঁচ

নির্ভয়া গণধর্ষণ মামলার অপরাধীদের অবশেষে ফাঁসি তো হয়েছে, নির্ভয়ার সঙ্গে অত্যাচার এবং খুনের মামলায় দোষী মুকেশ সিং, পবন গুপ্তা, বিনয় শর্মা এবং অক্ষয় ঠাকুরকে প্রথমবার এই মামলায় ২০১৩ সালে মৃত্যুদণ্ডের সাজা দেওয়া হয়েছিল। এরপর এই মামলা বিভিন্ন আদালতে অযৌক্তিকভাবে ঘুরতে থাকে তবে, এত বড় এবং গুরুত্বপূর্ণ মামলায় দোষীদের শাস্তি দেওয়ার ক্ষেত্রে বিলম্ব হওয়া বিচার ব্যবস্থা এবং আইনজীবীদের প্রতি অনেক প্রশ্ন উত্থাপন করেছে।

আদালতে ন্যায়বিচার পাওয়ার ক্ষেত্রে বিলম্বের কারণে, এমনকি মৃত্যুদণ্ডের অপেক্ষায় থাকা দোষীদের প্রাণভিক্ষার আবেদনের প্রেক্ষিতে সিদ্ধান্ত সময় মতো নেওয়া হয়নিউ সুপ্রিম কোর্ট ২০১৪ সালে মৃত্যুদণ্ডের অপেক্ষায় থাকা ১৫ জন দোষীকে ফাঁসির সাজার পরিবর্তে যাবজ্জীবন সাজাও দিয়েছিল। মৃত্যুদণ্ডের অপেক্ষায় থাকা বন্দিদের বিষয়ে নজিরবিহীন সিদ্ধান্তে বলা হয়েছিল যে, মৃত্যুদণ্ডের দণ্ডিতদের প্রাণভিক্ষার আবেদন অনির্দিষ্টকালের জন্য বিলম্বিত হতে পারে না। দেরি হয়ে যাওয়ার প্রেক্ষিতে তাদের সাজা কমানো যেতে পারে।

মৃত্যুর থেকেও খারাপ আর কী হতে পারে? সম্ভবত মৃত্যুর অপেক্ষা। বিশেষত অপেক্ষা যখন কয়েক ঘন্টার নয়, বেশ কিছু দিন অথবা মাসের নয়, বরং বছরভরের অপেক্ষা। কিছু মামলার ক্ষেত্রে তো কয়েক দশক ধরেও অপেক্ষা চলতে থাকে। ভারতীয় জেলে বন্দিরা এমনই অপেক্ষায় রয়েছে। কারণ এই ধরনের ভয়ঙ্কর অপরাধীদের নিয়ে কী করা যায়, সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া সম্ভব নয়। অথবা

সংবিধানে প্রদত্ত ক্ষমার বিধান অনুযায়ী জীবনদান দিয়ে দেওয়া যায়উ একটি বিষয় বুঝতে হবে, আসলে সমস্যাটি তাদের ফাঁসিতে ঝোলানো অথবা ক্ষমা করার সঙ্গে সম্পর্কিত নয়উ সমস্যা হল এই

দু'টির মধ্যে কোনও কিছু না করে, হাতে হাত ধরে রাখা, এ জন্যই বিলম্ব হয়।

যাইহোক, নির্ভয়া কাণ্ড এতটাই হৃদয় বিদারক ছিল যে তখন সমগ্র দেশ ক্ষোভে ফেটে পড়েছিল। নির্ভয়ার অবস্থা দেখে চিকিতক এবং মেডিক্যাল টিমও স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল। ২০১২ সালের ১৬ ডিসেম্বর দক্ষিণ দিল্লির মুনিরকা অবস্থিত একটি বাস স্টপের কাছে নির্ভয়ার সঙ্গে পাশবিক অত্যাচার চালানো হয়েছিল। এই মামলায় বাস চালক-সহ ৬ জনকে গ্রেফতার করেছিল দিল্লি পুলিশ। তাদের মধ্যে একজন নাবালকও ছিল। তাকে তিন বছর ধরে সংশোধনাগারে

রাখার পর ছেড়ে দেওয়া হয়েছিলউ জেলেই আত্মহত্যা করেছিল রাম সিং নামে একজন অভিযুক্ত।

ফাঁসি সাজার উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা কি উচিত ফাঁসি সাজা কি ভারতের মতো দেশে জরুরি?

নির্ভয়া ধর্ষণকাণ্ডের পর এই প্রশ্নটাই দেশের বিভিন্ন মহল থেকে উঠেছে। কয়েক বছর আগে অ্যামেনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল একটা সূচী তৈরি করেছিল। যে সকল দেশে ফাঁসি সাজা প্রযোজ্য রয়েছে সে সকল দেশের তালিকার তার মধ্যে ছিল। সেখানে ভারতের নামও ছিল। এই তালিকার শীর্ষ ছিল চিন। সব থেকে বেশি মৃত্যুদণ্ড চিনে দেওয়া হয়।

অ্যামেনেস্টির রিপোর্ট অনুযায়ী চিনে প্রতিবছর কয়েক হাজার অপরাধীদের ফাঁসির দণ্ডিত করা হয়। ফাঁসির সাজা দেওয়ার ক্ষেত্রে অন্যান্য যে দেশগুলি এগিয়ে রয়েছে তারা হল ইরান, সৌদি আরব, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, পাকিস্তান

এবং বাংলাদেশ। অনেকে বলে থাকেন অপরাধ দমনে মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার নীতি ভ্রান্ত। কারণ মৃত্যুদণ্ড দিয়ে অপরাধ কম হয়েছে এমন কোনও প্রমাণ আজ পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। নির্ভয়া কাণ্ড থেকে এর

কিছুটা প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে। কারণ সে জঘন্য ধর্ষণকাণ্ডের পরও ভারতের বিভিন্ন জায়গায় ধর্ষণ সংগঠিত হয়েছে। হয়তো ফাঁসির সিদ্ধান্ত দেরি নেওয়ার কারণে এমন পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে।

স্বাধীন ভারতে সব থেকে বেশি ফাঁসির সাজা দেওয়া হয়েছে উত্তরপ্রদেশে। এর পরে রয়েছে হরিয়ানা, মধ্যপ্রদেশের স্থান। নাথুরাম গোডসে এবং নারায়ণ আপ্তে স্বাধীন ভারতের প্রথম অপরাধী যাদের ফাঁসি দেওয়া হয়েছে। ১৯৪৯ সালের ১৫ নভেম্বর আম্বালার সেন্ট্রাল জেলে ফাঁসিকাঠে লটকে দেওয়া হয়েছিল। এদের বিরুদ্ধে জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীকে হত্যা এবং হত্যা করার

ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকার অভিযোগ ছিল। ১৯৪৮ সালের ৩০ জানুয়ারি গান্ধীজিকে দিল্লিতে হত্যা করা হয়েছিল। আর গোডসে এবং আপ্তেকে আম্বালায় নিয়ে গিয়ে ফাঁসি দেওয়া হয়েছিল।

অনেক বার আদালতের সিদ্ধান্তকে পাত্তা দেওয়া হয়নি। ১৯৯৩ সালে দিল্লিতে বোমা বিস্ফোরণ কাণ্ডে ১৩ জনের মৃত্যু হয়েছে। এই কাণ্ডে আদালত দেবেন্দ্র সিং ভুল্লরকে দোষীকে সাব্যস্ত করেছিল। পরে কয়েক বছর ধরে নগরদায়রা আদালত, হাইকোর্ট, সুপ্রিমকোর্ট সকলেই তাকে ফাঁসির সাজা শুনিয়েছে। তার দায়ের করা ক্ষমা প্রার্থনার আর্জি আদালত ২০১১ সালের মে মাসে খারিজ করে দিয়েছে। কিন্তু এরপরেই মামলা শেষ হয়ে যায়নি। ওই বছর সেপ্টেম্বরে সুপ্রিমকোর্টের কাছে দেবেন্দ্র সিং ভুল্লর আইনজীবী সাজা কমানোর আপিল করেন। দেশের

শীর্ষ আদালত সেই আর্জি মেনেও নেয়। যেখানে তাকে বেঁচে থাকার অধিকার দেওয়া হয়। বর্তমানে এখন কেউ জানে না ভুল্লরের ভবিষ্যৎ কি হবে। ফাঁসির অপরাধীদের দীর্ঘ সময় জেলে রেখে দিলে তার মানে হল দুইবার করে সাজা দেওয়া হচ্ছে। যা ভারতীয় সংবিধানের ২১ নম্বর অনুচ্ছেদের পরিপন্থী।

কার সিদ্ধান্ত অন্তিম।

ফাঁসি দেওয়া এবং না দেওয়ার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতির সিদ্ধান্তও চূড়ান্ত বলে মানা যায় না। খ্যাতনামা আইনজীবী মজিদ মেনন বলেছিলেন, মন্ত্রিসভার গড়িমসির জন্য ক্ষমাপ্রার্থনার আর্জিগুলির ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত নিতে দেরি হয়। রাষ্ট্রপতিকে দেওয়া পরামর্শ দ্রুততার সঙ্গে দিলে এই ক্ষেত্রে গোটা পদ্ধতিটাই তাড়াতাড়ি তরান্বিত হতে পারে। ক্ষমাপ্রার্থনার আর্জিগুলির ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতি একা সিদ্ধান্ত নিতে পারেন না। সংবিধানের ৭৪ নম্বর অনুচ্ছেদ অনুযায়ী কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার পরামর্শ মেনেই তাঁকে চলতে হয়। পরামর্শ অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নেন তিনি।

উল্লেখ করা যেতে পারে এমন অনেক উদাহরণ রয়েছে যেখানে মন্ত্রিসভার পরামর্শ সত্বেও রাষ্ট্রপতি চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে অনেক সময় নিয়ে নিয়েছেন। নব্বইয়ের দশকে দেখা গিয়েছে ক্ষমাপ্রার্থনার ক্ষেত্রে মন্ত্রিসভার পরামর্শ মেনে সিদ্ধান্ত নিতে অনেকটা সময় নিয়ে নিতেন রাষ্ট্রপতি। ১৯৮০ সালে দুই থেকে তিন বছরের মধ্যেই এমন সিদ্ধান্ত নেওয়া হতো। ১৯৯০ সালে সুপ্রিম কোর্টের তরফ থেকে বলা হয়েছিল দুই বছরের মধ্যে রাষ্ট্রপতিকে সিদ্ধান্তগ্রহণের জন্য বাধ্য করা উচিত হবে না।

স্বর্গে নির্ভয়া এখন শান্তিতে ঘুমচ্ছেন। কিন্তু ফাঁসি নিয়ে এখনও অনেক প্যাচ রয়ে গিয়েছে।

(লেখক রাজ্যসভার সাংসদ রবীন্দ্র কিশোর সিনহা)

ভূতের ভবিষ্যৎ ও অপবিজ্ঞান

শোভনলাল চক্রবর্তী

১৯৮৫ সালে আমেরিকান টেলিভিশন জগতে হৈ চৈ ফেলে দিয়ে যাত্রা শুরু করে একটি আপাদমস্তক বিজ্ঞানভিত্তিক চ্যানেল—ডিসকভারি। অচিরেই সারা বিশ্বের অন্যতম সেরা বিজ্ঞান বিষয়ক চ্যানেলের রেটিং পেয়ে যায় এই চ্যানেলটি, যাদের স্লোগান ছিল 'দ্য ওয়ার্ল্ড ইজ আওয়ার্স'। জলে স্থলে অন্তরীক্ষে ক্যামেরা পাঠিয়ে সাধারণ মানুষের চোখের সামনে এরা তুলে ধরতে থাকেন একের পর এক আশ্চর্য সব অনুষ্ঠানের ডালি। অচিরেই শুরু হয় ডিসকভারির একটি শাখা চ্যানেল। অ্যানিম্যাল প্ল্যানেট। শুধুমাত্র জীবনজদের নিয়ে এই চ্যানেলটি জনপ্রিয় হয়ে ওঠে অসাধারণ কিছু সঞ্চালকের কৃপায়, যারা ক্যামেরা নিয়ে ঢুকে পড়তে থাকেন একেবারে পশুপাখিদের মাঝখানে। সাধারণ মানুষকে বিজ্ঞানমনস্ক করে তোলার কাজে এক অগ্রণী ভূমিকা পালন করে ডিসকভারি ও তাদের সহযোগী চ্যানেলগুলি। সাধারণ মানুষের খাবার টেবিলে, শোবার ঘরে এরা ঢুকে পড়েন। বিজ্ঞানভিত্তিক অনুষ্ঠানের পসরা সাজিয়ে। এই শতকের শুরুতে হঠাৎ ছন্দপতন, ডিসকভারি চ্যানেল একটি অনুষ্ঠানে দেখায় একটি পোড়ো বাড়িতে কিছু অস্বাভাবিক ঘটনা ঘটছে। যেমন কিছু আলো পাখা আচমকা জ্বলে উঠছে, আবার নিভে যাচ্ছে। একটি দীর্ঘ ছায়া নেমে আসছে দেওয়াল দিয়ে। দরজা, জানলা বন্দ হচ্ছে খুলে যাচ্ছে নিজের মতো। এই আধণ্টার অনুষ্ঠানটি ঘিরে আলোড়ন পড়ে যায়, এবং দর্শকদের চাহিদা মেটাতে ২০০১ সালে শুরু হয় ধারাবাহিক 'হন্টেড হোটেলস'। তার পরের বছর এরিক ফন দানিকের বহির্বিশ্বের মানুষ দ্বারা বিশ্ব সৃষ্টির তত্ত্ব নিয়ে (যা এতদিনে বুজরুকি বলে প্রমাণিত) শুরু হয় ধারাবাহিক 'মিস্টেরিয়াস জার্নিস'। এর পর চলতে থাকে ভূত এবং আধিভৌতিক বিষয়ের ওপর একের পর এক ধারাবাহিক। এর ফলে ওইসব ঘটনা নিয়ে বিভিন্ন দেশে আঞ্চলিক স্তরে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে ভূতের ধারাহাহিক। আমাদের দেশে এবং রাজ্য তার ব্যতিক্রম ছিল না। টিআরপি লোভ সামলাতে না পেরে এরপর ডিসকভারি চ্যালেন শুরু করে একটি ধারাবাহিক যাব নাম 'ঘো, ট হান্টার্স', যেখানে একদল মানুষ বিভিন্ন যন্ত্রপাতি সহযোগে ভূতের অস্তিত্ব প্রমাণ করতে মাঠে নামেন। ভৌতিক ক্রিয়াকলাপ দেখানো এক জিনিস আর ভূত ধরে দেখানো আরেক জিনিস। চ্যানেলটি আপামর জনসাধারণ দেখেন, শিশুরাও দেখে কাজেই কোনও ভুল তথ্য বা ভুল ধারণা চ্যানেল মাধ্যমে প্রচারিত হলে, সচেতন নাগরিকের কর্তব্য অসঙ্গতিগুলিকে সামনে রাখা, এখানে তিনটি বিষয় আছে, প্রথম ঘোস্ট হান্টার্স-এ কী বা কেন ঘটছে তার ব্যাখ্যা নেই, শুধু মাত্র কয়েকটি বৈদ্যুতিন যন্ত্র দিয়ে দেখানোর চেষ্টা হচ্ছে যে ভূত আছে। দ্বিতীয়ত, যে সব যন্ত্র ব্যবহার করা হচ্ছে সেগুলে াকি কাজে লাগে, বা যে বৈজ্ঞানিক শব্দ ব্যবহার করা হচ্ছে সে সবের অর্থ কি তা দর্শকদের না জানিয়েই তাঁরা মানুষের সামনে উপস্থাপন করছেন। তৃতীয়ত, অনুষ্ঠানে আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে ভূতের যে বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা দেওয়া হচ্ছে, তেমন অপবিজ্ঞান আর হয় না। এঁরা ভূত আছে ধরে নিয়ে তার অস্তিত্বকে বিজ্ঞানসম্মতভাবে প্রমাণ করতে চাইছেন। কিন্তু কেন? যে ঘটনা ভূতুড়ে বলে পরিচিত, তাকে নতুন করে ভূতুড়ে প্রমাণ করার দরকার আছে কি? তর্কের খাতিরে যদি ধরে নিই যে ভূত আছে,

> আগামী দিনে হয়ত ডাইনির ডিএনএর গঠন, ব্রাহ্মণ, দলিতদের রক্তের উপাদানের পার্থক্য, পৈতের জীবাণুনাশক ধর্ম, এইসব নিয়েও বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব উদ্ভুত হতে থাকবে। এখানে সঙ্গত প্রশ্ন, আমরা কী করব? টিভি চ্যানেল বন্ধ করে তো বসে থাকতে পারব না। তবে যেটা পারি এবং করতে হবে সেটা হল এই অনুষ্ঠানগুলো না দেখা। বাড়ির শিশুদের দেখতে না দেওয়া।

তাহলে তারা নিজেদের মতো করে, নিজেদের নিয়মে আছে। যেমন আমরা দেখেছি 'ভূতের ভবিষ্যৎ' ছবিতে। সাধারণ মানুষ তো তাকে দিয়ে মর্জিমাফিক কিছু করিয়ে নিতে পারবে না, তাহলে তার পেছনে ছুটে ঠিক কী লাভ? ভূত ধরার যে যন্ত্রটি ঘোস্ট হান্টার্সরা ব্যবহার করেন, যাকে তাঁরা বলেন, ঘোস্ট ডিটেক্টর তা আদতে একটি তড়িৎ চুম্বকীয় তরঙ্গের কম্পঙ্ক মাপার যন্ত্র। যার পোশাকি নাম 'ইএমএফ মিটার' বা ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ফ্রিকোয়েন্সি মিটার। এখন এই যন্ত্রে ভূত ধরা মানে ভূত আসলে তড়িৎ চুম্বকীয় তরঙ্গ। কিন্তু এটা কী করে জানা গেল? এখানে বলা দরকার যে দৃশ্যমান আলোও একটি নির্দিষ্ট কম্পাঙ্কের তড়িৎ চুম্বকীয় তরঙ্গ। তাছাড়া আমরা যে সমস্ত বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করি যেমন, কম্পিউটার, মোবাইল ফোন, টিভি—এগুলি সকলেই বিভিন্ন আলাদা সম্পাঙ্কের তড়িৎ চুম্বকীয় তরঙ্গ বিকিরণ করে। তাই এইরকম একটা যন্ত্রে কাছাকাছি আনলে ওই মিটার উঁচু রিডিং দেখাবে, তার জন্য কোনও ভূতের দরকার হবে না। ঘোস্টা হান্টার্সরা লেজার ও অবলোহিত (ইনফ্রোয়েড) রশ্মি নির্ভর একটি যন্ত্র ব্যবহার করে থাকেন যার নামটি গালভরা, প্রক্সিমিটি ডিটেক্টর। এই যন্ত্রটির ব্যাপারে বলার কথা এই যে, ওই যন্ত্র থেকে নির্গত তরঙ্গ কোনও কঠিন বস্তুতে ধাক্কা খেয়ে ফিরে এলে সেই বস্তুর অবস্থান বোঝা যায়। অর্থাৎ যন্ত্রটির কাজকে বাদুড়ের চলাফেরা (শব্দ তরঙ্গের প্রতিফলন) সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। আবার অবলোহিত তরঙ্গ উষ্ণতা মাপতে সাহায্য করে। তাহলে ঘোস্ট হান্টার্সরা প্রক্সিমিটি ডিটেক্টর নামক যে যন্ত্র দিয়ে ভূত ধরছেন সেই ভূত কঠিন পদার্থ আবার একই সঙ্গে তড়িৎ চুম্বকীয় তরঙ্গ, যা কোনও অজানা উপায়ে মাধ্যমকে গরম করে তোলে। অর্থাৎ ভূত এক সোনার পাথরবাটি। এই বিজ্ঞানের গুঁতোতে তো আইনস্টাইনও কাবু হয়ে যেতেন, আমরা তো কোন ছাড়। ঘোস্ট হান্টার্সদের ফলাফলের বিশ্লেষণে ব্যবহৃত হয় শক্তির নিত্যতা সূত্র। যে সূত্র অনুযায়ী শক্তির সৃষ্টি বা বিনাশ হয় না, কিন্তু রূপান্তর হয়। ঘোস্ট হান্টার্সদের ব্যাখ্যা, মানুষ মারা গেলে তার শরীরের যে বিপুল শক্তি তা তো বিনষ্ট হতে পারে না, তাই সেই শক্তিই ভূত হয়ে চারদিকে ঘুরে বেড়ায়। বেশ, তাই না হয় হল। এখন প্রশ্ন হল, যখন কোনও শিশু জন্মায়, আস্তে আস্তে বেড়ে ওছে তখন কি তাহলে শক্তি সৃষ্টি হয়? যদি তা না হয় তবে মৃত্যুতেই বা শক্তির বিনাশ হতে হবে কেন? মানুষের চলাফেরা, কাজকর্ম, শরীরের তাপমাত্রা, যাকে আমরা শক্তি বলি, সেটা আসলে একটা জটিল প্রক্রিয়া। খাবার থেকে পাওয়া রাসায়নিক শক্তি এখানে যান্ত্রিক ও তাপশক্তিতে পরিণথ হয়ে সব ধরনের শারীরিক ক্রিয়া ঘটতে সাহায্য করে ও শক্তি জোগায়। এই শক্তি কোথায় জমা থাকে না, উৎপন্ন হওয়ার সঙ্গে সঞ্চারিত হয়ে যায় সমস্ত কোষে। মৃত্যু ঘটলে শরীরের রাসায়নিক প্রক্রিয়া বন্ধ হয়ে যায়, ফলে শক্তির সরবরাহ বন্ধ হয় এবং সব ধরনের শারীরবৃত্তীয় ক্রিয়াও বন্ধ হয়ে যায়। এখানে একসঙ্গে অনেকটা শক্তি বেরিয়ে আসার কোনও প্রশ্ন ওঠে না। তাই শক্তির নিত্যতা সূত্র দিয়ে আর যাই হোক ভূতের ব্যাখওা চলে না। তবে আমসল বিপদটা ভূতে নয়, অপবিজ্ঞানে। এই যে কিছু বিজ্ঞানঘেঁষা শব্দ, কিছু যন্ত্রপাতি দেখিয়ে একটা ভিত্তিহীন বিষয়কে বিজ্ঞানসম্মত বলে বিশ্বাসযোগ্য প্রতিপন্ন করার চেষ্টা, সাদারণ মানুষের মনে এর প্রক্রিয়াটা হয় অনেক বেশি। হাত দেকা, গ্রহরত্ন, মাদুলি, তাবিজ, ভূত প্রেত সব বিষয়ে অর্থহীন বাজে কথা ও কুযুক্তি বিজ্ঞানের ছোঁয়া গেলে যেন শুদ্ধ হয়ে ওঠে। তখন দেখা যায়। বিজ্ঞানশিক্ষিতদ্ধক মানুষও সেকথা বিশ্বাস করতে শুরু করেন। তা সে কম্পিউটারের সাহায্যে ভাগ্য গণনা হোক, ম্যাগনেটিক থেরাপি হোক, কোনও বিশেষ রশ্মি শোষণ করার তত্ত্ব হোক বা ব্ল্যাক হোলেরশক্তি দিয়ে মানুষের রোগব্যাধি সারানোর তত্ত্ব হোক। ভূত যখন তড়িৎচুম্বকীয় তরঙ্গ হয়ে যায় তখন তাকে অত সহজে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। আমার এক পরিচিত বিজ্ঞানের শিক্ষক আছেন, যিনি ভূত যে আছে তার ব্যাখ্যা হিসেবে বলেন যে, আলোর যেমন ভূতেরাও নাকি তাই। (সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

শনিবার আগরতলায় করোনা ভাইরাস আটকাতে মাস্ক বিতরণ করা হয়। ছবি- নিজস্ব।

প্রধানমন্ত্রী আহূত জনতা কারফিউ সফল করতে জেলাবাসীর প্রতি আহ্বান করিমগঞ্জ বিজেপির

করিমগঞ্জ (অসম), ২১ মার্চ (হি.স.) : 'নিজে বাঁচুন, অন্যকেও বাঁচতে দিন', আবেদন জানিয়ে করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে প্রধানমন্ত্রী আহূত জনতা কারফিউ সফল করে তুলতে জেলাবাসীর প্রতি জোরালো আহ্বান জানিয়েছে করিমগঞ্জ বিজেপি। সমগ্র বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়া কোভিড-১৯ বর্তমানে মহামারির রূপ ধারণ করেছে। এ থেকে কীভাবে নিজেকে এবং অন্যকে রক্ষা করা যায় এই বার্তা জনগণের মধ্যে পৌঁছে দেওয়াই হল করিমগঞ্জ বিজেপির উদ্দেশ্য।

এ নিয়ে করিমগঞ্জ বিজেপি-র সদর কার্যালয় শ্যামাপ্রসাদ স্মৃতি ভবনে এক সাংবাদিক বৈঠকে দলের জেলা সভাপতি সুব্রত ভট্টাচার্য বলেন, করোনা ভাইরাস সংক্রমণ প্রতিরোধে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী রবিবার ১৪ ঘণ্টার যে জনতা কারফিউ-এর ডাক দিয়েছেন, তা সমগ্র বিশ্বে সমাদৃত হচ্ছে। বিশ্বের উন্নত দেশগুলোর রাষ্ট্র নেতারা প্রধানমন্ত্রী মোদীর এই সাহসী পদক্ষেপের ভূয়সী প্রশংসা করছেন। চিনের পার্শবর্তী দেশ হওয়ার পরও এই ভাইরাস প্রতিরোধে ভারত সরকার যে পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করেছে তা সত্যিই প্রশংসার যোগ্য। তাই ভাইরাসের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারের পদক্ষেপগুলোকে শক্তিশালী করতে 'জনতা কারফিউ'কে একশো শতাংশ সফল করে তুলতে জেলার সর্বস্তরের জনসাধারণের কাছে বিনম্র আবেদন রেখেছেন সভাপতি সুব্রত ভট্টাচার্য। জেলা বিজেপির উপ-সভাপতি ও সম্পাদক যথাক্রমে ডা. মানস দাস এবং ডা. দেবতোষ পাল করোনা ভাইরাস প্রতিরোধের বিভিন্ন দিক উল্লেখ করে বলেন, এই ভাইরাস বাতাসে ঘুরে বেড়ায় না। একে অপরের সংস্পর্শে আসলেই করোনা সংক্রমণের আশঙ্কা থাকে। এর উপসর্গগুলো উল্লেখ করে ডা. মানস দাস বলেন, প্রথমে প্রচণ্ড জ্বর হবে। সঙ্গে মাথা ব্যথা, সর্দি, কাশি, পেটে ব্যথাও থাকতে পারে। এ রকম কোনও উপসর্গ থাকলে সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে আইসোলেট করে নেওয়ার পরামর্শ দেন ডা. দাস।পুষ্টিকর আহারেরও পরামর্শ দেন তিনি। তবে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে গেছি ভেবে বিচলিত না হয়ে চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী চলার কথা বলেন তিনি। ভাইরাস প্রতিরোধে ১৪ ঘণ্টার জনতা কারফিউ চিকিৎসা বিজ্ঞানেরই একটা অঙ্গ।

এ প্রসঙ্গে ডা. মানস দাস বলেন, কোভিড-১৯ সংক্রমণ কোনও আধার ছাড়া ১২ ঘণ্টার বেশি জীবিত থাকতে পারে না। তাই দেশের প্রত্যেক নাগরিক যদি ১৪ ঘণ্টা একে অন্যের থেকে দূরে থাকেন, তা হলে এই ভাইরাস সংক্রমণে অনেকটা লাগাম টানা যাবে। এই উদ্দেশ্য নিয়েই প্রধানমন্ত্রী জনতা কারফিউয়ের ডাক দিয়েছেন। তাই দেশের স্বার্থে ও নিজের স্বার্থে জনতা কারফিউ পালন করার আবেদন জানান ডা. মানস দাসও।আজকের সাংবাদিক বৈঠকে প্রাসঙ্গিক বক্তব্য পেশ করেন এআইডিসি-র চেয়ারম্যান মিশন রঞ্জন দাস, প্রদেশ বিজেপি নেতা বিশ্বরূপ ভট্টাচার্য, প্রাক্তন বিধায়ক প্রণব কুমার নাথ ও করিমগঞ্জের পুরনেত্রী অঞ্জলি রায়। উপস্থিত ছিলেন জেলা বিজেপি-র সাধারণ সম্পাদক নির্মল বণিক, প্রাক্তন পুরপতি সুধাংশু দাস, শহর মণ্ডল সভাপতি সঞ্জীব বণিক, প্রচার সচিব নিশিকান্ত ভট্টাচার্য, যুব মোর্চার জেলা সভাপতি অমিত পাল, দেবদুলাল দাস প্রমুখ।

প্রধানমন্ত্রীর প্রস্তাবিত জনতা কারফিউকে সফল করুন, পাথারকান্দিবাসীর প্রতি আর্জি বিধায়কের

পাথারকান্দি (অসম), ২১ মার্চ (হি.স.) : প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর প্রস্তাবিত জনতা কারফিউ-কে সফল করতে তাঁর নির্বাচন ক্ষেত্রের সর্বস্তরের জনসাধারণের প্রতি আর্জি জানিয়েছেন পাথারকান্দির বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু পাল। শনিবার সংবাদ মাধ্যমের কাছে প্রেরিত এক প্রেস বিবৃতিতে বিধায়ক এই আর্জি জানিয়ে বলেছেন, সম্প্রতি গোটা বিশ্বে করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ হু হু করে বেঁড়ে চলছে। এই মহামারির হাত থেকে রক্ষা পেতে চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা এখনও কোনও ওষুধ বের করতে পারেননি। তাই কঠিন এই পরিস্থিতির সঙ্গে মোকাবিলা করতে এবং নিজেদের বাঁচাতে এই মুহূর্তে কেবলমাত্র সচেতনতাই প্রয়োজন।

বিধায়ক তাঁর বিবৃতিতে বলেছেন, তবে করোনা ভাইরাস নিয়ে আতঙ্কিত হওয়ারও কোনও কারণ নেই। একে ঠেকাতে সতর্কতাই যথেষ্ট। এখন পর্যন্ত গোটা রাজ্যের সরকারি চিকিৎসক, আশাকর্মী, স্বাস্থ্যকর্মী, শিক্ষককুল, সামাজিক সংস্থা-সহ সংবাদ মাধ্যমের কর্মীরা এই ভাইরাস সংক্রমণ প্রতিরোধে সজাগতা মূলক নানা কর্মসূচি হাতে নিয়ে কাজ করে চলছে। কোভিড-১৯ ভাইরাসের প্রাদুর্ভাব মোকাবিলায় কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকারও সব দিক থেকে যুদ্ধকালীন তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে।

তিনি বলেন, করোনা ঠেকাতে দেশের জনগণকে রবিবার জনতা কারফিউ পালন করার ডাক দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেনর্ল মোদী। রবিবার সকাল সাতটা থেকে রাত নয়টা পর্যন্ত পরিবারের প্রত্যেক সদস্যকে নিজের নিজের ঘরে অবস্থান করতে বলেছেন দেশের প্রধানমন্ত্রী। তাঁর এই প্রস্তাব জনগণের মঙ্গলের জন্য উত্তম পন্থা, বলেন বিধায়ক পাল। আরও বলেছেন, রবিবার এমনিতেই ছুটির দিন। এদিন সন্ধ্যায় জনসাধারণের সেবায় দিবানিশি কাজ করে যাওয়া চিকিৎসক-সহ স্বাস্থ্যকর্মী, মিডিয়া এবং এই কাজে নিয়োজিত অন্যান্য ব্যক্তিবর্গকে সম্মান জানাতে নিজের নিজের ঘরের দুয়ারে শঙ্খ-ঘণ্টা বাজানোর আবেদনও রেখেছেন প্রধানমন্ত্রী।

বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু বলেন, এই মহৎ প্রয়াসকে কোনও রাজনৈতিক রং না চড়িয়ে সবাইকে এক ছাতার তলায় দাঁড়িয়ে জনতা কারফিউ পালন করা উচিত। তাঁর কথায়, এই পদক্ষেপ এক সতর্কবার্তার পাশাপাশি কারফিউ দিবসের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যামাত্র। যেহেতু দেশের কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার ভয়াবহ এই সংক্রমণের বিরুদ্ধে লাগাতার লড়াই অব্যাহত রেখে চলছে তাই আজকের দিনে এটাকে হালকা ভাবে নিলেই বিপদ।

তিনি আরও বলেন, আগামী কয়েকদিন আমাদের প্রত্যেকেরই কঠোর সংযম ও অনুশাসনের মধ্য দিয়ে চলা উচিত। বিশেষ করে ষাটোর্ধ ব্যক্তি ও শিশুদের বিনা কারণে ঘরের বাইরে না যাওয়াটাই ভালো। আমরা যত বেশি বহির্জগতের সঙ্গে নিজেদের দূরে রাখার চেষ্টা করব ততই আমাদের মঙ্গল। শেষে তিনি সাধারণ জনগণের মধ্যে সরকারের স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় সতর্কীকরণ সহ বিশেষ ভাবে জারিকৃত বিভিন্ন বিধিনিষেধ যথাসম্ভব মেনে চলার জন্য আবেদন জানিয়েছেন।

দমদম সেন্ট্রাল জেলে দুই গোষ্ঠির সংঘর্ষে মৃত ৩, উত্তেজনা ছড়াল প্রেসিডেন্সিতেও

কলকাতা, ২১ মার্চ (হি.স.) : বিচারাধীন ও সাজাপ্রাপ্ত বন্দিদের মধ্যে খন্ডযুদ্ধে দমদম কেন্দ্রীয় সংশোধনাগারে চাঞ্চল্য ছড়ালো শনিবার। চলে গুলি ও বোমা। ঘটনায় তিন জন বন্দির মৃত্যু হয়েছে। মৃতদের নাম আফতাব আনসারি, কমলেশ সিং, শেখ ফিরোজ ইসলাম। এরা তিনজনেই এনডিপিএস কেসে বিচারাধীন ছিলেন। টিটাগর থানার এলাকার বাসিন্দা। এছাড়াও অভিজিৎ নামে আরেক বন্দী গুলিবিদ্ধ হয়েছে। তার পায়ে গুলি লেগেছে। জখম বেশ কয়েকজন । বর্তমানে তারা আর জি কর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। ঘটনাস্থলে এসেছেন দমকলমন্ত্রী সুজিত বসু ও খাদ্যমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক। কাঁদানে গ্যাসের শেল ফাটায় পুলিশ। এদিকে, এর পরই আজ উত্তেজনা ছড়ায় দমদম সেন্ট্রাল জেলের পর প্রেসিডেন্সি জেলেও উত্তেজনা।

বিচারাধীন ও সাজাপ্রাপ্ত বন্দীদের মধ্যে খন্ডযুদ্ধের দমদম কেন্দ্রীয় সংশোধনাগারে চাঞ্চল্য ছড়ালো শনিবার। খন্ডযুদ্ধের মাঝেই জেলের ভিতর আগুন লাগিয়ে দেয় বিচারাধীন বন্দিরা। অবস্থা নিয়ন্ত্রণে আনতে পুলিশ। এর পরেই ঘটনা আরও হাতের বাইরে চলে যায়। জেলের ভিতর রান্না ঘর, কয়েকটি সেলে আগুন ধরিয়ে দেয় বন্দিরা। তারা জেলের কর্মীদের গায়ে হাত তোলে বলেও অভিযোগ। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পাশের তিনটি থানা থেকে এসেছে পুলিশ। মোতায়েন করা হয়েছে ব্যাফ।

জানা যায়, সংশোধনাগারের ১ নম্বর ওয়ার্ডটি মূলত বিচারাধীন বন্দিদের রাখা হয়। এদিন সকাল বেলা বিচারাধীন বন্দিরা হঠাৎ অভিযোগ করে বসেন তাদের আদালতে যেমন তোলা হচ্ছে না তেমনি বাড়ির কারোর সঙ্গে দেখা করতে দেওয়া হচ্ছে না। এই নিয়ে সকাল থেকেই বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করে তারা। সাজাপ্রাপ্ত বন্দীদের সঙ্গে তখন তাদের বিরোধ বেধে যায়। সে সময় জেল সুপার আসরে নামেন। কিন্তু তাঁকে পেয়েই বন্দিরা দাবি করে, সাজাপ্রাপ্ত বন্দিদের মত তাঁদেরও প্যারোলে ছাড়তে হবে। এর পরই উভয়পক্ষের মধ্যে বচসা শুরু হয়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে জেল কর্মীরা ঘটনাস্থলে আসে উ বিক্ষোভকারীরা জেলের ভিতর রান্নাঘর কয়েকটি সেল ছাড়াও সুপারের ঘর, ডাইরির ঘরে আগুন ধরিয়ে দেয় বিক্ষোভকারীরা। জেলের বিভিন্ন জায়গা থেকে ধোঁয়া বের হতে দেখে আতঙ্কের সৃষ্টি হয় প্রত্যক্ষদর্শীদের মধ্যে। নিমতা দমদম বাগুইআটি বারাকপুর কমিশনারেট এর পুলিশ নিয়ে আসা হয় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের জন্য। মোতায়েন করা হয় ব্যাফ। ঘটনাস্থলে কারামন্ত্রীর আসার সম্ভাবনা রয়েছে।

বন্দিদের অভিযোগ, সংঘর্ষ চলাকালীন জেল পুলিশ এবং বাইরে থেকে ব্যাফ এসে ওয়ার্ডের মধ্যেই বিচারাধীন বন্দিদের উপর ব্যাপক লাঠিচার্জ করে এবং গুলি চালায়। তবে জেল কর্তৃপক্ষ এ জাতীয় অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। তাঁরা জানিয়েছেন, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতেই লাঠিচার্জ করা হয়, কিন্তু গুলি চলেনি।

দমদম সেন্ট্রাল জেলের পর প্রেসিডেন্সি জেলেও উত্তেজনা।

ছয়ের পাতায়

আমাদানিকৃত খাদ্যদ্রব্য এবং হাঁস, মুরগি-সহ প্রাণীর মাংস রান্না করে খাওয়া করোনা-নিরাপদ

আগরতলা, ২১ মার্চ (হি.স.) : আমদানিকৃত খাদ্যদ্রব্য করোনা ভাইরাস থেকে সম্পূর্ণ নিরাপদ। শুধু তা-ই নয়, হাঁস, মুরগি-সহ বিভিন্ন প্রাণীর রান্না করা মাংসও নিরাপদ। এ-নিয়ে অযথা বিভ্রান্ত হওয়ার কোনও প্রয়োজন নেই। ত্রিপুরার পরিবার কল্যাণ দফতর খাদ্যদ্রব্য নিয়ে সকলকে এভাবেই অভয় দিয়েছে।

দেশের খাদ্য নিয়ন্ত্রক সংস্থা 'ফুড সেফটি অ্যান্ড স্ট্যান্ডার্ড অথরিটি অব ইন্ডিয়া'র উদ্ধৃতি দিয়ে পরিবার কল্যাণ দফতর জানিয়েছে, আমাদানিকৃত খাদ্যসামগ্রী মানুষের ব্যবহারের জন্য নিরাপদ। এমন-কি করোনা ভাইরাস আক্রান্ত দেশগুলি থেকে ভারতে আমদানিকৃত খাদ্যসমূহও নিরাপদ।

পরিবার কল্যাণ দফতরের জনৈক আধিকারিক জানিয়েছেন, এ ধরনের আমদানিকৃত খাদ্যসামগ্রী নিরাপদ কিনা সে বিষয়ে সাম্পতিককালে উদ্বেগ সৃষ্টি হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে করোনা ভাইরাস থাকার সম্ভাবনা যাচাই করার জন্য বিশেষজ্ঞদের নিয়ে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছিল। কমিটির পর্যবেক্ষণ রিপোর্ট অনুসারে খাদ্যের মাধ্যমে করোনা ভাইরাস সংক্রমণের কোনও চূড়ান্ত প্রমাণ পাওয়া যায়নি।

তিনি বলেন, করোনা ভাইরাস মূলত শ্বাসযন্ত্রকে প্রভাবিত করে এবং সংক্রমিত ব্যক্তির হাঁচি, কাশির মাধ্যমে চারপাশে ছড়িয়ে পড়ে। তাছাড়া 'ড্রপলেটস'-এর মাধ্যমে ব্যক্তি থেকে ব্যক্তিতে এই জীবাণু ছড়িয়ে পড়ে। বিশ্বের স্বাস্থ্য সংস্থাগুলির পরামর্শের সঙ্গে এই কমিটিও একমত যে এই ভাইরাস শুধুমাত্র মানুষ থেকে মানুষে ছড়ায়।

সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসাবে ওই কমিটি কাঁচা বা অর্ধসেদ্ধ মাংসের পাশাপাশি অপ্রক্রিয়াজাত খাবার এড়াতে পরামর্শ দিয়েছেন। বরফ দিয়ে রাখা খাবারগুলি সঠিকভাবে রান্না করে খাওয়া উচিত। কাঁচা ফল এবং শাক-সবজি খাওয়ার আগে স্বাস্থ্যসম্মত বিধিগুলি অনুসরণ করা উচিত। পরিবার কল্যাণ দফতরের ওই আধিকারিক জানিয়েছেন, এফএসএসএআই পরিস্থিতির উপর গভীর নজর রাখছে। আন্তর্জাতিক সংস্থা এবং বৈজ্ঞানিক মহলের কাছ থেকে করোনা ভাইরাসজনিত রোগের সংক্রমণের প্রমাণ সংগ্রহ এবং পর্যবেক্ষণ করতে থাকবে এবং খাদ্যপণ্যের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

করোনার আতঙ্ক থেকে বাঁচতে শহরের প্রবীণদের জন্য হেল্প লাইন নম্বর চালু কলকাতা পুলিশের

কলকাতা, ২১ মার্চ (হি.স.): করোনার আতঙ্ক থেকে বাঁচতে শহর কলকাতার প্রবীণ নাগরিকদের জন্য হেল্প লাইন নম্বর চালু করল কলকাতা পুলিশ। শনিবার টুইট করে এই কথা জানান কলকাতার পুলিশ কমিশনার অনুজ শর্মা।

এদিন তিনি জানান, বর্তমানে বিদেশে আত্মীয় রয়েছে এমন অনেক প্রবীণ শহরে একা রয়েছেন। তাদের সাহায্যার্থে একটি হেল্প লাইন নম্বর চালু করল কলকাতা পুলিশ। যেকোনও সমস্যায় পড়লে কলকাতা পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করলে তারা যথাসাধ্য চেষ্টা করবে। হেল্পলাইন নম্বরটি হল, ৯৮৩০০৮৮৮৮৪।

প্রসঙ্গত দেখা গেছে ষাটোর্ধ ব্যক্তিরা করোনায় আক্রান্ত হয়ে বেশি মারা গিয়েছেন। ইতালির ক্ষেত্রেও ছবিটা একই রকম। তাই এই শহরের প্রবীনদের যাতে তেমন পরিস্থিতির শিকার হতে না হয় সে কারণে তাদের পাশে থাকার জন্য হেল্পলাইন নম্বর চালু করল কলকাতা পুলিশ।

করোনার ভয়াবহতার মধ্যেই অনুশীলন শুরুর সিদ্ধান্ত ইতালির কয়েকটি ক্লাবের

রোম, ২১ মার্চ (হি.স.) : করোনাভাইরাসের ভয়াবহ পরিস্থিতির মধ্যেই অনুশীলন শুরু করার সিদ্ধান্ত ইতালির কয়েকটি ক্লাব উ নাপোলি, ক্যাগলিয়ারি, লাজিওর মতো ক্লাবগুলো অনুশীলন শুরু করতে চাইছে। সামনের সপ্তাহ থেকেই ছোট ছোট দলে অনুশীলন করতে চায় ক্লাবগুলি উ

ইটালিতে করোনাভাইরাসে মৃত্যুর সংখ্যা বাড়ছে লাফিয়ে লাফিয়ে। ইতিমধ্যেই তা চিনকে টপকে ৪০৩২ জনে পৌঁছে গেছে। আক্রান্ত জুভেন্টাসের ড্যানিয়েলে রুগানি ও ব্লেইসে মাতুইদির মতো ফুটবলার। সরকারের তরফে ঘরবন্দি থাকতে বলা হচ্ছে। কোনও অবস্থাতেই বাইরে যেতে বারণ করা হয়েছে সবাইকে। কিন্তু, এই পরিস্থিতিতেও নাপোলি, ক্যাগলিয়ারি, লাজিওর মতো ক্লাবগুলো অনুশীলন শুরু করতে চাইছে। নাপোলির তরফে এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে যে, ২৫ মার্চ সকালে অনুশীলন শুরু করা হবে। ক্যাগলিয়ারি তা শুরু করবে সোমবার। বলা হয়েছে, ছোট ছোট গ্রুপে ভাগ করে চলবে অনুশীলন। আর, লাজিও পরের সপ্তাহে শুরু করবে অনুশীলনে।

যদিও ইতালিয়ান প্লেয়ার্স ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট ডোমিয়ানো তোমমাসি বলেছেন যে, অনুশীলন শুরু করা ফুটবলারদের পক্ষে বিপজ্জনক হয়ে উঠতে পারে।

শোনা যাচ্ছে, ৩ মে থেকে সিরি আ ফের শুরু হতে পারে। ইতালির ক্রীড়ামন্ত্রী ভিনসেনজো স্পাদাফোরা আশাবাদী যে মে মাসের গোড়া থেকে তা শুরু হতে পারে। তবে তা ফাঁকা গ্যালারিতে হবে কি না, তা এখনও পরিষ্কার নয়।

করোনা-রোধে নিদান রাজ্য বিজেপি-র দুই শীর্ষ নেতার

কলকাতা, ২১ মার্চ (হি.স.) : করোনাভাইরাস রুখতে কী করতে হবে বা হবে না, প্রকাশ্যে তার নিদান দিলেন রাজ্য বিজেপি-র দুই শীর্ষ নেতা। সাংবাদিক সম্মেলনে প্রদেশ সভাপতি দিলীপ ঘোষ এবং হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে দলের কেন্দ্রীয় সম্পাদকমন্ডলির সদস্য রাহুল সিনহা।

দিলীপবাবু শনিবার দলের রাজ্য সদর দফতরে সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন, "মূলত খাদ্যাভাসের জন্য আমাদের ভারতীয়দের রোগ প্রতিরোধ-ক্ষমতা বেশি। নিমপাতা, ডাঁটা এ সব আমরা খাই। খাওয়া ভাল। পিৎজা-পাস্তা-বার্গার যাঁরা খান, তাঁরা বেশি আক্রান্ত হচ্ছেন।" এর পরেই বলেন, "এবার তো আপনারা লিখবেন দিলীপ ঘোষ বলেছেন পাস্তা খেলে পস্তাতে হবে।"

করোনা আক্রান্তদের গোমূত্র পান করলে আরোগ্য হতে পারে, দিলীপবাবুর এই মন্তব্যে সম্প্রতি বিভিন্ন মহলে প্রতিক্রিয়া হয়েছে। আজ ফের তাঁকে এই প্রশ্ন করলে তিনি বলেন, "আমি এখনও এটা বিশ্বাস করি। অবিশ্বাস করার থেকে বিশ্বাস করে মরা ভাল। যার সইবে না তিনি খাবেন না! অনেকের তো অনেক জিনিস সয় না। ভবিষ্যতে কি পশ্চিমবঙ্গে কোন শহরে লকডাউন হতে পারে? এই প্রশ্নের উত্তরে দিলীপবাবু বলেন, এতগুলো উন্নত দেশে যদি লকডাউন করতে পারে তাহলে প্রয়োজনে এখানে করতে অসুবিধে নেই। আমাদের মত ঘনবসতিপূর্ণ শহরে যদি করোনাভাইরাস ছড়িয়ে পড়ে তাহলে তো ভয়ঙ্কর অবস্থা! কষ্ট হলেও তাই আমাদের সাবধান হওয়া উচিত। তবে লকডাউন হবে কী হবে না, রাজ্য বা কেন্দ্রীয় সরকার সেই সিদ্ধান্ত নেবে।

করোনা থেকে বাঁচার পথ নিয়ে এ দিন বিজেপি-র মিডিয়া হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে ভিডিওতে দলের কেন্দ্রীয় সম্পাদকমন্ডলির সদস্য রাহুল সিনহা বিশদ বলেন।

করোনা মোকাবেলায় বাংলাদেশকে লকডাউন ঘোষণার পরামর্শ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার

মনির হোসেন,ঢাকা ২১ মার্চ: বাংলাদেশের করোনা পরিস্থিতি আগামী দিনে ভয়াবহ রূপ ধারণ করতে পারে। তাই বাংলাদেশকে 'লকডাউন' ও জরুরি অবস্থার ঘোষণা করা পরামর্শ দিয়েছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডব্লিউএইচও)। শনিবার দুপুরে ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের (ডিএসসিসি) সদ্য বিদায়ী মেয়র মোহাম্মদ সাঈদ খোকনের কাছে এ পরামর্শের বিষয়টি তুলে ধরেন বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার বিশেষজ্ঞরা।

ঢাকায় বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার আবাসিক প্রতিনিধি ড় বর্ধন জং রানা বলেন, আমরা কেউ ঝুঁকির বাইরে নেই। প্রত্যেকেই নিজ নিজ জায়গা থেকে সতর্ক হতে হবে। ভাইরাসের তো আর কোনো হাত পা নেই। সে তার মতো করে চলবে। আমরা পরামর্শ দিয়েছি বড় ধরণের জনসমাগম এড়িয়ে চলতে।এরইমধ্যে সরকার অনেকগুলো সভা বন্ধ করেছে। মেয়র বলেন, বিশ্বের কোথাও কোথাও পুরোপুরি লকডাউন করা হয়েছে এবং অনেক দেশেই ইতিমধ্যে জরুরি অবস্থা জারি করেছে। লকডাউন এবং ইমার্জেন্সি ঘোষণা করার ফলে তারা ভালো ফলাফল পেয়েছে। সেসমস্ত দেশে নতুন আক্রান্তের সংখ্যা ধীরগতি হয়েছে, কমে আসছে। কোথাও কোথাও আক্রান্তের সংখ্যা শূন্যে চলে এসেছে। এছাড়া দেশটির প্রধানমন্ত্রী কেষ হাসিনা'র ব্যক্তিগত চিকিৎসক প্রফেসর ডা. এবিএম আব্দুল্লাহ বলেন, এমন পরিস্থিতিতে লকডাউন ও জরুরি অবস্থা জারির বিষয়গুলো সামনে আসছে।এটা সরকারের সিদ্ধান্তের বিষয় রয়েছে। সরকার যদি ভালো মনে করে তাহলে দেশ ও জনগণের স্বার্থে অবশ্যই এটা করতে পারে।

বাংলাদেশে করোনায় আরো ১ জনের মৃত্যু আক্রান্ত ২৪

মনির হোসেন,ঢাকা ২১ মার্চ: বাংলাদেশের স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহিদ মালেক বলেছেন, করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে আরও একজনের মৃত্যু হয়েছে। এ নিয়ে কভিড-১৯ রোগে আক্রান্ত হয়ে ২ জন মারা গেলেন। নিহতের বয়স ৭৩ বছর। এছাড়া নতুন করে আরও ৪ জন আক্রান্ত হয়েছেন। প্রাতিষ্ঠানিকভাবে কোয়ারেন্টিনে রাখা হয়েছে ৫০ জনকে। গত ২৪ ঘন্টায় নতুন করে ৬ জনকে প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টিনে রাখা হয়েছে। এ পর্যন্ত আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা দাঁড়ালো ২৪ জন। এছাড়া ১৪ হাজারকে হোম কোয়ারেন্টিনে রাখা হয়েছে। শনিবার দুপুর সোয়া ২টায় স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের সংবাদ সম্মেলনে তিনি এ তথ্য জানান।

স্বাস্থ্যমন্ত্রী আরো বলেন, আমরা চিন্তা করছি চীন থেকে কিছু বিশেষজ্ঞ ডাক্তার-নার্স আনার, যারা উহানে কাজ করেছেন। প্রধানমন্ত্রী অনুমোদন দিলে আনা হবে। বাংলাদেশ এখনো অনেক দেশ বিশেষ করে ইউরোপ, ইতালির চেয়ে ভালো আছে বলে মন্তব্য করেন তিনি। তাছাড়া অনেকে হোম কোয়ারেন্টিনে থাকতে চায় না। তাদেরকে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর মাধ্যমে কোয়ারেন্টিনে থাকতে বাধ্য করা হচ্ছে। মন্ত্রী বলেন, এয়ারপোর্ট ও ল্যান্ডপোর্ট দিয়ে অনেকে আসা-যাওয়া করছেন তা অনেকাংশে বন্ধ হয়েছে। বিদেশ থেকে যারা এসেছেন তাদের লিস্ট আমরা মন্ত্রণালয় থেকে নিয়েছি এবং সারা দেশে ছড়িয়ে দিয়েছি।

১০ দেশ থেকে ফ্লাইট নিষিদ্ধ করেছে বাংলাদেশ

মনির হোসেন,ঢাকা ২১ মার্চ: করোনাভাইরাস (কোভিড-১৯) মহামারী ছড়িয়ে পড়া রোধে ১০টি দেশ থেকে ফ্লাইট আসা নিষিদ্ধ করেছে বাংলাদেশ। শনিবার মধ্যরাত থেকে ৩১ মার্চ মধ্যরাত পর্যন্ত এই নিষেধাজ্ঞা কার্যকর থাকবে। বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান কর্তৃপক্ষ (সিএএবি) জারি করা এক নোটামে (নোটিশ টু এয়ারম্যান) এ তথ্য জানিয়েছে।

নোটামে বলা হয়, বাংলাদেশে করোনাভাইরাস ছড়িয়ে পড়া রোধে কাতার, বাহরাইন, কুয়েত, সৌদি আরব, ইউএই, তুরস্ক, মালয়েশিয়া, ওমান, সিঙ্গাপুর ও ভারত থেকে ছেড়ে আসা নির্ধারিত কোনো আন্তর্জাতিক বাণিজ্যিক ফ্লাইট বাংলাদেশের কোনো আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অবতরণ করতে পারবে না। এর আগে এই দশটি দেশ করোনাভাইরাস আতঙ্কে বাংলাদেশিদের তাদের দেশে প্রবেশ নিষিদ্ধ করেছে। সরকারি সূত্র জানায়, এই দশটি দেশ ছাড়া যুক্তরাষ্ট্র, ব্যাংকক, চীন এবং হংকং থেকে ফ্লাইট পরিচালনা উন্মুক্ত থাকবে। এ ছাড়া যুক্তরাষ্ট্র ছাড়া ইউরোপ থেকে বাংলাদেশমুখী সব পর্যটকদের ৩১ মার্চ পর্যন্ত এ দেশে প্রবেশ নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

করোনা ঠেকাতে পশ্চিমবঙ্গ ব্যর্থ, দাবি বিজেপি-র

কলকাতা, ২১ মার্চ (হি.স.) : করোনাভাইরাস ঠেকাতে পশ্চিমবঙ্গ সরকার ব্যর্থ বলে দাবি করল বিজেপি। শনিবার রাজ্য বিজেপি সভাপতি দিলীপ ঘোষ প্রকাশ্যেই বলেন, এ ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী কার্যকরী ব্যবস্থা নিয়েছেন। তাতে রাজ্য যথার্থ সহযোগিতা করছে না।

এ রাজ্যে আইসোলেশনের পরিকাঠামো পর্যাপ্ত নয়। মানুষের সমস্যা হচ্ছে। এক সাংবাদিকের এই মন্তব্যের প্রেক্ষিতে দিলীপবাবু আজ সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন, এখানে রোগীদের জন্য কিছু হাসপাতাল শয্যা সংখ্যা বৃদ্ধি হয়েছে। কিন্তু এমন একটা আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি হয়েছে

ছয়ের পাতায়

শনিবার আগরতলার গোলবাজারে করোনা ভাইরাস রোধে করা গৌমাতা পুজন। ছবি- নিজস্ব।

হরেকরকম ◌ হরেকরকম ◌ হরেকরকম

বিনোদ মেহেরা: সত্যিই কি রেখাকে না পেয়ে মারা গিয়েছিলেন এই বলিউড নায়ক?

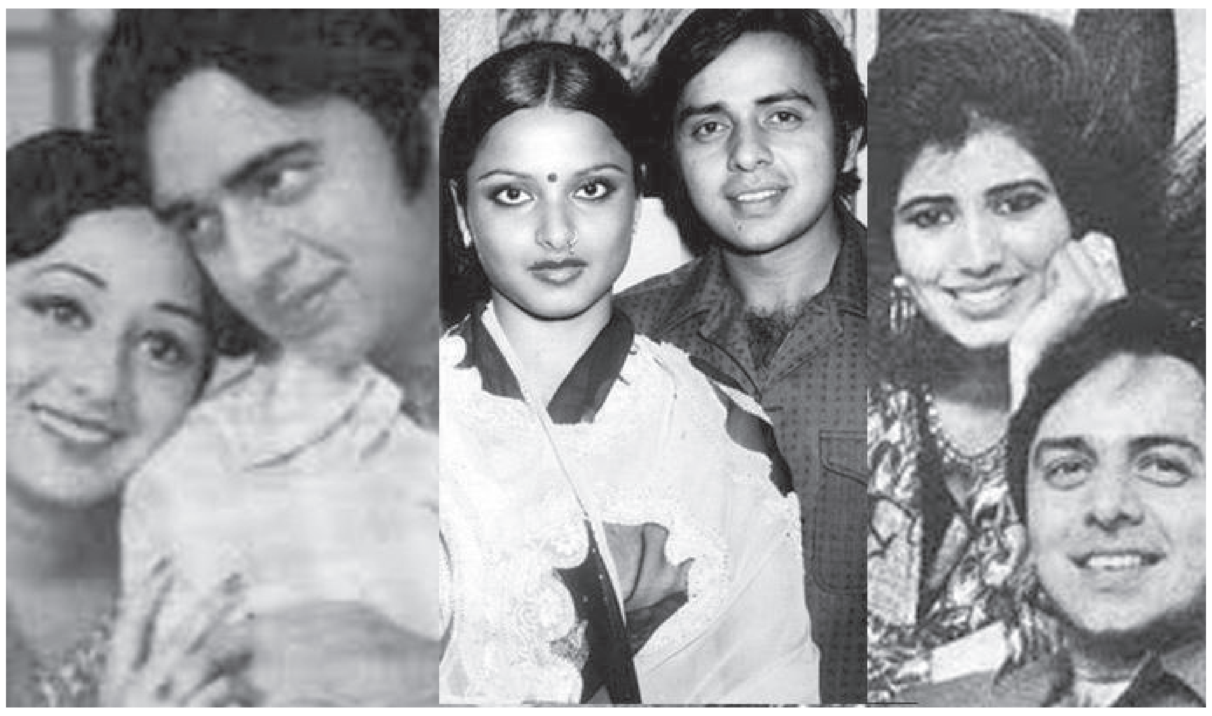

এএনএম নিউজ ডেস্ক: দেখতে অতি ভদ্র, নায়ক সুলভ চেহারা, পারফেক্ট হাসবেন্ড হওয়ার মতো একটা ব্যাপার ছিল তাঁর মধ্যে। কিন্তু কোনোদিনই পারফেক্ট হাসবেন্ড হতে পারেন নি বিনোদ। প্রেমে যখন পাগল তখন রেখাও তাঁকে অস্বীকার করলো। গোটা বলিউডে এটা ওপেন সিক্রেট যে রেখার সঙ্গে বিনোদ মেহেরার বিয়েও হয়ে গিয়েছিল, তাহলে কী এমন হলো যে রেখার সঙ্গে তিনি থাকতে পারলেন না। কিংবা রেখার সঙ্গে সংসার না করার আসল কারনটা কী?রেখার সঙ্গে "ঘর" ছবিতে বিনোদ মেহেরাসিনেমা জগতে আসার পর পরই প্রায় সমস্ত বিখ্যাত অভিনেত্রীদের সঙ্গে অভিনয় করে ফেলেছিলেন বিনোদ মেহেরা। এবং অভিনেত্রীরাও এই সুদর্শন যুবকের সঙ্গে কাজ করতে পছন্দ করতেন। সব রকম অভিনয়েই বেশ অভিজ্ঞ ছিলেন এই অভিনেতা। একটি বিশেষ শ্রেণীর ফ্যান ফলোয়িং তৈরি হয়েছিল এই অভিনেতার। একের পর এক প্রচুর সিনেমা করে যাচ্ছেন। কিশোর কুমারের গানে প্রচুর লিপ দিয়েছেন। এমন কিছু গান আছে, যেখানে সিনেমাগুলি না মনে থাকলেও ভারতীয় দর্শক মনে রেখেছেন গানটিকে। অনেকেই মনে করেছিল রোম্যান্টিক হিরোর ল্যুক নিয়ে আসা এই অভিনেতা বলিউডে বিশেষ ছাপ রাখবে। কিন্তু তাঁর প্রেম বা নারী আসক্তিই তাঁর ধ্বংসের কারন হয়ে দাঁড়ালো।তাঁর জীবনে প্রথম ধাক্কাটি এসেছিল অভিনেত্রী রেখার কাছ থেকে। সবচেয়ে বেশি সিনেমা তিনি করেছিলেন রেখার সঙ্গেই। রেখা প্রথম থেকেই বিনোদকে তেমন গুরুত্ব দিতে নারাজ ছিলেন। কিন্তু পরে রেখাও বিনোদের কাছাকাছি চলে আসেন। দুজনের মধ্যে একটি ভালোবাসার সম্পর্ক তৈরি হয়। দুজনেই একটা সময় বিয়ে করতে রাজি হয়। কিন্তু রেখার দক্ষিণ ভারতীয় পরিবার বিনোদের সঙ্গে তাঁর এই মেলামেশা কোনোদিন পছন্দ করতেন না। মনে করতেন যে রেখার যোগ্যতার সমতুল্য বিনোদ নন। তাই সামাজিক বিয়ে কোনো দিন হয়নি তাদের। তবে বলিউডে আজ শোনা যায় যে তাঁরা বিয়েও করেছিলেন। এদিকে রেখার সঙ্গে তখনও অমিতাভ বচ্চনের বিশেষ কোনো সম্পর্ক তৈরি হয়নি।তবে বিনোদ বিয়ে করেছিলেন আরও ৩টি। প্রথম বিয়ে তাঁর হয় মায়ের পছন্দের মেয়ে মীনা ব্রোকার সঙ্গে। কিন্তু তাঁর সঙ্গে খুব বেশিদিন ঘর করতে পারেন নি বিনোদ। ওদের ডিভোর্স হয়ে য।য়। দ্বিতীয় বিয়ে বিনোদ করেছিলেন সে সময়ের আরেক বিখ্যাত অভিনেত্রী বিন্দিয়া গোস্বামীর সঙ্গে। বিন্দিয়া তখন বলিউডের অনেক নায়কেরই রাতের ঘুম কেড়েছেন। আর তখনই তিনি বিয়ে করলেন বিন্দিয়াকে। কিন্তু বিন্দিয়া বিনোদের সঙ্গে অ্যাডজাস্ট করতে পারেনি। এদিকে রেখার সঙ্গে তখনও বিনোদের সম্পর্ক ছিল বলে শোনা যায়। অবশেষে বিন্দিয়া বিনোদকে ছেড়ে চলে যান। এবং বিয়ে করেন বিখ্যাত ফিল্ম ডিরেক্টর প্রোডিউসর জেপি দত্তর সঙ্গে।বিনোদ মেহেরার শেষ স্ত্রীর নাম হলো কিরণ। সেই কিরণের সঙ্গেই নিজের জীবনের শেষ দিনগুলো কাটিয়েছিলেন বিনোদ। মৃত্যুর আগে পর্যন্ত কিরণের সঙ্গেই ছিলেন বিনোদ। একে ওপরকে খুব ভালোবাসতেন তাঁরা দুজন।এবার আসা যাক তাঁর মৃত্যু আসল কারনে। রেখার কারনে বিনোদ অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন এই ধারনা একেবারেই ভুল। আসল কারনটা তাহলে বলি। ৮০-র দশকে যখন বিনোদের অনেক সম্পত্তি, টাকা-পয়সা হয়ে গিয়েছে, তখন তিনি একটি বিগ বাজেট সিনেমা শুরু করেন নিজের টাকা দিয়ে। সেই ছবিতে তিনি নায়ক হিসেবে নিয়েছিলেন ঋষি কাপুর ও অনিল কাপুরকে এবং নায়িকা ছিলেন শ্রীদেবী। এতজন স্টারকে নিয়ে হওয়া সিনেমাতে সমস্যা শুরু হয় ডেটস নিয়ে। ফলে ছবির স্যুটিং দেরি হয়ে গেল। কখনও স্যুটিং-এ শ্রীদেবী আসতেন না আবার কখনও ঋষি কাপুর আসতেন না। প্রচুর টাকা খরচ হয়ে গিয়েছিল। এই সিনেমার নাম ছিল গুরুদেব। রাতের পর রাত ঘুম আসতো না বিনোদের। বাজারে প্রচুর ধার-দেনাও হয়ে গিয়েছিল। এরই মাঝে একদিন হার্ট অ্যাটাক করে মারা যান বিনোদ মেহেরা। সিনেমা মাঝ পথেই আটকে যায়। যদিও তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর তৃতীয় পক্ষের স্ত্রী কিরণ সিনেমাটা সম্পূর্ন করেন। এবং ১৯৯৩ সালে গুরুদেব রিলিজ করে।

গোলাপের সুগন্ধের জিনগত রহস্য

প্রথমবারের মতো গোলাপের জিনগত কাঠামো উন্মোচন করলেন বিজ্ঞানীরা। এই রহস্য উন্মোচন করতে গিয়ে বিজ্ঞানীরা এমন কিছু পেয়েছেন, যা বিস্ময় তৈরি করেছে।

আন্তর্জাতিক বিজ্ঞানীদের একটি দল এই গবেষণা করেছে। ওই বিজ্ঞানীরা জানান, আগামীতে নতুন রং এবং গন্ধসমৃদ্ধ গোলাপ তৈরি করা যাবে ফ্রান্সের লিও শহরে এই গবেষণা প্রকল্পটিতে নেতৃত্ব দিয়েছেন মোহাম্মেদ বেনদাহমানে।

মোহামেদ বেনদাহমানে জানান, আট বছর ধরে গবেষণার পর তাঁরা খুঁজে পেয়েছেন কোন জিন গোলাপের গন্ধ তৈরি করে। আর কোন জিন রং তৈরি করে। এছাড়া কোন জিনটি ফুলের স্থায়িত্ব বাড়ায়।

এই গবেষণায় ছিলেন ফ্রান্স , জার্মানি, চীন এবং ব্রিটেনের ৪০ বিজ্ঞানী তাদের এই গবেষণা এথকে এখন জানা যাবে কেন গোলাপের রং এবং গন্ধ এত ভিন্ন ভিন্ন হয়। গোলাপ চাষীরা এখন আরও সুন্দর ণং এবং মিষ্টি গন্ধের নতুন জাতের গোলাপ চাষ করতে পারবেন।

যে গোলাপগুলোতে পোকা লাগবে এবং ফুলদানিতে আরও বেশিদিন তাজা থাকবে। উল্লেখ্য, হাজার

হাজার বছর আগে সম্ভবত চীনে প্রথম গোলাপের চাষ শুরু হয়। সুগন্ধি তৈরির জন্য রোমান সাম্রাজ্যের

সময় মধ্যপ্রাচ্যে ব্যাপক গোলাপ চাষ করা হতো।এছাড়া বিভিন্ন রাজকীয় অনুষ্ঠানে গোলাপের পাপড়ি ছিটানোর চলছিল ওই সময়। পঞ্চদশ শতাব্দীতে ইংল্যান্ডে গোলাপ রাজসিংহাসন দখলের প্রতীক হয়ে উঠেছিল।

কোমর ব্যথার কারণ

পি এলআইডি বা লাম্বার ইন্টারভার্টিব্রাল ডিস্ক প্রল্যাপস। পিএলআইডি তিন মাত্রার হতে পারে স্বল্প, মাঝারি ও তীব্র মাত্রা।

লক্ষ্মণ ঃ প্রধান লক্ষণ কোমর ব্যথা। ব্যথা কোমর থেকে পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত চলে যেতে পারে। পায়ে ঝিঁঝি ধরতে পারে বা শিরশিরে অনুভূতি হতে পারে। অনেক রোগী বলে থাকেন পা চাবাচ্ছে। সামনে ঝুঁকলে ব্যথা বাড়ে , রোগী বেশিক্ষণ হাঁটতে বা দাঁড়িয়ে থাকতে পারেন না। অনেকে শোয়া থেকে উঠে বসতেই পারেন না। তীব্র পিএলআইডির ক্ষেত্রে ব্যথা ছাড়াও স্নায়ুজনিত বিভিন্ন লক্ষ্মণ থাকতে পারে।রোগ নির্ণয় ঃ মেরুদণ্ডের কোমরের অংশ পাঁচটি কশেরুকা দ্বারা গঠিত। এর নিে থাকে স্যাক্রাম। এই হাড়ের মাঝে তালের শাঁসের মতো স্থিতিস্থাপক চাকতি থাকে। এগুলো শক এবজর্বারের ভূমিকা পালন করে। সামনে ঝোঁকা, ডানে বামে, বাঁকা হওয়া, হাঁটা, শোয়া, বসাসহ প্রায় সব মুভমেন্টেই এই চাকতি ভূমিকা পালন করে।

পিএলাইডিতে এই চাকতিটি তার অবস্থান থেকে সরে যায় এবং সরে যাওয়া চাকতিটি গোড়ায় চাপ প্রয়োগ করে, ফলে কোমরে ব্যথা শুরু হয়। বায়ুগুলো যেহেতু কোমর থেকে বের হয়ে পায়ের দিকে চলে গেছে তাই পায়ের দিকেও ব্যথা অনুভূত হতে পারে। তবে এটি নির্ভর করে কোন স্নায়ুর গোড়াটি চাপে পড়ল এবং চাপের ধরণ ও মাত্রা কেমন। ডিস্কটি অক্ষত থেকে স্নায়ুকে চাপ দিতে পারে আবার এর পর্দা ছিঁড়ে এর ভেতরের নিউক্লিয়াস ও জেলি বেরিয়ে এসে তা স্নায়ুরগোড়ায় চাপ দিতে পারে।

যেভাবে আসলো মেহেদীর প্রচলন

ঈদে মেহেদীর রঙে হাত সাজানো খুব জনপ্রিয় একটি রীতি। এছাড়া বিয়ে জন্মদিন সহ নানা অনুষ্ঠানে মেহেদীর রঙে হাত না রাঙালে অনেকের কাছেই উৎসবের পরিপূর্ণতা পায় না।

মেহেদি পাতা বেটে, শুকিয়ে গুড়া করে বাপেস্ট করে শরীরের বিভিন্ন স্থান রাঙানো ইতিহাস বহু পুরনো। আর উৎসবে বিশেষ করে ঈদ হলে তো কথাই নেই। বিয়েতে বর কনের হাতে মেহেদি থাকা চাই ই চাই। মেহেদির দেয়ার কারণে কখনো কোন অ্যালার্জি বা পার্শ্ব প্রতিক্রিয়ার নজির না থাকায় যুগে যুগে এর জনপ্রিয়তা একবিন্দু কমেনি, বরং বেড়েছে।

মেহেদি দেয়ার ইতিহাস অনেক আগের। তবে ঠিক কবে কোথায় মেহেদির আবিস্কার হয়েছিলো তার সঠিক কোন দিনক্ষণের ব্যাপারে কোন তথ্য মেলেনি।

ঢাকাবিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও গবেষক তৌহিদুল হক জানিয়েছেন, লিখিত কোন দলিল না থাকলেও ইসলামের নবী হযরত মোহাম্মদ এর মেহেদি ব্যবহারের তথ্য মুসলমানদের এই মেহেদি ব্যবহারের প্রতি উদ্বুদ্ধ করেছে। পরে ভারতীয় উপমহাদেশে মুঘল সাম্রাজ্য এই মেহেদি দেয়ার প্রথাকে আরও প্রসারিত করে। তৌহিদুল হক বলেন, মেহেদি ব্যবহারের ক্ষেতেত্র হযরত মোহাম্মদ স এর একটি উক্তি রয়েছে।

এই বিষয়গুলোর ওপর নির্ভরকরে এই ভারতীয় উপমহাদেশে এক সময় মেহেদির ব্যবহার শুধুমাত্র মুসলিম জনগোষ্ঠী বা মুসলিম সমাজের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল । পরবর্তীতে মুঘলসাম্রাজ্যের জনগণ এটাকে প্রসারিত করে।

বাংলাদেশ , ভারত ও পাকিস্তানে মেহেদির ব্যাপক ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। এছাড়া মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে এবং আফ্রিকায় যেসব দেশের ভাষা অ্যারাবিক সেসব দেশেও ব্যবহৃত হয় এই মেহেদি। অধ্যাপক তৌহিদুল হক বলেছিলেন। বিশ্বের নানা দেশের মেহেদি ব্যবহার হচ্ছে কিন্তু এর কারণ বা উদ্দশ্য স্থানভেদে ভিন্ন।

তিনি জানান, শুরুতে মেহেদির প্রচলন ধর্মীয় দৃষ্টিকোণের জায়গা থেকে শুরুহলেও পরে এই প্রথাটি সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিচয় পেয়েছে। তবে এখন মানুষ এখন এটাকে সার্বজনীন রূপে গ্রহণ করেছে। তবে একেক দেশে একেক ধরনের কারণ আর উদ্দেশ্যে মেহেদি ব্যবহার হয়।

তিনি জানান, শুরুতে মেহেদির প্রচলন ধর্মীয় দৃষ্টিকোণের জায়গা থেকে শুরু হলেও পরে এই প্রথাটি সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিচয় পেয়েছে। তবে এখন মানুষ এখন এটাকে সার্বজনীন রূপে গ্রহণ করেএছ। তবে একেক দেশে একের ধরনের কারণ আর উদ্দেশ্যে মেহেদি ব্যবহার হয়।

ইতিহাসের বইগুলোয় মিসরের ফারাও সাম্রাজ্যে মমির হাতেওপায়ের নখে মেহেদির মতো রঙ দেখা যায়। তবে সেটা মেহেদি দিয়ে রাঙানো কিনাসেটানিশ্চিত হওয়া যায়নি। আবার বর্তমান যুগে বিভিন্ন ধর্মের বিয়ের উৎসবে মেহেদি সন্ধ্যা নামে আলাদা একটি দিনের আয়োজন করা হয় যেখানে বর করনে থেকে শুরু করে পুরো পরিবার আনন্দে মেতে ওঠে শুধুমাত্র মেহেদির রঙে নিজেকে রাঙিয়ে তুলতে।

আবার অনেক চামড়াার বিভিন্ন রেগের জন্য হার্বালি ওষুধ হিসেবে ব্যবহার করছে এই মেহেদি।

আমের রোগবালাই পোকামাকড় দমন

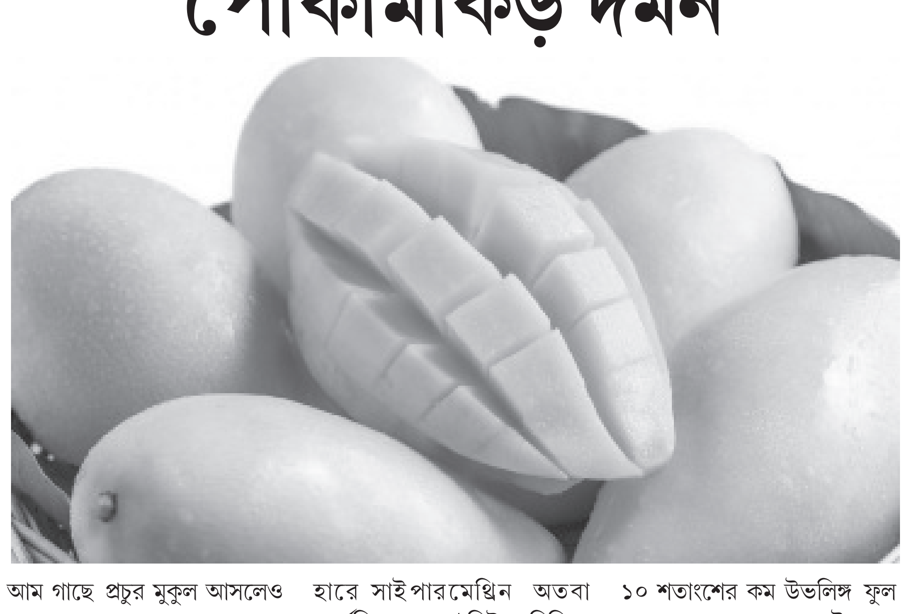

আম গাছে প্রচুর মুকুল আসলেও ফল না ধরার কারণ ও তার সমাধান আম গাছে প্রচুর মুকুলদেখাদিলেও আম ধরে না বা খুব কম ধরে, যা একটি গুরুতর সমস্যা। এর অনেক কারণ থাকতে পারে। প্রথমতঃ শোষক বা হপার পোকার উপদ্রবের জন্য এটি হতে পারে। ফুল আসার পর পূর্ণাঙ্গ শোষক পোকা ও তার নিম্ফগুলো ফুলের রস টেনে নেয়। ফলে সময় ফুলগুলো একসময় শুকিয়ে ঝরে যায়। একটি হপার পোকা দৈনিক তার দেহের ওজনের ২০ গুণ পরিমাণ রস শোষণ করে খায় এবং প্রয়োজনের অতিরিক্ত আঠালো রস মলদ্বার দিয়ে বের করে দেয়, যা মধুরস নামে পরিচিত। এ মধুরস নামে পরিচিত। এ মধুরস মুকুলের ফুল ও গাছের পাতায় জমা হতে থাকে য়ার ওপর এক প্রচার ছত্রাক জন্মায়। প্রতিকার হিসেবে আম বাগান সব সময় পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে বিশেষ করে গাছের ডালপালা যদি ঘুব ঘন থাকে তবে প্রয়োজনীয় পরিমাণ ছাঁটাই করতে হবে, যাতে গাছের মধ্যে প্রচুর আলো বাতাস প্রবেশ করতে পারে। আমের মুকুল যখন ৮/১০ সেমি লম্বা হয় তখন একবার এবং আম মটর দানার মতো হলে আর একবার প্রতি লিটার জলে ১ মিলি হারে সাইপারমেথ্রিন অতবা কার্বারিল ২ গ্রাম / লিটার মিশিয়ে সম্পূর্ণ গাছ ভিজিয়ে স্প্রে করতে হবে। আমের হপার পোকার কারণে সুটিমোল্ড রোগের আক্রমণ অনেক সময় ঘটে, তাই সুটিমোল্ড দমনের জন্য প্রতি লিটার জলে ২ গ্রাম হারে সালফার জাতীয় ওষুধ ব্যবহার্য কীটনাশকের সঙ্গে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে। দ্বিতীয়তঃ মেঘলা আকাশ ও কুয়াশা থাকার কারণে মুকুলে পাউডারি মিলডিউ রোগ দেখা দেয়। ফলে অতি দ্রুত মুকুলের গায়ে সাদা সাদা পাউডারের মতো দেখা দেয় এবং একপর্যায়ে প্রায় সব মুকুল কালো হয় ঝরে যায়। সালফারঘটিত ছত্রাকনাশক প্রতি লিটার জলে ২ গ্রাম ভালোভাবে মিশিয়েস্প্রে করতে তা দমন করা যায়। তাছাড়া এনথ্রাকনোজও এ সময় দেখা দেয়। ফলে সমস্যা মুকুল কালো হয়ে ঝড়ে পড়ে। এক্ষেত্রে ম্যানকোজের প্রতি লিটার জলে ২ গ্রাম মিশিয়ে স্প্রে করতেহবে। তৃতীয়তঃ গবেষণায় দেখা গেছে, আবহাওয়া, পোকামাকড় ও রোগ কোন কারণে এটি গটে না। আমের পুষ্পমঞ্জুরিতে এক লিঙ্গ ও উভলিঙ্গ ফুল কে সঙ্গে থাকে। ভাল ফলনের জন্য বেশি বেশি উভলিঙ্গ ফুলের দরকার। কিনা যে সব গাছে ১০ শতাংশের কম উভলিঙ্গ ফুল থাকে তারা স্বভাবতই স্বল্প ফলনশীল জাত। কাজেই ভাল ফলন, পেতে হলে এসব জাতের আম চাষ না করাই ভাল। চতুর্থতঃ গাছে ফুল ফোটার সময় কুয়াশা, মেঘলা আবহাওয়া বা বৃষ্টি থাকলে ফুলের পরাগ সংযোগ ব্যাহত হয় । যার ফলেপ্রচুর ফুল ফুটলেও সময় মতো পরাগ সংযোগ না হওয়ায় সেগুলো ঝরে যায় বা ফলন হয় না। তাছাড়াঅনেক সময় গাছে অস্বাভাবিক পুষ্পমঞ্জুরি দেখা যায়। এমন মুকুলেস্ত্রী ফুলেরসংখ্যা খুব কম। ফলে কদাচিৎ ফল উৎপন্ন হয় এবং শেষ পর্যন্ত সেটি টিকে থাকে না। মুকুল ক্রমেই শুকিয়ে দীর্ঘ সময় ধরে গাছে থেকে যায়। এমন অবস্থায় আক্রান্ত মুকুল গাছ থেকে কেটে নিয়ে পুড়িয়ে ফেলা উচিত। আবার জমিতে ফসফেট, দস্তা ইত্যাদি খাদ্যের অভাব, ফল ধরার পর জমিতে রসের অভাব ইত্যাদি কারণেও অসময়ে ফুল ও ফল ঝরে যায়। এ কারণগুলো নিয়ন্ত্রণ করেও যদি ফল ঝরতে দেখা যায়, তাহলে 'প্লানোফিক্স' ২মিলি ৪.৫ লিটার জলে মিশিয়ে আম ফলের গুটি মটর দানার মতো হলে একবর আর মার্বেল আকৃতির হলে আর একবার স্প্রে করল ফল ঝরা বন্ধ হবে।

সিভি লেখার আগে যেসব বিষয় খেয়াল রাখবেন

চাকরির ক্ষেত্রে সিভি খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। চাকরি হবে কিনা তাও বেশিরভাগ সময় নির্ভর করে আপনার সিভিটা কতটা ব্যতিক্রম। সিভি ফার্স্ট ইমপ্রেশন তৈরি করতে যে সাহায্য করবে সেটা নিয়ে সন্দেহের কোনও অবকাশ নেই।

আসুন জেনে নেই সিভি লেখার আগে যেসব বিষয়ে খেয়াল রাখবেন।

বেকারত্ব

আপনার চাকরি জীবনের ধারাবাহিকতায় দেখা গেল ছয় মাস আপনি বেকার ছিলেন, এই ধরনের গ্যাপ প্রতিষ্ঠানের মানবসম্পদ বিভাগ পছন্দ করে না। তাই সিভিতে এই বিষয়গুলো এড়িয়ে চলুন।

নেটওয়ার্ক

আপনি যে বিষয়ে পড়াশুনা করলেন কিংবা আপনার, অভিজ্ঞতা কতটুকু ভালো সেগুলো তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয়। বরং আপনার চাকরিদাতা দেখবে আপনার নেটওয়ার্কয়ের ক্ষমতা কতটুকু।

ইমেইল আইডি

আপনার ইমেইল ঠিকানার মাধ্যমে আপনার ব্যক্তিত্ব অনেকটাই বোঝা যায়। তাই খেয়াল রাখতে হবে উদ্ভট কিংবা অশালীন অর্থ বহন করে এইরকম কোনও ইমেইল আইডি সিভিতে দেবেন না।

এসএসসি, এইচএসসি পরীক্ষার তথ্য

আপনার বয়স যদি ৫০ কিংবা ৬০ হয়, কিংবা কোনও সিনিয়র পোস্টে চাকরির আবেদনের ক্ষেত্রে আপনার এসএসসি, এইচএসসি পরীক্ষার তথ্য সিভিতে দিতে যাবেন না।অভিজ্ঞতা

আপনার সিভিতে সবচেয়ে বেশি জায়গা ব্যবহার করবেন আপনার অভিজ্ঞতার বিবরণ দিয়ে। কারণ আপনার চাকরিদাতা এই অংশটিই সবচেয়ে খুঁটিয়ে পড়েন।

চাকরির সঙ্গে মিলিয়ে সিভি বানান

যে চাকরির জন্য আবেদন করছেন সে চাকরির সঙ্গে মিলিয়ে সিভি বানান। একই সিভি সব জায়গায় জমা দেবেন না।

দুই পাতা

চাকরি জীবন শুরু করতে যাচ্ছেন? তাহলে সিভি বানাবেন এ ফোর সাইজের এক পাতায় আর সিনিয়র হলে দুই পাতায়। এর বেশী কখনোই নয়।

নভোচারীকে প্রশিক্ষণ দেবে অ্যাপ

মার্কিন মহাকাশ গবেষণা প্রতিষ্ঠান নাসার সঙ্গে মিলে স্পেস নেশন নেভিগেটর সাধারণ মানুষের মহাকাশ ভ্রমণের স্বপ্ন পূরণ করতে এনেছে নভোচারী প্রশিক্ষণ অ্যাপ ।অ্যাপটি তৈরি করেছে স্পেস নেশন। অ্যাপটিকে 'বিশ্বের প্রথম নভোচারী প্রশিক্ষণ অ্যাপ' হিসেবে দাবি করেছে নির্মাতা প্রতিষ্ঠানটি। অ্যাপটিতে মিনি গেম, কুইজ, ফিটনেস চ্যালেঞ্জ এবং ন্যারোটিভ অ্যাডভেঞ্চারের মাধ্যমে গ্রাহককে নভোচারীদের মৌলিক কৌশলগুলো শেখানো হবে বলে প্রতিবেদনে জানিয়েছে ব্রিটিশ ট্যাবলয়েড মিরর। 'স্পেস নেশন অ্যাস্ট্রোনট প্রোগ্রাম' এর প্রথম ধাপ হিসেবেও দেখা হচ্ছে স্পেস নেশন নেভিগেটর অধ্যাপক। বৈশ্বিক এ প্রতিযোগিতার মাধ্যমে একজন বিজ্ঞানী মহাকাশ ভ্রমণের সুযোগ পাবেন। ১২ এপ্রিল বিশ্বজুড়ে বিনামূল্যের অ্যাপটি উন্মুক্ত করেছে নির্মাতা প্রতিষ্ঠানটি। ১৯৬১ সালে মহাকাশ ভ্রমণকারী প্রথম মানব হলেন ইউরি গ্যাগারিন। ওই অর্জনের বর্ষপূর্তির দিনেই নতুন নভোচারী প্রশিক্ষণ অ্যাপটি উন্মোচন করা হয়।স্পেস নেশন প্রধান কেল ভাহা জাকোলা বলেন, 'স্পেস নেশন নেভিগেটরের উন্মোচন অ্যাপ ব্যবহারকারীদের মহাকাশ গণতন্ত্রের কেন্দ্রে নিয়ে আসছে।' শুনতে যতটা উন্মাদনা মনে হয় তেমনি অ্যাপটি ডাউনলোড করা আপনার মহাকাশ যাত্রার প্রথম ধাপ হতে পারে।'গুগল প্লে স্টোর থেকে বিনামূল্যে ডাউনলোড করা যাবে স্পেস নেশন নেভিগেটর অ্যাপ। শিগগিরই অ্যাপ স্টোরেও আনা হবে এটি।

মিথ্যে বললেই ধরে ফেলবে মোবাইল

আছি এক জায়গায় কিন্তু বলছি অন্য জায়গায় কথা। মোবাইলে এমন মিথ্যা বলার দিন এবার শেষ হচ্ছে। নিজের সম্পর্কে ভুল তথ্য দিয়ে অন্যকে হয়রানি বা অলস বসে থেকে অন্যের কাছে ব্যস্ত মানুষেণ ভান ধরে আর পার পাওয়া যাবে না।বিজ্ঞানীরা এমন এক স্মার্টফোন আবিষ্কার করেছেন যেটাতে চ্যাট বা কথা বলার সময় এসব সস্তা ছলচাতুরি আর চলবে না। ফোনের অন্যদিকে যিনি আছেন, তাকে কোনোরকম মিথ্যে কথা বললে সঙ্গে সঙ্গেই তা ধরে ফেলবে সেই স্মার্টফোন। বিশেষ প্রযুক্তিসমৃদ্ধ ওই স্মার্টফোনের সাহায্যেই কে সত্যি বলছে, কে মিথ্যে বলছে তা ধরে ফেলা যাবে। শুক্রবার যুক্তরাষ্ট্রের এক গবেষণা ম্যাগাজিনের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বিষয়টি এখনও গবেষণার স্তরে থাকলেও অদূর ভবিষ্যতে তা কার্যকরী হবে বলে আশা করছেন বিজ্ঞানীরা। কোপেনহেগেন বিশ্ববিদ্যালয়ের এক গবেষক দল এ গবেষণা চালাচ্ছে। তারা একটি অ্যাপ নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা করছেন। এই অ্যাপটি স্মার্টফোনে ডাউনলোড করে নিলেই ফোনটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে লাই ডিটেক্টর হিসেবে কাজ করবে।বিজ্ঞানীরা জানাচ্ছেন যে, কোনো ব্যক্তি মিথ্যে বলছেন কিনা, তা মোবাইলে কী ভাবে সোয়াইপ করছেনপ বা ট্যাপ করছেন, তার থেকেই বোঝা যাবে। টাইপ করার সময় কেউ মিথ্যে বললেও টাইপিং এ বেশি সময় লাগে বলে সমীক্ষা চালিয়ে দেখছেন বিজ্ঞানীরা।

ঘরেই তৈরি করুন সুস্বাদু দোসা

দক্ষিণ ভারতের একটি অন্যতম জনপ্রিয় খাবার হলোদোসা। আর এই দোসার সাথে খাওয়া হয় নানান রকমের চাটনি ও ভুনা। তবে দোসা বাংলাদেশেও বেশ জনপ্রিয়। দোসা খেতে পছন্দ করেন অনেকে। তবে দোসা কিন্তু বেশিরভাগ সময় আমরা রেস্টুরেন্টে খেয়ে থাকি। তবে আপনি চাইলে ঘরেই তৈরি করতে পারেন সুস্বাদু দোসা।আসুন জেনে নেই কীভাবে তৈরি করবেন সুস্বাদু দোসা।উপকরণ

৩ কাপ আধা সেদ্ধ করা পোলাওয়ের চাল, ১ কাপ কলাইয়ের ডা, ১ চা চামচ খাবার সোডা, ১ চা চামচ লবণ, ১/২ চা চামচ চিনি।

প্রণালি

চাল ও ডাল ৬ ঘন্টা ভিজিয়ে রাখুন। চাল ও ডাল মিহি করে বেটে ফেলুন অথবা ব্লেন্ডারে মিহি করে ব্লেন্ড করে নিন। মিশ্রণে লবণ, চিনি ও জল মিশিয়ে পাতলা করে স্বাভাবিক তাপমাত্রায় আরো ৬/৭ ঘন্টা রাখুন।

একটি নন স্টিক পাত্রে তেল ব্রাশ করে হাল্কা আঁচে গরম করুন। তেল গরম হয়ে গেলে পাত্রে একটি টেবিল চামচ দোসা তৈরির মিশ্রণ ঢালুন এবং পাত্রের চারদিকে চামচ দিয়ে পাতলা ও গোল করে ছড়িয়ে দিন। দোসার নিচের অংশ হালকা বাদামী হয়ে ধারাগুলো উঠে এলে বুঝতে হবে দোসাহয়ে গেছে। দোসা তোলার সময় সাধানে তুলতে হবে। চাইলে গোল করে মুড়িয়ে দিতে পারেন অথবা সোজাও রাখতে পারেন।

প্রতিবার পাত্রে দোসার মিশ্রণ দেয়ার আগে পাত্রটি কাপড় দিয়ে মুছে তেল ব্রাশ করে নিতে হবে। নয়তো দোসা আটকে যাবে এবং ওঠানোর সময় ছিঁড়ে যাবে। ডাল ভুনা, সবজি, তেঁতুল বা জলপাইয়ের চাটনি, নারকেল মিষ্টি চাটনি, আমের আচার বা দই দিয়ে গরম গরম দোসা পরিবেশন করুন।

শনিবার আগরতলা প্রেস ক্লাবের উদ্যোগে করোনা ভাইরাস রোধে সেনিটাইজার ও মাস্ক প্রদান করা হয়। ছবি- নিজস্ব।

করোনা জুজু : ডিমা হাসাওয়ে বন্ধ হাটবাজার, মুনাফা লুটছে অসাধু ব্যবসায়ীরা, অভিযোগ

হাফলং (অসম), ২১ মার্চ (হি.স.) : ভারতে করোনা ভাইরাসের থাবা পড়তে শুরু করেছে। করোনা সংক্রমিত আক্রান্তের সংখ্যা বেড়েই চলছে দেশে। তবে এখন পর্যন্ত অসমে কোভিড-১৯ (করোনা ভাইরাস)-এ আক্রান্ত হয়েছেন সে রকম কোনও রোগীর খবর পাওয়া যায়নি। অথচ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে করোনা ভাইরাস নিয়ে দেদার গুজব ছড়ানো হচ্ছে। এ থেকে বাদ যাচ্ছে না ডিমা হাসাও জেলাও। যার ফলে জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে করোনা নিয়ে গুজব না ছড়ানোর আবেদন জানানো হচ্ছে।

করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে জেলা প্রশাসন ও ডিমা হাসাও জেলার স্বাস্থ্য দফতর শহর থেকে শুরু করে গ্রামেগঞ্জে ব্যাপক সজাগতা অভিযান চালাচ্ছে। এমন-কি জেলার ১০টি স্থানে মাইকযোগে সজাগতা চালানো হচ্ছে করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে ১২টি সার্ভেলেইন্স দল কাজ করছে। এই খবর দিয়েছেন ডিমা হাসাওয়ের জেলাশাসক অমিতাভ রাজখোয়া। তিনি জানান, সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে সব ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে জেলা প্রশাসন ও উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদ।

এদিকে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে ডিমা হাসাও জেলায় সাপ্তাহিক হাট বন্ধ করার নির্দেশ জারি করেছে পার্বত্য পরিষদ। শনিবার হাফলঙে সাপ্তাহিক হাটবার ছিল।

কিন্তু আজ হাফলঙে সাপ্তাহিক হাট না বসায় কতিপয় অসাধু ব্যবসায়ী শাক সবজির দাম অত্যধিক হারে বাড়িয়ে দিয়েছে। একদিকে করোনা ভাইরাসের আতঙ্ক, তার ওপর বাজারে আগুন। শনিবার হাফলঙের বাজারে ঝিঙে প্রতিকিলো ১০০ টাকা, ঢ্যাঁরশ প্রতিকিলো ১২০ টাকা, টম্যাটো প্রতিকিলো ৮০ টাকা, কাঁচা লঙ্কা প্রতিকিলো ১২০ টাকা ফ্রেন্স বিন প্রতিকিলো ৮০ টাকা দরে বিক্রি হচ্ছে।

হাফলং বাজারের কিছু অসাধু ব্যবসায়ী এভাবে শাক সবজির দাম বাড়িয়ে দিয়েছে বলে শহরের সাধারণ মানুষের নাভিশ্বাস উঠেছে। তাঁদের অভিযোগ, এভাবে হঠাৎ করে শাক সবজির দাম বাড়িয়ে দেওয়ার পরও জেলা প্রশাসন বা উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদ কর্তৃপক্ষ এ ব্যাপারে কোনও ব্যবস্থা গ্রহণ করছে না বলে অভিযোগ করেছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

বসুন্ধরা ও দুষ্মন্তের শরীরে করোনাভাইরাস নেই

নয়াদিল্লি, ২১ মার্চ (হি.স.) : উৎকণ্ঠার অবসান ঘটিয়ে দিয়ে অবশেষে স্বস্তির নিঃশ্বাস। রাজস্থানের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বসুন্ধরা রাজে এবং তাঁর পুত্র দুষ্মন্ত সিং-এর শরীরে করোনা পাওয়া যায়নি বলে প্রশাসনের তরফ জানা গিয়েছে। মা ও পুত্রের সোয়াবের পরীক্ষা নমুনা নেগিটিভ পাওয়া গিয়েছে। কিন্তু সতর্কতা অবলম্বন করে দুইজনই আইসোলেশনে থাকবেন বলে জানিয়েছেন।

উল্লেখ করা যেতে পারে, করোনাভাইরাসে আক্রান্ত কনিকা কাপুরের সঙ্গে ১৫ মার্চ একটি নৈশভোজে মিলিত হয়েছিলেন বসুন্ধরা রাজে এবং দুষ্মন্ত সিং। এদিন দুষ্মন্ত সিং হিন্দুস্থান সমাচারকে জানিয়েছেন, তাদের কর্মীদেরও করোনা রিপোর্ট নেগেটিভ এসেছে। কনিকার ঘটনা পর থেকে তিনি নিজেই আইসোলেশনে চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। আগামী কয়েক দিন তিনি এই নির্দেশিকা মেনে চলতে চান।

রণক্ষেত্র দমদম সেন্ট্রাল জেল, সংঘর্ষে মৃত ৩

কলকাতা, ২১ মার্চ (হি.স.) : বিচারাধীন ও সাজাপ্রাপ্ত বন্দিদের মধ্যে খন্ডযুদ্ধে দমদম কেন্দ্রীয় সংশোধনাগারে চাঞ্চল্য ছড়ালো শনিবার। চলে গুলি ও বোমা। ঘটনায় তিন জন বন্দির মৃত্যু হয়েছে। মৃতদের নাম আফতাব আনসারি, কমলেশ সিং, শেখ ফিরোজ ইসলাম। এরা তিনজনেই এনডিপিএস কেসে বিচারাধীন ছিলেন। টিটাগর থানার এলাকার বাসিন্দা। এছাড়াও অভিজিৎ নামে আরেক বন্দী গুলিবিদ্ধ হয়েছে। তার পায়ে গুলি লেগেছে। জখম বেশ কয়েকজন । বর্তমানে তারা আর জি কর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। ঘটনাস্থলে এসেছেন দমকলমন্ত্রী সুজিত বসু ও খাদ্যমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক। কাঁদানে গ্যাসের শেল ফাটায় পুলিশ। বিচারাধীন ও সাজাপ্রাপ্ত বন্দীদের মধ্যে খন্ডযুদ্ধের দমদম কেন্দ্রীয় সংশোধনাগারে চাঞ্চল্য ছড়ালো শনিবার। খন্ডযুদ্ধের মাঝেই জেলের ভিতর আগুন লাগিয়ে দেয় বিচারাধীন বন্দিরা। অবস্থা নিয়ন্ত্রণে আনতে পুলিশ। এর পরেই ঘটনা আরও হাতের বাইরে চলে যায়। জেলের ভিতর রান্না ঘর, কয়েকটি সেলে আগুন ধরিয়ে দেয় বন্দিরা। তারা জেলের কর্মীদের গায়ে হাত তোলে বলেও অভিযোগ। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পাশের তিনটি থানা থেকে এসেছে পুলিশ। মোতায়েন করা হয়েছে ব্যাফ।

জানা যায়, সংশোধনাগারের ১ নম্বর ওয়ার্ডটি মূলত বিচারাধীন বন্দিদের রাখা হয়। এদিন সকাল বেলা বিচারাধীন বন্দিরা হঠাৎ অভিযোগ করে বসেন তাদের আদালতে যেমন তোলা হচ্ছে না তেমনি বাড়ির কারোর সঙ্গে দেখা করতে দেওয়া হচ্ছে না। এই নিয়ে সকাল থেকেই বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করে তারা। সাজাপ্রাপ্ত বন্দীদের সঙ্গে তখন তাদের বিরোধ বেধে যায়। সে সময় জেল সুপার আসরে নামেন। কিন্তু তাঁকে পেয়েই বন্দিরা দাবি করে, সাজাপ্রাপ্ত বন্দিদের মত তাঁদেরও প্যারোলে ছাড়তে হবে। এর পরই উভয়পক্ষের মধ্যে বচসা শুরু হয়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে জেল কর্মীরা ঘটনাস্থলে আসে ঊ বিক্ষোভকারীরা জেলের ভিতর রান্নাঘর কয়েকটি সেল ছাড়াও সুপারের ঘর, ডাইরির ঘরে আগুন ধরিয়ে দেয় বিক্ষোভকারীরা। জেলের বিভিন্ন জায়গা থেকে ধোঁয়া বের হতে দেখে আতঙ্কের সৃষ্টি হয় প্রত্যক্ষদর্শীদের মধ্যে। নিমতা দমদম বাগুইআটি বারাকপুর কমিশনারেট এর পুলিশ নিয়ে আসা হয় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের জন্য। মোতায়েন করা হয় ব্যাফ। ঘটনাস্থলে কারামন্ত্রীর আসার সম্ভাবনা রয়েছে।

বন্দিদের অভিযোগ, সংঘর্ষ চলাকালীন জেল পুলিশ এবং বাইরে থেকে ব্যাফ এসে ওয়ার্ডের মধ্যেই বিচারাধীন বন্দিদের উপর ব্যাপক লাঠিচার্জ করে এবং গুলি চালায়।

ছয়ের পাতায়

করোনা আবহে পার্কসার্কাসের আন্দোলনকারীদের উঠে যাওয়ার আবেদন মেয়রের

কলকাতা, ২১ মার্চ (হি.স.): করোনা আবহে পার্কসার্কাসের আন্দোলনকারীদের উঠে যাওয়ার জন্য আবেদন করলেন পুরমন্ত্রী তথা মেয়র ফিরহাদ হাকিম। অন্তত দুই সপ্তাহের জন্য এই আন্দোলন বন্ধ করার জন্য অনুরোধ করেন তিনি। যদিও এই আন্দোলনের প্রতি তার পূর্ণ সমর্থন আছে বলেই এদিন জানান মেয়র। তবে আন্দোলন তোলার জন্য কোনও রকম জোর না করে অনুরোধের পথকেই বেছে নেন তিনি।

এনআরসি, এনপিআর ও সিএএ-র বিরোধিতা করে আন্দোলন চলছে পার্কসার্কাসে। এই আন্দোলন শুরু হয়েছে গত বছরের ডিসেম্বরে। এদিকে কলকাতায় করোনা রোধে ইতিমধ্যেই জমায়াতের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে রাজ্য সরকার। এই অবস্থায় পার্কসার্কাসের আন্দোলনকারীদের জমায়েত থেকে ভাইরাস ছড়ানোর ভয়ে থেকেই যায়। এদিন এবিষয়ে নাম না করে পার্কসার্কাসের আন্দোলনকারীদের উদ্দেশ্যে মেয়র বলেন, "অন্যায়ের বিরুদ্ধে আমরা লড়াই করব। কিন্তু আমরা লড়াই করছি মানুষের জন্য। মানুষের সম্মানের জন্য। মানুষের অধিকারের জন্য। কিন্তু সেই মানুষই যদি না থাকে, যদি তার মৃত্যু হয়ে যায় তাহলে লড়াইটা আর কার জন্য। ওই লড়াইটা ঠিক আছে, কিন্তু এখন অন্তত দুই সপ্তাহের জন্য বাঁচানোর কথা ভেবে আন্দোলন বন্ধ করার অনুরোধ করবো"।

করোনা সম্পর্কে সচেতন করে, আন্দোলনকারীদের উদ্দেশ্যে মেয়র বলেন, "জীবনঘাতি রোগ আমাদের মধ্যে এসে গিয়েছে। এটা মাস ট্রানজেকশন হবে। মানুষকে বাঁচানটাই এখন সব থেকে বড় আন্দোলন। কিন্তু আমরা এটা থেকে সরে যাব না। আমরা এই আন্দোলন করবো। আমরা এনপিআর, এনআরসি এবং সিএএ-র বিরুদ্ধে লড়ব। কিন্তু মানুষকে বাঁচান। ওটাই এখন সবচেয়ে বড় আন্দোলন আমাদের কাছে। সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে। তার জন্য অন্তত দুই সপ্তাহের জন্য বাঁচানোর কথা ভেবে আন্দোলন বন্ধ করুন। তবে আমরা কারুর উপর জোড় করছি না। এটা গণতান্ত্রিক দেশ। আমরা আপিল করতে পারি। কাউকে জোর করতে পারি না"।

লোধা শবর মানুষদের করোনা ভাইরাস নিয়ে সচেতন করল এলাকার যুবকরা

ঝাড়গ্রাম, ২১ মার্চ (হি. স.) : লোধা শবর মানুষজদের করোনা ভাইরাস নিয়ে সচেতন করল এলাকার যুবকেরা। পাশাপাশি মাস্ক,স্যানিটাইজার বিতরন সহ বিভিন্ন রাজ্য সরকারের স্বাস্থ্য দফতরের দেওয়া পোষ্টার সাঁটিয়ে সচেতনার বার্তা দেন। এদিন ঝাড়গ্রাম জেলার দহিজুড়ী এলাকার যুবকদের উদ্যোগে দহিজুড়ী শবর পাড়া, ব্যাঙ্ক, সহ যে সমস্ত এলাকায় মানুষজনের সমাগম সেই সমস্ত জায়গায় মানুষজনদের করোনা থেকে কি ভাবে নিজেদের রক্ষা করবে তার বার্তা দেন। এদিন দহিজুড়ী এলাকার চিন্ময় দাস,সুমন ঘোষ,শীতলচন্দ্র দাস,চিন্ময় মন্ডলের নেতৃত্বে এই মাস্ক, স্যানিটাইজার বিতরণ ও সচেতনার বার্তা দেন। উল্লেখ্য গোটা জুড়ে উল্লেখ্য দেশ জুড়ে করোনা আক্রান্তের খবর ছড়ানোর পর থেকেই ঝাড়গ্রাম জেলা স্বাস্থ্য দফতরও বিভিন্ন সচেতনতা মুলক ব্যাবস্থা নিয়েছে রাজ্য সরকারের। জন স্বাস্থ্য সংক্রান্ত যে বিঞ্জপ্তি জারি হয়েছে সেগুলি পোস্টার আকারে ঝাড়গ্রাম জেলার বিভিন্ন জায়গায় এবং পুর সভা এলাকায় সাঁটানো হয়েছে। সাধারন মানুষকে স্বাস্থ্য বিধি নেমে চলার কথা বলা হচ্ছে। আর জন সমাগম যাতে না হয় তার জন্য জেলার সমস্ত পার্ক, উদ্যান, পর্যটন স্থল গুলিকে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এমনকি কোচিং সেন্টার গুলিকেও আগামী ১৫ এপ্রিল পর্যন্ত বন্ধ রাখার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন ঝাড়গ্রাম জেলা প্রশাসন। এলাকার যুবক চিন্ময় দাস,সুমন ঘোষ,শীতলচন্দ্র দাস, চিন্ময় মন্ডলের বলেন, 'লোধা শবরেরা অতটা সচেতন নয় তাই আমরা উনাদেরকে মাস্ক, স্যানিটাইজার দিয়ে হাত ধোয়ার কথা বলেছি।

চিকিৎসকদের পরামর্শ মেনে চলুন, দেশবাসীর কাছে আর্জি প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ২১ মার্চ (হি.স.) : অযথা ভয় না পেয়ে বাড়ির মধ্যে থাকা পরামর্শ দেশবাসীকে দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। পাশাপাশি সোশ্যাল মিডিয়ায় বিভ্রান্তিকর পোস্ট করা থেকে সকল থেকে বিরত থাকতে বলেছেন তিনি।

প্রধানমন্ত্রী দেশবাসীর উদ্দেশ্যে করা ট্যুইটে জানিয়েছেন যে সকলের সতর্ক থাকা উচিত এবং চিকিৎসকদের পরামর্শ মেনে চলা উচিত। অযথা বাড়ি থেকে বেরনো কোনও ভাবেই কাম্য নয়। প্রত্যেকের তরফে যাবতীয় ছোট প্রচেষ্টা বড় প্রভাব ফেলতে পারে। যাদেরকে কোয়ারেন্টাইন থাকতে বলা হয়েছে, তাদের তা পালন করা উচিত। কোভিড-১৯ আপাতকালীন ফাণ্ডে অর্থদানের জন্য সকলের কাছে আহ্বান করেন তিনি। এ ছাড়াও চিকিৎসক, স্বাস্থ্যকর্মীদের প্রশংসা করেন প্রধানমন্ত্রী।

বঙ্গে চতুর্থ করোনা আক্রান্ত দমদমের বাসিন্দা

কলকাতা, ২১ মার্চ (হি.স.): রাজ্যে করোনা আতঙ্ক বেড়ে চার। চতুর্থ আক্রান্ত দমদমের বাসিন্দা। বয়স ৫৭ বছর। আশঙ্কাজনক অবস্থায় ওই ব্যক্তি সল্টলেক আমরি হাসপাতালে ভর্তি।

গত ১৩ তারিখ থেকে সর্দি-কাশিতে ভুগছিলেন ওই ব্যক্তি। ১৬ তারিখ ওই ব্যক্তিকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। ১৯ মার্চ তাঁর করোনার লক্ষণগুলি প্রকাশ পেতে শুরু করে। অবস্থা সংকটজনক হওয়ায় তাঁকে ইকমো সাপোর্ট দিয়ে আইসলেশন ভেন্টিলেটরে রাখা হয়।

এরপর তাঁর রক্তের নমুনা নিয়ে এসএসকেএম হাসপাতালে পরীক্ষার জন্য পাঠানো হয়। সেই রিপোর্ট পজিটিভ এলে ফের একবার নমুনা নাইসেডে পাঠানো হয় পরীক্ষার জন্য। এরপর শনিবার সেই রিপোর্টও পজিটিভ আসে। ওই ব্যক্তির ভ্রমন ইতিহাস ঘেঁটে দেখা গেছে তিনি সম্প্রতি তো নয়ই বরং কখনই বিদেশ যাত্রা করেননি। স্বাভাবিকভাবেই এবার প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে তাহলে কি শহর কলকাতা তথা রাজ্যে করোনা তৃতীয় পর্যায়ে যাওয়ার আশঙ্কা তৈরি হচ্ছে?

কোলে মার্কেটে হানা ইবির

কলকাতা, ২১ মার্চ (হি.স.): গুজব রটেছে কোলে মার্কেট সহ একাধিক বাজার করোনা আতঙ্কের জেরে বন্ধ হয়ে যাবে। যার প্রভাব গিয়ে পড়েছে জনজীবন। সাধারণ মানুষ আগে থেকে মজুদ করে রাখতে চাইছেন চাল-ডাল সবজি। ফলে কালোবাজারি রমরমিয়ে বাড়ছে। সুযোগ বুঝে সবজির দাম চড়চড় করে বাড়িয়ে দিচ্ছেন বিক্রেতারা। এই অবস্থায় শনিবার কোলে মার্কেটে হানা দিল ইবির আধিকারিকরা। বেঁধে দিল বেশ কিছু সবজির দাম।

এদিন কোলে মার্কেটের পর ডায়মন্ড হারবারেও অভিযান চালায় পুলিশ-শিবির আধিকারিকরা। সেখানে প্রতি

ছয়ের পাতায়

করোনা : ৩১ মার্চ পর্যন্ত শিলচর জেলা আদালতের সব কাজ বন্ধ, সোশাল মিডিয়ার ওপর সীমাবদ্ধতা আরোপ

শিলচর (অসম), ২১ মার্চ (হি.স.) : করোনা ভাইরাস সংক্রমণ আটকাতে সব ধরনের জনসমাগম বন্ধ করার সরকারি আহ্বানকে স্বাগত জানিয়ে ৩১ মার্চ পর্যন্ত শিলচর জেলা আদালত বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। জেলা বার সংস্থার সভাপতি নীলাদ্রি রায় জানান, আগে ২১ মার্চ পর্যন্ত আদালতের কার্যকলাপ বন্ধ রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে করোনা ভাইরাসের মোকাবিলায় তা বাড়িয়ে ৩১ মার্চ করা হয়েছে।

নীলাদ্রি রায় জানান, এই সময়কালে আদালতের অভ্যন্তরীণ কার্যকলাপ আংশিকভাবে চললেও কোনও শুনানির কাজ হবে না। তিনি আরও জানান, প্রস্তাবিত বন্ধের সময় আগে যাদের মামলা বা শুনানির তারিখ দেওয়া হয়েছিল তা পরবর্তীতে ঠিক করা হবে। জেলা বার সংস্থার পক্ষে জনসাধারণ এবং প্রত্যেক আইনজীবীদের কাছে এ সংক্রান্ত আবেদন রাখা হয়েছে, জানান তিনি।

এদিকে, কাছাড় জেলা প্রশাসনের তরফে এক নির্দেশিকা জারি করে জানানো হয়েছে, যাচাই না করে লিখিত বা মৌখিকভাবে কেউ অনধিকার ভুয়ো তথ্য সোশাল মিডিয়ায় প্রচার করার ওপর সীমাবদ্ধতা আরোপ করা হয়েছে। কাছাড়ের জেলা শাসক তথা জেলা বিপর্যয় মোকাবিলা কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান বর্ণালী শর্মা জানান, যাচাই না করে ভুয়া খবর সোশাল মিডিয়া বা গণমাধ্যমে প্রচার করা বিপর্যয় মোকাবিলা আইন ২০০৫-এর ৫৪ নম্বর ধারা অনুযায়ী শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

তাই জনসাধারণকে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে কেউ যেন বিভিন্ন সোশাল মিডিয়া তথা সামাজিক মাধ্যম যেমন ফেসবুক, হোয়াটসঅ্যাপ, টুইটার, ইনস্টাগ্রাম ইত্যাদিতে কোনও বিভ্রান্তির ভীতিসর্বস্ব কোনও খবর না ছড়াতে বলেছেন জেলা শাসক। তিনি জানান, এ ধরনের কার্যকলাপের সঙ্গে জড়িত কোনও ব্যক্তিকে পাওয়া গেলে তার বিরুদ্ধে নির্ধারিত আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

প্রত্যেক স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন, অন্যান্য প্রতিষ্ঠান, ব্যক্তি বিশেষের অবগতির জন্য জানানো হয়েছে, উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ছাড়া কেউ সচেতনতা বার্তা দেওয়াও চলবে না। সচেতনতা মূলক বার্তা, সামগ্রী ইত্যাদির জন্য জেলা স্বাস্থ্য পরিষেবা এবং মিডিয়া এক্সপার্ট সুমন চৌধুরীর সঙ্গে যোগাযোগ করতে বলা হয়েছে।

উল্লেখ্য, করোনা সংক্রমণ সম্পর্কে যাচাই না করে প্রচুর সংখ্যক ভুয়ো খবর সোশাল মিডিয়া অর্থাৎ সামাজিক মাধ্যমে প্রচার করে মানুষের মধ্যে ভয় এবং আতঙ্ক সৃষ্টি করা হচ্ছে বলে প্রচুর অভিযোগ রয়েছে।

'জনতা কার্ফু' সত্ত্বেও কাল চলবে পার্কসার্কাসের প্রতিবাদ সভা

কলকাতা, ২১ মার্চ (হি. স.) : করোনা-রুখতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর 'জনতা কার্ফু' পালনের আবেদন সত্ত্বেও আগামীকাল পার্কসার্কাসের প্রতিবাদ সভা চলবে। শনিবার সন্ধ্যায় একথা জানিয়ে দিলেন সমাবেশের অন্যতম প্রধান উদ্যোক্তা দেবু শ।

রবিবার সকাল ৫ টা থেকে বিকাল ৭ টা পর্যন্ত 'জনতা কার্ফু' পালনের আবেদন করেছেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। তারপরেও কিভাবে এরকম সমাবেশ করবেন? এর উত্তরে দেবুবাবু 'হিন্দুস্তান সমাচার'- কে বলেন, "প্রধানমন্ত্রী তো আগামীকাল সবাইকে বাড়িতে থাকার আবেদন করেছেন। গত ৭৪ দিন ধরে ওখানেই তো আমরা পড়ে আছি। ওটাই তো আমাদের বাড়ি ঘর!"

উল্লেখ করা যেতে পারে, জাতীয় নাগরিকপঞ্জি ও কেন্দ্রীয় নানা সাম্প্রতিক সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে গত ৭ জানুয়ারি থেকে পার্কসার্কাস ময়দানে এই প্রতিবাদ সভা হচ্ছে। করোনায় উদ্ভূত পরিস্থিতিতে আজ কলকাতা পুরসভার মেয়র ববি হাকিম 'টক টু মেয়র' অনুষ্ঠানে পার্কসার্কাসের সমাবেশ দু'সপ্তাহের জন্য স্থগিত রাখার আবেদন করেন। এ কথা জানিয়ে দেবুবাবু এই প্রতিবেদককে বলেন, "কথাটা আমি মিডিয়ার কাছেই শুনেছি। এটা নিয়ে আলোচনা করতে হবে। সিদ্ধান্ত না হওয়া পর্যন্ত সমাবেশ চলবে।"

আসমত জামিল নামে এক স্থানীয় মহিলা ৬০ জন মহিলাকে নিয়ে প্রথম এই সমাবেশ শুরু করেছিলেন। কিন্তু তিনি অসুস্থ। কিডনি প্রতিস্থাপনের জন্য মুম্বাইয়ে গিয়েছেন। আগামী পরশু তাঁর কলকাতায় ফেরার কথা। এ কথা জানিয়ে দেবুবাবু বলেন, "এরপর আলোচনা করে সিদ্ধান্ত হবে।" তিনি বলেন, এখনও রোজ সন্ধ্যের পর দু'শর উপর প্রতিবাদী এই সমাবেশে আসেন। দিনে অন্য সময় সংখ্যা প্রায় শ খানেক হয়। এই আবেদন প্রসঙ্গে প্রশ্ন করা হলে বিজেপির রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ বলেন, এই সময় সমাবেম প্রত্যাহার তো খুব যুক্তির কথা। এই পরিস্থিতিতে সমাবেশ তুলে নেওয়া উচিত। আমরা রাজনীতিকরা সন্তানদের কথা ভেবে এটুকু না করলে তা ঠিক হবে না।

বিদেশ থেকে ফেরার কথা গোপন করে চিকিৎসার অভিযোগে সিল করা হল নার্সিংহোম

বসিরহাট, ২১ মার্চ (হি, স) : কয়েকদিন আগেই বিদেশ থেকে ফিরলেও সে কথা গোপন করে বেমালুম নিজের নার্সিংহোমে কাজ করছিলেন বসিরহাটের চিকিৎসক ভাস্কর সোম। বিষয়টি জানাজানি হওয়ার পরে তৎপরতার সঙ্গে নার্সিংহোম সিল করে দেয় বসিরহাট থানার পুলিশ। নার্সিংহোমে চিকিৎসারত তিন জন রোগীকে পাঠানো হয় বসিরহাট জেলা হাসপাতালে।

বসিরহাট নৈহাটি সংলগ্ন সোম নার্সিংহোম এর মালিক ভাস্কর সোম গাইনো চিকিৎসক হিসেবে পরিচিত। করোনা আতঙ্কের মধ্যেই বিদেশ থেকে ফেরার কথা গোপন করে নার্সিংহোমে চিকিৎসা চালিয়ে যাওয়ার অভিযোগ ওঠে তার বিরুদ্ধে। বিষয়টি জানাজানি হয় শুক্রবার রাতে। তারপরই অতি তৎপরতার সঙ্গে শনিবার দুপুরে নার্সিংহোম বন্ধ করে দেয় বসিরহাট থানার পুলিশ। বৃহস্পতিবার থেকে ওই নার্সিংহোমে ভর্তি থাকা ৩ প্রসূতি মহিলাকে সেখান থেকে পাঠানো হয় বসিরহাট জেলা হাসপাতালের কোয়ারেন্টাইন বিভাগে। জানা যায় গত বেশ কিছুদিন ছুটিতে থাকার পরে গত বৃহস্পতিবার নার্সিংহোমে ফেরেন ভাস্কর সোম। নার্সিংহোমে ফিরে সেদিনই তিনটি প্রসূতি মহিলাকে অপারেশনের মাধ্যমে ডেলিভারি করান তিনি।

এরইমধ্যে তার বাইরে থেকে ফেরার বিষয়টি নিয়ে সকলের নজরে আসায় প্রাথমিকভাবে উনি ব্যাঙ্গালোর থেকে ফিরেছেন বলে জানান ওই চিকিৎসক। এই বিষয় নিয়ে জল গড়ায় বসিরহাট জেলা স্বাস্থ্য দফতর পর্যন্ত। বিষয়টি নিয়ে তদারকি করতে গেলে বিদেশ যাওয়ার কথা অস্বীকার করেন ওই চিকিৎসক। পরে বসিরহাট থানার পুলিশ চিকিৎসকের পাসপোর্ট

ছয়ের পাতায়

করোনা : যুব সমাজে বিশেষ বার্তা 'হু' -র

জেনেভা, ২১ মার্চ (হি.স.) : যুব সমাজের উদ্দেশ্যে বিশেষ বার্তা দিল বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (হু)। তারা জানিয়েছে, নোভেল করোনায় আক্রান্তদের মধ্যে বয়স্কদের সংখ্যা বেশি হলেও, অল্পবয়সি ছেলেমেয়েরা অজেয়, এমন ভাবার কোনও কারণ নেই। বরং সমাজের স্বার্থে তাঁদেরও কোনও ঝুঁকি নেওয়া উচিত নয়।

নোভেল করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে এখনও পর্যন্ত বিশ্বে ৯ হাজার ৮৪০ জন মানুষ প্রাণ হারিয়েছেন। প্রাণঘাতী এই ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ২ লক্ষ ৩৪ হাজার ৭৩ জন। তা নিয়ে শনিবার জেনেভা থেকে ভিডিয়ো কনফারেন্সের মাধ্যমে বিশ্বকে বার্তা দেন হু প্রধান টেড্রস অ্যাডহ্যানোম ঘেব্রিয়েসাস। সেখানে যুব সমাজকে আরও সতর্ক হওয়ার পরামর্শ দেন তিনি। তাঁর কথায়, সব প্রজন্মের মধ্য সংহতি রক্ষাই এই অতিমারি রোখার একমাত্র চাবিকাঠি।

এ দিন টেড্রস বলেন, "আজ যুবসমাজকে বার্তা দিতে চাই আমি। বলতে চাই, আপনারা কেউ অজেয় নন। এই ভাইরাসে আক্রান্ত হলে সপ্তাহের পর সপ্তাহ আপনাদেরও হাসপাতালে থাকতে হতে পারে। এমনকি, মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে।" খুব প্রয়োজন না পড়লে, এই অবস্থায় সকলকে বাড়ি থেকে না বেরনোরই পরামর্শ দিচ্ছেন চিকিৎসকেরা। সংক্রমণ রুখতে হলে এ ছাড়া উপায় নেই বলে জানান টেড্রসও। তাঁর কথায়, "নিজে অসুস্থ না হলেও, এই পরিস্থিতিতে আপনার বাইরে যাওয়ার বেরনোর উপর অন্য কারও জীবন-মৃত্যু নির্ভর করছে। ভাইরাস ছড়ানোর বদলে অনেকে পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝছেন এবং এই বার্তা সকলের কাছে পৌঁছে দিচ্ছেন, তার জন্য ধন্যবাদ।"

শনিবার কংগ্রেস সদর কার্যালয়ে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে দলের অস্থায়ী প্রদেশ সভাপতি পিযুষ কান্তি বিশ্বাস। ছবি- নিজস্ব।

নামী হাসপাতালের প্রেসক্রিপশনে করোনা আক্রান্তের ভুয়ো গুজব ছড়ানোয় অভিযুক্তদের কঠোর শাস্তির দাবী

বাঁকুড়া, ২১ মার্চ (হি. স.) : কলকাতার একটি নামী হাসপাতালের প্রেসক্রীপসনে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত এক যুবক বাঁকুড়ায় ফিরে এসেছে বলে গুজব ছড়ানোয় জড়িতদের দৃষ্টান্ত মূলক শাস্তির দাবিতে সোচ্চার জেলার আম জনতা। গতকাল সন্ধ্যায় বাঁকুড়া শহর জুড়ে এই গুজবের জেরে ব্যাপক আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে।আক্রান্ত যুবক কলকাতা থেকে বাঁকুড়া নিজ বাড়ীতে ফিরে আসছে খবরে নড়েচড়ে বসে জেলা প্রশাসন থেকে স্বাস্থ্য দফতর।আক্রান্ত যুবককে আটক করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার জন্য বিরাট পুলিশ বাহিনী ও এম্বুলেন্স হাজির হয় যুবকের বাড়ি শহরের কুচকুচিয়ায় ফাঁসিডাঙ্গায়।এই সব দেখে জনমানসে আতঙ্ক বৃদ্ধি পায়।পরে সবকিছু খতিয়ে দেখে বিষয়টি যে নিছক গুজব ছড়ানোর জন্য কম্পিউটারের সাহায্যে ভুয়ো প্রেসক্রীপসন তৈরী করে ভাইরাল করা হয়।প্রেসক্রীপসনে যুবকটিকে কোভিড ভাইরাসে আক্রান্ত বলে চিহ্নিত করা হয়েছে।

এই ঘটনার জেরে শহর জুড়ে আতঙ্ক ও গুজব ছড়িয়ে পড়ে।এভাবে প্রশাসনকে বিভ্রান্ত ও জনমানসে ভীতি ও অজানা আতঙ্ক ছড়ানোয় যুক্তদের সনাক্ত করে দৃষ্টান্ত মূলক শাস্তির দাবি জানিয়েছেন আপামর জনগণ। পুলিশ সুপার কোটেশ্বর রাও এন জানান যে পুলিশ বিষয়টি খতিয়ে দেখে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেবে।

অগ্নিপরীক্ষায় দেশ

● প্রথম পাতার পর

যারা নিরন্তর কাজ করে যাচ্ছেন চিকিৎসা সহ বিভিন্ন পরিষেবা দিয়ে যাচ্ছেন তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হবে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ২২ মার্চ জনতা কারফিউ যথাযথভাবে পালনের মাধ্যমে প্রমাণিত হবে যে দেশবাসী করোনা ভাইরাস মোকাবিলায় কতখানি প্রস্তুত। করোনা ভাইরাস যাতে রাজ্যে ছড়িয়ে পড়তে না পারে তার জন্য রাজ্যের জনপ্রতিনিধি, স্বাস্থ্যকর্মী সহ সকলকেই দায়িত্ব নিতে আহ্বান জানান তিনি।

এদিন স্বাস্থ্য দফতরের সচিব ডা. দেবাশিস বসু জানান, রাজ্যে করোনা ভাইরাস সংক্রমণ মোকাবিলায় রাজ্যের সামগ্রিক পরিস্থিতি নিয়ে আজ রাজ্যের প্রতিটি জেলার জেলাশাসকদের সঙ্গে আলোচনা হয়েছে। আলোচনাক্রমে বেশ কিছু পদক্ষেপও নেওয়া হয়েছে। তিনি জানান, রাজ্যে এখন পর্যন্ত করোনায় আক্রান্ত কোনও রোগীর সন্ধান পাওয়া যায়নি। তবে সন্দেহভাজন ১৮১ জনকে কোয়ারেন্টাইন সেন্টারে বিশেষ নজরদারিতে রাখা হয়েছিলো। পরে ২৮ জনকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। বর্তমানে ১৪৩ জন কোয়ারেন্টাইন সেন্টারে বিশেষ নজরদারিতে রয়েছে। এখন পর্যন্ত ৬৮ হাজার ৩০৪ জনকে স্ক্রিনিং করা হয়েছে। এছাড়া ছয়জনের রক্তের নমুনা পরীক্ষা করার জন্য পাঠানো হয়েছে। এছাড়া স্বাস্থ্য দফতরের উদ্যোগে কো-অপারেটিভ ট্রেনিং ইনস্টিটিউট এবং সিপার্ডের ইস্টেলে নতুন দুটি কোয়ারেন্টাইন সেন্টার খোলা হয়েছে। সেখানে একত্রিত টয়লেটের সুযোগ-সুবিধাও রয়েছে।

স্বাস্থ্যসচিব আরও জানান, দেশের সমস্ত আন্তর্জাতিক বিমান পরিষেবাগুলি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু বাংলাদেশে এখনও আন্তর্জাতিক বিমান পরিষেবাগুলি বন্ধ না হওয়ার কারণে আখাউড়া চেকপোস্টের মাধ্যমে যাত্রীরা রাজ্যে প্রবেশ করার সম্ভাবনা রয়েছে। এই বিষয়টি নিয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের সঙ্গে কথা বলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য বলা হবে। এছাড়াও বহির্রাজ্য থেকে যে সমস্ত ট্রাক রাজ্যে প্রবেশ করছে সেই ট্রাকচালকদেরও যথাযথ স্ক্রিনিং করা হচ্ছে। রাজ্যে সন্দেহভাজনদের বিশেষ নজরদারিতে রাখার জন্য প্রতিটি জেলায় কোয়ারেন্টাইন সেন্টার খোলার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। তিনি আরও জানান, রাজ্যে এই পরিস্থিতিতে যাতে বাজারে বা ওষুধের দোকানে কোনও ধরনের কালোবাজারি না হয় সে বিষয়ে খাদ্য দফতর ও ড্রাগ কন্ট্রোলার অ্যাসোসিয়েশনের সঙ্গে আলোচনা হয়েছে। কালোবাজারি রুখতে আজ সন্ধ্যা থেকেই বাজারগুলিতে খাদ্য দফতরের টাস্ক ফোর্সের অভিযানও চালানো হবে বলে স্বাস্থ্যসচিব জানিয়েছেন।

পরীক্ষা

● প্রথম পাতার পর

জারিকৃত বিজ্ঞপ্তি অনুসারে, মাধ্যমিকের দুটি, মাদ্রাসা আলিম তিনটি, উচ্চ মাধ্যমিক নয়টি এবং মাদ্রাসা ফাজিল দুটি পরীক্ষা স্থগিত করা হয়েছে। পর্ষদ সভাপতি ডা. ভবতোষ সাহা জানিয়েছেন, পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে পরবর্তী সময়ে পরীক্ষার সূচি ঘোষণা করা হবে।

আন্দোলন থেকে সড়ে দাঁড়াল ১০৩২৩

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ মার্চ।। অবশেষে আন্দোলন থেকে সড়ে এল ১০৩২৩ এর একাংশ আন্দোলনকারী। করোনা নিয়ে উদ্বিগ্ন গোটা বিশ্ব। সেই জায়গায় আগাম সতর্কতা ছাড়া এই মহামারীর হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করা সম্ভব নয়। অন্যকেও আক্রান্ত হওয়ার হওয়ার হাত থেকে বাচানো যাবে না। কেবল সতর্কতা মূলক ব্যবস্থাই পারে এই মারনব্যাধির হাত থেকে সকলকে রক্ষা করতে। সামাজিক দূরত্ব স্থাপনের মাধ্যমে করোনা রোগের প্রাদুর্ভাব কমানো সম্ভব। তাই রাজ্য জুড়ে জমায়েত এড়াতে জারি করা হয়েছে ১৪৪ ধারা। কিন্তু সেই ১৪৪ ধারাকে উপেক্ষা করে আন্দোলন চালিয়ে যায় ১০৩২৩ এর বিভিন্ন সংগঠন। ইতিমধ্যে রবিবার জনতার কার্ফুর আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। সেদিন সকাল ৭ টা থেকে রাত ৯ টা পর্যন্ত বাড়ি থেকে না বেরোতে আহ্বান জানিয়েছেন সকলের উদ্দেশ্যে। এরই মধ্যে শনিবার ১০৩২৩ এর একাংশ ফের জড়ো হয় শিক্ষক ভবনের সামনে। পুলিশ স্পষ্ট করে জানিয়েদেয় এই ১৪৪ ধারা সামগ্রিক বিষয়কে মাথায় রেখেই নেওয়া হয়েছে। কোন মতেই জড়ো হতে দেওয়া হবে না। সেখান থেকে এক প্রতিনিধি দল শিক্ষা অধিকর্তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে। কিন্তু ১ এপ্রিল থেকে তাদের চাকুরী অব্যাহত থাকবে কি না তা জানাতে বলেন। শিক্ষা অধিকর্তা স্পষ্ট করে জানান আইন মেনে সরকার সিদ্ধান্ত নিচ্ছে। অপেক্ষা করতে হবে। এরপর প্রতিনিধি দল বেড়িয়ে এসে সকলের সঙ্গে সিদ্ধান্ত করে তাদের ঘোষিত আন্দোলন কর্মসূচী সাময়িক কালের জন্য প্রত্যাহার করে নেয়। একই সঙ্গে রবিবার জনতার কার্ফু পালনের প্রধানমন্ত্রীর আহ্বানে সকলকে সামিল হতে আবেদন জানান। সুস্থ দেহ ও সুস্থ মন গড়ার জন্য এই সিদ্ধান্ত মেনে চলা অত্যন্ত জরুরি। এই দিকটি মাথায় রেখেই এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ বলে জানান ১০৩২৩ এর একাংশে আন্দোলনকারীরা।

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ আইজিএম : ২৩২-৫৬০৬, টি এম সি : ২৩৭ ০৫০৪ চক্ষুব্যাঙ্ক : ৯৪৩৬৪৬২৮০০। অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা : ৯৭৭৪৯৯৮৯৬ ব্লু লোটস ক্লাব : ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল : ২৫১-৯৯০০, সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় : ৭৬৪২৮৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা : ৯৮৬২৫০১১৬/ সংহতি ক্লাব : ৮৭৯৪১ ৬৮২৮১, অনীক ক্লাব : ৯৪৩৬৪৭৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৬৩০১, রামকৃষ্ণ ক্লাব : ৮৭৯৪১৬৮৮১ শতদল সংঘ : ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) : ৯৭৭৪১১৬৬২৪, রেডক্রস সোসাইটি : ২৩১-৯৬৭৮, টিআরটিসি : ২৩২৫৬৮৫, এগিয়ে চলো সংঘ : ৯৪৩৬১২১৪৮৮, লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় : ৯৪৩৬৫০৮৬৬৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, মানব ফাউন্ডেশন : ২৩২৬১০০। চাইল্ড লাইন : ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘণ্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি : ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), আইজিএম : ২৩২-৫৭৩৬, আই এল এস : ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ কসমোপলিটন ক্লাব : ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, শব্বাহী যান : নব অঙ্গীকার ৮৭৯৪৫১৪৩১১, সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা : ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি : ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, সমাজ কল্যাণ ক্লাব : ৯৭৭৪৬৭০২৪২, সংযোগ সংঘ : ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, ব্লু লোটাস ক্লাব : ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট : ২৩৮-৫৫৫২, ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন : ২৩৮-৬৪২৬, রিলিভার্স : ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন : ৮৯৭৪৫৮১৯১০, ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি : ২৩৪১৯১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) : ৮৭২৯৯১১২৩৬, আগন্তুক ক্লাব : ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন : ৮২৫৯৯৩৭ ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন : ১০১/২৩২-৫৩৩০, বাধারঘাট : ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, কুঞ্জবন : ২৩৫-৩১০১, মহারাজগঞ্জ বাজার : ২৩৮ ৩১০১ পুলিশ : পশ্চিম থানা : ২৩২-৫৭৬৫, পূর্ব থানা : ২৩২-৫৭৭৪, আমতলী থানা : ২৩৭-০৩৫৮, এয়ারপোর্ট থানা : ২৩৪-২২৫৮, সিটি কন্ট্রোল : ২৩২-৫৮৪৪, বিদ্যুৎ : বনমালীপুর : ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। দুর্গা চৌমুহনী : ২৩২-০৭৩০, জিবি : ২৩৫-৬৪৪৮। বড়দোয়ালী : ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৬৫৪ আইজিএম : ২৩২-৬৪০৫। বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া : ২৩৪১৩০২, ২৩৪-২০২০, এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর : ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, ইন্ডিগো : ২৩৪-১২৬৩, স্পাইস জেট : ২৩৪-১৭৭৮, রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন : ২৩২-৫৫৩৩ আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং : ২৩২-৫৬৮৫। আগরতলা রেলস্টেশন : ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

ঘোষণা

● প্রথম পাতার পর

পাশাপাশি প্রদেশ বিজেপির নয়া রাজ্য কমিটির সাধারন সম্পাদক হলেন দুইজন। তারা হলেন যুব মোর্চার বিদায়ী রাজ্য সভাপতি টিঙ্কু রায় ও মহিলা মোর্চার বিদায়ী রাজ্য সভানেত্রী পাপিয়া দত্ত। প্রদেশ বিজেপির নয়া রাজ্য কমিটির সম্পাদক হলেন ৬ জন। তারা হলেন যাদব লাল নাথ, রতন ঘোষ, মিহির প্রসাদ, অদিতি ভট্টাচার্য দাসগুপ্ত, অস্মিতা বনিক ও মণিহার দেববর্মা। প্রদেশ বিজেপির কোষাধ্যক্ষ হলেন নাগাধিরাজ দত্ত এছাড়াও প্রদেশ বিজেপির নয়া রাজ্য কমিটিতে আমন্ত্রিত সদস্য সহ মোট ৯৬ জন সদস্য সদস্যা রয়েছেন। প্রদেশ বিজেপির নয়া রাজ্য কমিটিতে সদস্য হিসাবে রয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। সাংবাদিক সম্মেলনে প্রদেশ বিজেপির মুখপাত্র প্রবীর চক্রবর্তী নয়া রাজ্য কমিটির সদস্য সদস্যাদের নামের তালিকাও ঘোষণা করেন। প্রদেশ বিজেপির নয়া রাজ্য কমিটির নামের তালিকার সাথে এইদিন প্রদেশ বিজেপির বিভিন্ন মোর্চার রাজ্য সভাপতির নামের তালিকাও এইদিন ঘোষণা করা হয়।

মহিলা মোর্চার রাজ্য সভানেত্রী হলেন ঝর্ণা দেববর্মা, কৃষাণ মোর্চার রাজ্য সভাপতি হলেন জহর সাহা, ওবিসি মোর্চার রাজ্য সভাপতি হলেন সমীর ঘোষ, জনজাতি মোর্চার রাজ্য সভাপতি হলেন সাংসদ রেবতী ত্রিপুরা, সংখ্যা লঘু মোর্চার রাজ্য সভাপতি হলেন মহম্মদ সাহাপরান উদ্দিন এবং এসসি মোর্চার রাজ্য সভাপতি হলেন টুটন দাস। প্রদেশ বিজেপির মুখ্যমুখপাত্র হলেন সুব্রত চক্রবর্তী, এছাড়াও মুখপাত্র হলেন নবেন্দু ভট্টাচার্য, প্রবীর চক্রবর্তী ও বিমল চাকমা।

সাংবাদিক সম্মেলনে প্রদেশ বিজেপির মুখপাত্র প্রবীর চক্রবর্তী প্রদেশ বিজেপির মিডিয়া ইনচার্জ হিসাবে ভিক্টর সোমের নাম ঘোষণা করেন তবে এইদিন যুব মোর্চার রাজ্য সভাপতির নাম ঘোষণা করা হয়নি। পরবর্তী সময় এই নাম ঘোষণা করা হবে। রাজ্যে বিজেপি দলের শক্তি বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রদেশ বিজেপির নয়া রাজ্য কমিটিতে স্থান দেওয়া হয়েছে একাধিক নতুন ব্যক্তিকে। পাশাপাশি বিভিন্ন মোর্চা দলের পদাধিকারীদের সাংগঠনিক ভাবে পদোন্নতি দিয়ে রাজ্য কমিটিতে স্থান দেওয়া হয়েছে। এখন দেখার প্রদেশ বিজেপির নয়া রাজ্য কমিটি রাজ্য সংগঠন বিস্তারে কতটা সফল হয়।

ভাঙচুর

● প্রথম পাতার পর

পুলিশবাহিনী হাসপাতালে ছুটে যান। পুলিশ যাওয়ার পূর্বে দুষ্কৃতিকারীরা অ্যাম্বুলেন্স এর সঙ্গে সঙ্গে চলে যায়। তখন পুলিশ অ্যাম্বুলেন্সের পিছু নেয়। হাপানিয়াস্থিত হসপিটাল থেকে দুষ্কৃতিকারীদের আটক করে থানায় নিয়ে আসেন। বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে এ সমস্ত ডাক্তার, এবং সেবিকা সিকিউরিটি গার্ড কর্মীদের উপর আক্রমণ হয়েছিল সবাই মিলিত আকারে এ দুষ্কৃতিকারীদের বিরুদ্ধে বিশালগড় থানায় মামলা দায়ের করেন।

মূল অভিযুক্ত দের মধ্যে হান্নান মিয়া, খলিল মিয়া ইব্রাহিম উদ্দিনকে পুলিশ আটক করতে পেরেছেন সোমবার তাদেরকে বিশালগড় কোর্টে তোলা হবে। তবে উপস্থিত অন্যান্য রোগী এবং তাদের পরিজনদের বক্তব্য যে দুষ্কৃতিকারীরা কোনরকম অ্যালকোহল জাতীয় নেশা পাননা করলে ও বর্তমান সমাজে যে সমস্ত নেশাজাতীয় দ্রব্য বাজারজাত হচ্ছে সেই সমস্ত নেশা ওরা পান করেছিল বলে তাদের ধারণা।

জনহীন ভূস্বর্গ

আটের পাতার পর

খোলেনি। জনহীন ছিল রাস্তাঘাটউ শুধুমাত্র নিরাপত্তা বাহিনীর জওয়ানদের টহল দিতে দেখা গিয়েছেউ প্রসঙ্গত, কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল জম্মু ও কাশ্মীরে ইতিমধ্যেই ৪ জন সংক্রমিত হয়েছেনউ

পুরকর্মীদের মাস্ক বিতরণ মেখলিগঞ্জের বিধায়কের

হলদিবাড়ি, ২১ মার্চ (হি. স.) : করোনা ভাইরাসের সংক্রমণের হাত থেকে রেহাই পেতে পুরকর্মীদের মধ্যে মাস্ক বিতরণ করলেন কোচবিহারের মেখলিগঞ্জের বিধায়ক অর্ঘ্য রায় প্রধান।

শনিবার হলদিবাড়ি পুরভবনে গিয়ে নিজের হাতে উপস্থিত পুরকর্মীদের মাস্ক পরিয়ে দেন বিধায়ক। কিছুক্ষণ পরপর হ্যান্ড স্যানিটাইজার ব্যবহারেরও পরামর্শ দেন তিনি। বিধায়কের এমন উদ্যোগে খুশি পুরসভার প্রশাসক সহ কর্মীরা।

প্রেসিডেন্সিতেও

তিনের পাতার পর

বন্দিদের মধ্যে গন্ডগোল, বাজল পাগলা-ঘন্টি। পরিস্থিতি মোকাবিলায় বিশাল পুলিশবাহিনী। কারা দফতরের নতুন এডিজি হচ্ছেন পীযূষ পান্ডে, সরানো হল অরুণ গুপ্তকেউ

করোনা আতঙ্কের জেরে এখন বন্ধ আদালতের কাজকর্ম। ফলে বন্দীদের তোলা যাচ্ছে না আদালতে। এই অবস্থায় তাদের ভবিষ্যৎ ঝুলে রয়েছে বলে অভিযোগ করে এদিন বিক্ষোভ দেখানো তারা। যার জেরে পর পর উত্তেজনা ছড়াল কলকাতার দুই সংশোধনাগারে।

দাবি বিজেপি-র

তিনের পাতার পর

যে বেলেঘাটার আইডি হাসপাতালে বিরাট লাইন পড়ে যাচ্ছে। যাদের কিছু হয়নি তারাও ভয়ে শরীর পরীক্ষা করতে যাচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী সাধারণ মানুষের আতঙ্ক দূর করতে নানাভাবে চেষ্টা করছেন।

দিলীপ বাবু বলেন, বিদেশ থেকে যাত্রীরা এসে এমনভাবে হেঁটে চলে যাচ্ছেন যেন ভয়ের কোনও কারণ নেই। বিশেষ করে এক সরকারি আমলা তাঁর পুত্রের জন্য চিকিৎসা এড়াতে যা করেছেন তা রীতিমতো দুশ্চিন্তার। চিনে হাজার হাজার লোক সুস্থ হয়ে ফিরে আসছেন। আক্রান্তরা ৮-১০ দিন সাবধানে থাকলে সুস্থ হয়ে যাবেন। অন্য রাজ্যে চিকিৎসা যথাযথ হচ্ছে।

করোনার ব্যাপারে কেন্দ্র কোনও সহযোগিতা দিচ্ছে না বলে অভিযোগ করেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। দিলীপবাবু আজ সাংবাদিকদের বলেন, "কারা যে উনার বিশেষজ্ঞ, কারা পরামর্শ দিচ্ছেন, কে জানে? বিপদ এলে সবাইকেই ঘরের মধ্যে বন্দী হতে হবে। দিল্লি থেকে কয়েক হাজার মাস্ক এসেছে। জেলায় জেলায় আমাদের ছেলেরা তা বিতরণ করছে। মমতা মুখে রুমাল বেঁধে দেখাচ্ছেন কিভাবে সংক্রমণ ঠেকাতে হয়। একমাস আগেই প্রধানমন্ত্রী এ নিয়ে মানুষকে সচেতন করেছিলেন। আমিও এক দেড় সপ্তাহ আগে বলেছিলাম। সেগুলো তো আপনাদের কাছে খবর হয় না।

আমাদানিকৃত খাদ্যদ্রব্য এবং হাঁস, মুরগি-সহ প্রাণীর মাংস রান্না করে খাওয়া করোনা-নিরাপদ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ মার্চ।। আমদানিকৃত খাদ্যদ্রব্য করোনা ভাইরাস থেকে সম্পূর্ণ নিরাপদ। শুধু তা-ই নয়, হাঁস, মুরগি-সহ বিভিন্ন প্রাণীর রান্না করা মাংসও নিরাপদ। এ-নিয়ে অযথা বিভ্রান্ত হওয়ার কোনও প্রয়োজন নেই। ত্রিপুরার পরিবার কল্যাণ দফতর খাদ্যদ্রব্য নিয়ে সকলকে এভাবেই অভয় দিয়েছে।

দেশের খাদ্য নিয়ন্ত্রক সংস্থা 'ফুড সেফটি অ্যান্ড স্ট্যান্ডার্ড অথরিটি অব ইন্ডিয়া'র উদ্ধৃতি দিয়ে পরিবার কল্যাণ দফতর জানিয়েছে, আমাদানিকৃত খাদ্যসামগ্রী মানুষের ব্যবহারের জন্য নিরাপদ। এমন-কি করোনা ভাইরাস আক্রান্ত দেশগুলি থেকে ভারতে আমদানিকৃত খাদ্যসমূহও নিরাপদ।

পরিবার কল্যাণ দফতরের জনৈক আধিকারিক জানিয়েছেন, এ ধরনের আমদানিকৃত খাদ্যসামগ্রী নিরাপদ কিনা সে বিষয়ে সাম্প্রতিককালে উদ্বেগ সৃষ্টি হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে করোনা ভাইরাস থাকার সম্ভাবনা যাচাই করার জন্য বিশেষজ্ঞদের নিয়ে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছিল। কমিটির পর্যবেক্ষণ রিপোর্ট অনুসারে খাদ্যের মাধ্যমে করোনা ভাইরাস সংক্রমণের কোনও চূড়ান্ত প্রমাণ পাওয়া যায়নি।

তিনি বলেন, করোনা ভাইরাস মূলত শ্বাসযন্ত্রকে প্রভাবিত করে এবং সংক্রমিত ব্যক্তির হাঁচি, কাশির মাধ্যমে চারপাশে ছড়িয়ে পড়ে। তাছাড়া 'ড্রপলেটস'-এর মাধ্যমে ব্যক্তি থেকে ব্যক্তিতে এই জীবাণু ছড়িয়ে পড়ে। বিশ্বের স্বাস্থ্য সংস্থাগুলির প্রামর্শের সঙ্গে এই কমিটিও একমত যে এই ভাইরাস শুধুমাত্র মানুষ থেকে মানুষে ছড়ায়।

সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসাবে ওই কমিটি কাঁচা বা অর্ধসেদ্ধ মাংসের পাশাপাশি অপ্রক্রিয়াজাত খাবার এড়াতে পরামর্শ দিয়েছে। বরফ দিয়ে রাখা খাবারগুলি সঠিকভাবে রান্না করে খাওয়া উচিত। কাঁচা ফল এবং শাক-সবজি খাওয়ার আগে স্বাস্থ্যসম্মত বিধিগুলি অনুসরণ করা উচিত।

পরিবার কল্যাণ দফতরের ওই আধিকারিক জানিয়েছেন, এফএসএসএআই পরিস্থিতির উপর গভীর নজর রাখছে। আন্তর্জাতিক সংস্থা এবং বৈজ্ঞানিক মহলের কাছ থেকে করোনা ভাইরাসজনিত রোগের সংক্রমণের প্রমাণ সংগ্রহ এবং পর্যবেক্ষণ করতে থাকবে এবং খাদ্যপণ্যের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

করোনা মোকাবিলায় কামরূপ মেট্রোয় ১৮ জন পদস্থ আধিকারিককে প্রশাসনিক ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা প্রদান

গুয়াহাটি, ২১ মার্চ (হি.স.) : বিশ্ব মহামারি করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ ঠেকাতে রাজ্য সরকার নানা ধরনের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করছে। এরই অঙ্গ হিসেবে কামরূপ (মেট্রো) জেলায় ১৮ জন নন-এসিএস গ্যাজেটেড অফিসারকে প্রশাসনিক ম্যাজিস্ট্রেটের দায়িত্ব দিয়ে বিশেষ ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে।

শনিবার রাজ্যপাল অধ্যাপক জগদীশ মুখি কামরূপ (মেট্রো) জেলার ১৮ জন গ্যাজেটেড অফিসারকে বিশেষ ক্ষমতা প্রদান করে এক বিজ্ঞপ্তি জারি করেছেন।। এই সকল অফিসারকে প্রশাসনিক ম্যাজিস্ট্রেট পর্যায়ের দায়িত্বভার দেওয়া হয়েছে। তাঁদের মধ্যে অরুণ বরা, কুঞ্জলতা তালুকদার, বুলি গগৈ ভুইয়াঁ, সঞ্চিতা ভট্টাচার্য, দিগন্ত কুমার বরুয়া, লক্ষেশ্বর গোস্বামী, রঞ্জন আলি খান্দেকর, প্রকাশশক্তি জাকারিয়া, ভাস্কর শর্মা, অঙ্কুল চৌধুরী, নিশিকান্ত শর্মা, দীলিপ শর্মা, দেবজিত নাথ, রত্না শুড়, নির্বেদম থাউসেন এবং রাজীব নিয়োগ।

সাইরেন বাজানোর জন্য রাজ্যগুলির কাছে আর্জি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের

নয়াদিল্লি, ২১ মার্চ (হি.স.) : রবিবার বিকেল পাঁচটায় জনতা কার্ফুর দিন বিকেল পাঁচটা নাগাদ বাজানো হবে সাইরেন। এই বিষয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের তরফ থেকে স্বরাষ্ট্রসচিব অজয় ভাল্লা প্রতিটি রাজ্যের মুখ্যসচিবদের চিঠি লিখে বিকেল পাঁচটায় সাইরেন বাজানোর আর্জি জানিয়েছেন। শহরের স্থানীয় প্রশাসন, পঞ্চায়েতি রাজ, দমকল, পুলিশ, নাগরিক সুরক্ষা, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের অবগত করানোর নির্দেশিকা দেওয়া হয়েছে।

উল্লেখ করা যেতে পারে, সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী জাতির উদ্দেশ্যে দেওয়া ভাষণে তিনি জনতা কার্ফুর আহ্বান করেন। সর্বজনীন এলাকা থেকে দূরে থাকতে তিনি বলেছেন। ওদিন সকাল থেকে ৭ থেকে রাত ৯ পর্যন্ত ৯ঘা ১৪ ঘন্টা এই কার্ফু চলবে। ওইদিন বিকেল পাঁচটায় তালি, থালা বাজিয়ে জনসেবার সঙ্গে জড়িতদের সম্মান জানানোর জন্য এই উদ্যোগ নেওয়া হবে।

সংঘর্ষে মৃত ৩

পাচের পাতার পর

তবে জেল কর্তৃপক্ষ এ জাতীয় অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। তাঁরা জানিয়েছেন, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতেই লাঠিচার্জ করা হয়, কিন্তু গুলি চলেনি।

করোনা আতঙ্কের জেরে এখন বন্ধ আদালতের কাজকর্ম। ফলে বন্দীদের তোলা যাচ্ছে না আদালতে। এই অবস্থায় তাদের ভবিষ্যৎ ঝুলে রয়েছে বলে অভিযোগ করে এদিন বিক্ষোভ দেখান তারা। সেই বচসাই পরবর্তীতে সংঘর্ষে পরিণত হয়।

হানা ইবির

পাচের পাতার পর

কেজি আলুর দাম বেঁধে দেওয়া হয়েছে ১৮টাকা। এই নির্ধারিত দামের থেকে বেশি দামে আলু বিক্রি করায় একজনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

বৃহস্পতিবার করোনা আতঙ্ক মোকাবিলায় ফের জরুরি বৈঠকে করেন মুখ্যমন্ত্রী। সেখানে বিভিন্ন উচ্চপদস্থ পুলিশ কর্তাদের নির্দেশ দিয়ে বলেন, "বাজারের ওপর কড়া নজর রাখতে হবে যাতে কেউ কোন পণ্য নিয়ে কালোবাজারি করতে না পারেন। বিভিন্ন গুজব ছড়াচ্ছে বাজার বন্ধ হয়ে যাবে বলে। ফলে সাধারণ মানুষ বেশি বেশি করে জিনিস কিনে রেখে মজুদ করার চেষ্টা করছেন। এই ধরনের গুজব ছড়ালে বা কেউ হোর্ডিং দিয়ে এই ধরনের গুজব ছড়ানোর চেষ্টা করলে তাদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নিতে হবে"। এরপরেই বিভিন্ন বাজারে এনফোর্সমেন্ট ব্রাঞ্চ অভিজান বেরোয়।

হল নার্সিংহোমম

পাচের পাতার পর

দেখতে চাই তখনই জানা যায় কয়েকদিন আগেই আমেরিকা থেকে ফিরে আসেন তিনি।

বিষয়টি নিয়ে কথা বলে বসিরহাট পৌরসভার চেয়ারম্যান তপন কুমার সরকার বলেন, "বাইরে যাওয়ার বিষয়টি গোপন করে চিকিৎসা করছিলেন বলে জানতে পেরেছি। ওই চিকিৎসকের এই ধরনের কাজের জন্য পৌরসভার পক্ষ থেকে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হবে"। বিদেশ থেকে ফিরলেও বিমান বন্দরে কেন তাকে আটকানো হয়নি এই বিষয় নিয়ে কথা বলতে ওই চিকিৎসক বিদেশ থেকে সরাসরি কলকাতায় ফেরেননি বলে জানান চেয়ারম্যান। শুক্রবার রাতেই পুলিশ বিষয়টি নিয়ে তৎপর হওয়ার পরই কলকাতায় ফিরে যান ওই চিকিৎসক। এদিকে শনিবারই নার্সিংহোম এর সমস্ত বিভাগ বন্ধ করে দিয়ে নার্সিংহোম সিল করে দেয় বসিরহাট থানার পুলিশ। ওই নার্সিংহোমে ভর্তি থাকা সদ্যোজাত ৩ টি শিশুসহ প্রসূতি মায়েদের বসিরহাট জেলা হাসপাতালের কোয়ারেন্টাইন বিভাগে স্থানান্তরিত করা হয়েছে বলে জানান বসিরহাট জেলা হাসপাতালের সুপার শ্যামল হালদার।

ব্যাপারী

● প্রথম পাতার পর

দেয়। এসআই সমরেশ চাকমা তিন অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে থোয়াই থানায় নিয়ে যায়। ধৃতদের কাছ থেকে পুলিশ সাড়ে ৭ গ্রাম ব্রাউন সুগার এবং ৫০০ গ্রাম গাঁজা বাজেয়াপ্ত করে। এদের কাছ থেকে একটি ইকো গাড়ি ও আটক করা হয় যায় নম্বর টিআর- ০৬-এ-০৫১৯।

সংক্রমিত

● প্রথম পাতার পর

গুজরাটে ৭ জন, হরিয়ানায় ৩ জন, কর্ণাটকে ১৫ জন, কেরালে ৪০ জন, মধ্যপ্রদেশে ৪ জন, মহারাষ্ট্রে ৫২ জন (এই সংখ্যা আরও বেড়েছে), ওড়িশায় দু'জন, পুদুচেরিতে একজন, পঞ্জাবে ১৩ জন, রাজস্থানে ১৭ জন (এই সংখ্যা আরও বেড়েছে), তামিলনাড়ুতে ৩ জন, তেলেঙ্গানায় ১৯ জন, চণ্ডীগড়ে একজন, জম্মু ও কাশ্মীরে ৪ জন, লাদাখে ১৩ জন, উত্তর প্রদেশে ২৩ জন, উত্তরাখণ্ডে ৩ জন এবং পশ্চিমবঙ্গে দু'জন (এই সংখ্যা বেড়েছে)।

চাঞ্চল্য

● প্রথম পাতার পর

পাশাপাশি পরিবারের তরফ থেকে কোনো প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি বর্তমানে মৃতদেহটি ময়নাতদন্তের জন্য কদমতলা প্রাথমিক হাসপাতালের মর্গে রয়েছে।

তবে প্রত্যক্ষদর্শী চিকিৎসক ও পুলিশের ধারণা নিজে দা দিয়ে এভাবে গলা কেটে আত্মহত্যা করাটা কিছুটা অস্বাভাবিক কারণ গলার ৯৫ শতাংশই কেটে গিয়েছে। এখন ময়না তদন্তের রিপোর্ট আসলে ও পুলিশি তদন্তে বেরিয়ে আসবে এটা হত্যা, আত্মহত্যা না আত্মহত্যার প্ররোচনা।

বললল শাসক দল

আটের পাতার পর

সমর্থনে সাংবাদিক সম্মেলনে বিজেপি নেতৃবৃন্দ বলেন, বাজেটের প্রতিটি ক্ষেত্রে কর্মসংস্থানে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। বাজেট প্রস্তাবের কেন্দ্রবিন্দুতে কর্মসংস্থান অগ্রাধিকার পেয়েছে। বাজেট প্রস্তাবকে সময় উপযোগী, মানুষের প্রত্যাশা পূরণের জন্য অত্যন্ত উপযোগী বলে আখ্যায়িত করেছে শাসক দল। এজন্য বিজেপি বিপ্লব কুমার দেবের নেতৃত্বাধীন সরকারকে ধন্যবাদ জানিয়েছে। এই বাজেট জনগণের প্রত্যাশা পূরণ করতে সম্পূর্ণভাবে সক্ষম হবে বলেও নেতৃবৃন্দ অভিমত ব্যক্ত করেছেন। ১০,৩২৩ শিক্ষকদের চাকরী ইস্যুতে বিরোধী দল সিপিআইএম বিধানসভার ভিতরে ও বিধানসভার বাইরে যেসব আচার আচরণ করছে তা কোনভাবেই সঠিক পদক্ষেপ নয় বলে বিজেপির মুখপাত্র নবেন্দু ভট্টাচার্য অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

মুখ্যসচিবের

আটের পাতার পর

হয়েছে। এছাড়া, সরকারি বৈঠক কমিয়ে দেওয়া এবং বিশেষ প্রয়োজনে বৈঠকে চেয়ারের মধ্যে দূরত্ব বজায় রাখার জন্য বলেছেন মুখ্যসচিব। তাঁর আরও নির্দেশ, ১৫ এপ্রিল পর্যন্ত সেমিনার, সরকারি অনুষ্ঠান স্থগিত রাখতে হবে।

এদিকে, ইন্টিগ্রেটেড চেকপোস্ট ও চোরাইবাড়ি চেকপোস্ট এবং ধর্মনগর রেল স্টেশনে নজরদারির ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করতে বলা হয়েছে। সমস্ত হোটেল, রেস্টুরেন্ট পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা এবং হাত ধোয়ার ভালো ব্যবস্থা করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। রেস্টুরেন্টগুলিতেও বসার ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট দূরত্ব বজায় রেখে ব্যবস্থা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তাছাড়া, হোটেল, শপিংমল এবং রেস্টুরেন্টগুলোতে প্রতিনিয়ত নজরদারি রাখার জন্য জেলাশাসক এবং সংশ্লিষ্টদের নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যসচিব।

ইউনাইটেড-সিটি

সাতের পাতার পর

স্ট্যামফোর্ড ব্রিজ স্টেডিয়ামে মিলেনিয়াম হোটেলে করোনাভাইরাসের বিরুদ্ধে লড়াই করা জাতীয় স্বাস্থ্য সংস্থার কর্মীদের থাকার ব্যবস্থা করেছে। চেলসি জানিয়েছে, আবাসনের সব ব্যয়ভার ক্লাবটির মালিক রোমান আব্রামোভিচ বহন করবেন এবং প্রয়োজনে হোটেলের সব কক্ষ ছেড়ে দেওয়া হবে।

আক্রান্তের সন্ধান

আটের পাতার পর

ইংল্যান্ড ফেরত দু'জনের শরীরে কোভিড-১৯ ভাইরাসের উপস্থিতির প্রমাণ মিলেছিল। নতুন করে একজনের শরীরে করোনার সন্ধান পাওয়ার পর পশ্চিমবঙ্গে আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ৩।

প্রতিমন্ত্রী পীযূষ

আটের পাতার পর

স্ক্রিনিং করা হচ্ছে কি না তা খোদ পর্যালোচনা করেছেন স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রী হাজরিকা। রেল স্টেশনে যাত্রীদের নির্দিষ্ট দূরত্বে রেখে স্ক্রিনিং করতে তিনি নিয়োজিত চিকিৎসকের দলের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। এখানে দাঁড়িয়ে হাজরিকা জানান, ইতিমধ্যে রাজ্যের সকল বেসরকারি হাসপাতালকে বিশেষ নির্দেশনা জারি করা হয়েছে। বলা হয়েছে, সন্দেহভাজন রোগী আসলে তৎক্ষণাৎ সরকারি হাসপাতালে পাঠিয়ে যেন তাঁরা তাঁদের দায়িত্ব শেষ বলে না ভাবেন। এ প্রসঙ্গে মন্ত্রী পীযূষ হাজরিকা বসরকারি হাসপাতালগুলিকেও করোনা ভাইরাসের বিরুদ্ধে সংগ্রামে জনতা এবং সরকারের সঙ্গে সংযোগে যুক্ত হতে বলেছেন।

স্বাস্থ্য মন্ত্রক

আটের পাতার পর

৩৯ জন বিদেশি নাগরিকউ অন্ধ্রপ্রদেশে সংক্রমিত ৩ জন, ছত্তিশগড়ে একজন, দিল্লিতে ২৬ জন, গুজরাটে ৭ জন, হরিয়ানায় ৩ জন, কর্ণাটকে ১৫ জন, কেরলে ৪০ জন, মধ্যপ্রদেশে ৪ জন, মহারাষ্ট্রে ৫২ জন (এই সংখ্যা আরও বেড়েছে), ওড়িশায় দু'জন, পুদুচেরিতে একজন, পঞ্জাবে দু'জন, রাজস্থানে ১৭ জন (এই সংখ্যা আরও বেড়েছে), তামিলনাড়ুতে ৩ জন, তেলেঙ্গানায় ১৯ জন, চণ্ডীগড়ে একজন, জম্মু ও কাশ্মীরে ৪ জন, লাদাখে ১৩ জন, উত্তর প্রদেশে ২৩ জন, উত্তরাখণ্ডে ৩ জন এবং পশ্চিমবঙ্গে দু'জন (এই সংখ্যা বেড়েছে)।

আক্রান্তের সন্ধান

আটের পাতার পর

চেষ্টা করছেন স্বাস্থ্য দফতরের আধিকারিকরা। প্রসঙ্গত, এর আগে ইংল্যান্ড ফেরত দু'জনের শরীরে কোভিড-১৯ ভাইরাসের উপস্থিতির প্রমাণ মিলেছিল। নতুন করে একজনের শরীরে করোনার সন্ধান পাওয়ার পর পশ্চিমবঙ্গে আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ৩।

সামাজিক ন্যায় ও ক্ষমতায়ন মন্ত্রক
সামাজিক ন্যায় ও ক্ষমতায়ন বিভাগ
ভারত সরকার
*****

ডিএএফ ও বিজেআরএনএএফ এর সদস্য সচিব পদের আবেদন গ্রহণের অন্তিম তারিখ বাড়ানো হয়েছে।

ডঃ আম্বেদকর প্রতিষ্ঠান ও বাবু জগজীবন রাম রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের সদস্য সচিব পদের জন্য চুক্তির ভিত্তিতে নিয়োগের আবেদনপত্র আহ্বান করা হয়েছিল ২২.০২.২০২০ প্রকাশিত মন্ত্রকের বিজ্ঞাপন যার ডিএভিপি নম্বর ৩৮১০১/১১/০০৪৪/১৯২০ তে এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে উক্ত পদের জন্য আবেদন গ্রহণের অন্তিম তারিখ ৩১.০৩.২০২০ পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে। উক্ত বিজ্ঞাপনের অন্য শর্তাবলি অপরিবর্তিত থাকবে তথা ৪ ফেব্রুয়ারী, ২০২০ মন্ত্রকের ওয়েবসাইটে দেখানো বিজ্ঞাপন দেখা যেতে পারে।

davp 38101/11/0049/1920
****

অঙ্গন

কোয়ারেন্টাইনের নিয়ম না মেনে রাষ্ট্রপতি ভবনে মেরি কম

নয়াদিল্লি, ২১ মার্চ (হি. স.) : বিদেশ থেকে ফিরলেই সেল্‌ফ কোয়ারেন্টাইনে থাকতে হবে। ১৪ দিন সমাজ থেকে নিজেকে দূরে থাকার পরামর্শ দিচ্ছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা। গোটা বিশ্বেই এই নিয়মের পালন করে বলা হচ্ছে। ভারতের বিখ্যাত বক্সার তথা রাজ্য সভার সাংসদ মেরি কম এই নিয়ম ভেঙেছেন বলেই জানা যাচ্ছে।

সম্প্রতি এশিয়া-ওশিয়ানিয়া অলিম্পিক কোয়ালিফায়ারের জন্য জর্ডন গিয়েছিলেন লন্ডন অলিম্পিকে পদকজয়ী ভারতীয় বক্সার। গত ১৩ মার্চ দেশে ফেরেন তিনি। তারপরই হু-এর নিয়মাবলি মেনে তাঁর দু'সপ্তাহ সেল্‌ফ কোয়ারেন্টাইনে থাকার কথা ছিল। কিন্তু নিয়মকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে পাঁচদিন পরই মেরি কম হাজির হন রাষ্ট্রপতি ভবনে। রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ এবং অন্যান্য মন্ত্রীদের সঙ্গে প্রাতঃরাশে যোগ দিতে সেখানে উপস্থিত হয়েছিলেন তিনি। সেই আয়োজনের ছবি ১৮ মার্চ নিজেই সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করেন কোবিন্দ। সেখানেই দেখা যায়, অতিথিদের মধ্যে রয়েছেন মেরি কমও। ছবির সঙ্গে লেখা, "উত্তরপ্রদেশ ও রাজস্থানের সাংসদদের এদিন সকালে রাষ্ট্রপতি ভবনে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন কোবিন্দ।"

তবে মেরি কম একাই দুশ্চিন্তা বাড়াননি, তাঁর দোসর বিজেপি নেতা দুষ্মন্ত সিং। করোনায় আক্রান্ত বলিউড গায়িকা কনিকা কাপুরের সঙ্গে সম্প্রতি সাক্ষাৎ হয়েছিল তাঁর। তারপরই তিনি রাষ্ট্রপতি ভবনে যান। যদিও বক্সার মেরি কমের দাবি, তিনি বিজেপি নেতার সংস্পর্শে আসেননি। সপক্ষে সাফাই দিয়ে তিনি বলেন, "জর্ডন থেকে ফেরার পর আমি বাড়িতেই ছিলাম। শুধু রাষ্ট্রপতি ভবনেই গিয়েছিলাম। কিন্তু দুষ্মন্ত সিংয়ের সঙ্গে দেখা করিনি। করমর্দনও করিনি। জর্ডন থেকে ফেরার পর কোয়ারেন্টাইনে থাকা হয়ে গিয়েছে। তা সত্ত্বেও আগামী ৩-৪ দিন বাড়িতেই থাকব।

করোনাভাইরাসের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে ইউনাইটেড-সিটি

করোনাভাইরাসের প্রাদুর্ভাবে সংকটময় সময় পার করা বিশ্ববাসীর সাহায্যার্থে এগিয়ে এসেছে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড ও ম্যানচেস্টার সিটি। অসহায় মানুষদের সহায়তার জন্য এক লাখ পাউন্ড দান করেছে ইংল্যান্ডের ঐতিহ্যবাহী দুই ক্লাব।এই দুই ক্লাব ট্রাসেল ট্রাস্টে দান করেছে ৫০ হাজার পাউন্ড করে। সংস্থাটি ম্যানচেস্টারের ১২০০ এর বেশি ফুড ব্যাংকে সহায়তা দেয় অসহায় মানুষদের জন্য। ম্যাচের দিনগুলোতে তারা ওল্ড ট্র্যাফোর্ড ও ইতিহাদ স্টেডিয়ামের বাইরে দুস্থ মানুষদের খাবার দিয়ে থাকে। তবে করোনাভাইরাসের কারণে প্রিমিয়ার লিগসহ ইংলিশ ফুটবল স্থগিত হয়ে যাওয়ায় তাদের কার্যক্রম বন্ধ আছে।যৌথ বিবৃতিতে দুই ক্লাব বলেছে, "স্থানীয় ফুড ব্যাংকগুলোকে সহায়তা করার জন্য আমাদের সমর্থকরা যে ভূমিকা নিয়েছে...এর জন্য আমরা গর্বিত। সমাজের এই চ্যালেঞ্জিং সময়ে ইউনাইটেড শহরের অসহায় মানুষদের সহায়তার জন্য সমর্থকদের সঙ্গে এগিয়ে আসতে পেরে আমরা আনন্দিত।"আরেক ইংলিশ ক্লাব চেলসি লন্ডনের

ছয়ের পাতায়

করোনাভাইরাস: জোরালো হচ্ছে টোকিও অলিম্পিক স্থগিতের দাবি

করোনাভাইরাস আতঙ্কে বিশ্ব ক্রীড়াঙ্গনে স্থবির অবস্থা। একে একে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে সব ক্রীড়া ইভেন্ট। কিন্তু থেমে নেই টোকিও অলিম্পিক ঘিরে তোড়জোড়। দর্শকের উপস্থিতি ছাড়াই কদিন আগে হয়ে গেছে মশাল প্রজ্জ্বলন। তবে চিত্রপটে ভিন্নতা আসতে শুরু করেছে। প্রতিযোগিতাটি পিছিয়ে দেওয়ার জোর দাবি উঠতে শুরু করেছে চারিদিকে।

বৈশ্বিক মহামারীতে রূপ নেওয়া কভিড-১৯ রোগে সারাবিশ্বে এই পর্যন্ত আক্রান্ত হয়েছে আড়াই লাখ মানুষ। এতে মৃত্যু ঘটেছে ১১ হাজারের বেশি মানুষের।

অতি সংক্রামক নভেল করোনাভাইরাসের এমন প্রাদুর্ভাবের মাঝেও কদিন আগে জাপানের প্রধানমন্ত্রী শিনজো আবে আশা প্রকাশ করেছিলেন যে, পরিকল্পনা অনুযায়ী জুলাইয়ে টোকিও অলিম্পিক হবে। আগামী ২৪ জুলাই থেকে ৯ অক্টোবর জাপানের টোকিও শহরে হওয়ার কথা বিশ্বের সবচেয়ে বড় ক্রীড়া আসর।

তবে বাস্তবতার সঙ্গে বদলাতে শুরু করেছে ভাবনাও। যুক্তরাষ্ট্রে ইতোমধ্যে অলিম্পিকের বেশ কিছু ট্রায়াল ইভেন্ট স্থগিত করা হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের সাঁতার সংস্থা দেশটির অলিম্পিক ও প্যারালিম্পিক কমিটির কাছে আবেদন করেছে, তারা যেন এবারের আসর ১২ মাসের জন্য পিছিয়ে দেওয়ার অনুরোধ করে। বিবিসির দাবি, একটি চিঠি তারা দেখেছে যেটিতে যুক্তরাষ্ট্র সাঁতার সংস্থার প্রধান নির্বাহী টিম হিঞ্চি লিখেছেন, "বিশ্বব্যাপী মানুষের এমন স্বাস্থ্য ঝুঁকির মাঝে আগামী গ্রীষ্মে অলিম্পিক আয়োজনে জোর দেওয়াটা কোনো সমাধান হতে পারে না।"

যুক্তরাজ্য অ্যাথলেটিক্সের নতুন চেয়ারম্যান নিক কাওয়ার্ড মনে করেন, করোনাভাইরাসের সমস্যার মাঝে টোকিও অলিম্পিক অবশ্যই পিছিয়ে দেওয়া উচিত।

"বিষয়টিকে এভাবেই রেখে দেওয়া এখন পুরো সিস্টেমের ওপর প্রচণ্ড চাপ বাড়াচ্ছে। এটি এখন বুঝতে হবে ও বিবেচনা করতে হবে।"

গ্রেট ব্রিটেনের তায়কোয়ান্দো পারফরম্যান্স ডিরেক্টর গ্যারি হেল এখন জাপানে অবস্থান করছেন। ওখানকার পরিস্থিতি কাছ থেকে দেখে তিনি জানিয়েছেন, আয়োজকরা নার্ভাস এবং আসছে জুলাইয়ে এটি শুরু করার সম্ভাবনা তারা দেখছেন ৫০-৫০।

এর আগে শুক্রবার আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটির সভাপতি টমাস বাখ নিউ ইয়র্ক টাইমসকে জানান, টোকিও অলিম্পিক ঘিরে ভিন্ন ভাবনা এই প্রথমবারের মতো বিবেচনায় নেওয়া হচ্ছে।

করোনাভাইরাসের সংক্রমণ এড়াতে ইউরোপের অধিকাংশ দেশে সব ধরনের খেলাধুলা স্থগিত করা হয়েছে। যুক্তরাজ্যে যেমন অ্যাথলেটদের প্রস্তুতির সব ভেন্যু বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে গত সপ্তাহে। অধিকাংশ দেশে অনেকটা একই অবস্থা। এই পরিস্থিতিতে টোকিও অলিম্পিক পিছিয়ে দেওয়া এখন অনেকটাই সময়ের ব্যাপার বলে ধারণা করা হচ্ছে।

একই কারণে এরই মধ্যে ইউরোপিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপ ও কোপা আমেরিকা এক বছর করে পিছিয়ে গেছে।

NOTICE INVITING TENDER

sealed cover tenders are invited by the undersigned on behalf of the Governor of Tripura commercial bid & technical bid separately from the bonafide Suppliers/ firms/Agencies for job works of vehicles to the Superintendent of Police North Tripura Dharmanagar for the year 2020-21. A copy of tender notice may be obtained from the office of the under signed on any working day during office hours up to 1600 Hrs. The closing time/ date of tender is at 1600 Firs on 31/03/2020 and may be opened on the same day, if Possible.

Superintendent of Police North
Tripura Dharmanagar

ICA/C-2928/2019-20

PNIe-T No. 09/EE/DWS/KD/2019-20 Dt. 12/03/2020

(1) DNIe-T No.39/SE/DWS/C/KGT/2019-20
(2) DNIe-T No.40/SE/DWS/C/KGT/2019-20
(3) DNIe-T No.41/SE/DWS/C/KGT/2019-20
(4) DNIe-T No.42/SE/DWS/C/KGT/2019-20
(5) DNIe-T No.50/SE/DWS/C/KGT/2019-20

Period of downloading of biding documents at :- 16/03/202 0 to 07/04/2020
Deadline for online Bidding Date & Time of opening Bid Place of opening of Bid(s) Kumarghat :- 07/04/2020 up to 15.00 Hours :- 08/04/2020 up to 16.30 Hours :- 0/o the Executive Engineer, DWS Division,
For details please contact to the office of the undersigned. For details please visit:- www.tripuratenders.gov.in
FOR AND ON BEHALF OF THE GOVERNOR OF TRIPURA

ICA/C-2923/2019-20

ExecutiveIngineer, DWS Division,
Kumargh Unakoti Tripura.

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: e-PNIT-28/EE/RDD/STC/2019-20
Dated 18-03-2020

On behalf of the Governor of Tripura, the Executive Engineer, RD Satchand Division, Government of Tripura invites item wise separate e-tender (Two bid) for procurement of the following items from the eligible bidders UD to 3 PM of 07/04/2020

	NAME OF THE WORK	DNIT NO	EARNEST MONEY	BID FEE	LAST DATE AND TIME FOR DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDDING	TIME AND DATE OF OPENING OF BID	DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDING AT APPLICATION	CLASS OF BIDDER
1	Procurement of 1st class brick & 1st class straight picket and 1st Class Brick bats for various worksites under Poangbari RD Block area under Satchand RD Division.	e-DNIT-153 / EE/ RDD/STC/S/2019-20(2nd Call) dt- 18/03/2020	Rs. 50,000.00	1000.00 (Rupees five hundred)only	Up to 15.00 Hours on 07/04/2020	At 15.30 Hours on 07/04/2020	https://tripuratenders.gov.in	Appropriate Class

Eligible bidders shall participate in bidding only in online httns://trinuratenders.zov.in. Submission of bids physically is not permitted. For any enquiry, please contact by e-mail to eerddstcAmail.com.

Executive Engineer
RD Satchand Division Sabroom,
South Tripura

ICA/C-2946/2019-20

This is to notify that NIT NO: 12(2)/AGRUBLG/T/2019-20/ 11092 DATED - 13/03/2020 for Carrying of Agri. Inputs under Bishalgarh Agri. Sub-Division during 2020-21 stands hereby cancelled due to unavoidable circumstances.

(Ar. Priyatosh Sarkar)
Superintendent of Agriculture
Bishalgarh Agri. Sub-Division
Sepahijala, Tripura

ICA/C-2953/2019-20

বিজ্ঞপ্তি

সাম্প্রতিক কালে 'নোভেল করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯)' এর সংক্রমণ প্রতিহত করার লক্ষ্যে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসাবে রাজ্যের গ্রামোন্নয়ন দপ্তর (রেজিস্ট্রার, আধার প্রকল্প, ত্রিপুরা) জেলা শাসকের অধীনে চালিত আধার এনরোলমেন্ট কেন্দ্রগুলো ২২/০৩/২০২০ ইং থেকে ৩১/৩/২০২০ ইং তারিখ পর্যন্ত আপাতত বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

জরুরি ভিত্তিক আধার পরিষেবা প্রদানের জন্য জেলা শাসকগণ প্রতি জেলায় UIDAI প্রদত্ত নির্দেশ মূলে সংক্রমণ প্রতিহত করার যথাযথ সতর্কতামূলক ব্যবস্থা সহ ধলাই ও উত্তর ত্রিপুরা জেলায় ২টি এবং অন্যান্য জেলায় ১টি করে জেলা কেন্দ্রিক আধার কেন্দ্র জেলা সদরের কোনো স্থানে চালু রাখতে পারবে।

আদেশানুসারে

রাজ্যের গ্রামোন্নয়ন দপ্তর (রেজিস্ট্রার, আধার প্রকল্প, ত্রিপুরা) কর্তৃক জনস্বার্থে প্রচারিত।

ICA-D-1931/19-20

Phone : 0381- 2384984, e-mail : jagarandaily@gmail.com
Postal Regd. No. AGT/NE-928/2018- 2020

করুনা ভাইরাস দমনে জনগনকে সচেতন করার উদ্যোগ শান্তিরবাজার মহকুমা প্রশাসনের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ মার্চ।। বর্তমানে সমগ্র বিশ্বে করুনা ভাইরাস মহামারির আকার ধারনকরেছে। এই মহামারি থেকে বাদ পরছেনা ভারত। তাই এই মহামারি দমনে ভারত সরকার ও রাজ্যসরকার জনগনকে সচেন করতে বিশেষ উদ্দ্যোগ গ্রহন করেছেন। প্রধানমন্ত্রী এই ভাইরাসথেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য জনগনকে প্রয়োজন ছারা বাড়ির বাইরে বেরনা হোওয়ার জন্য বিশেষ আহব্বান করেন। রাজ্য সরকারও লোকজনদের ভির কমানোর জন্য সমগ্র রাজ্যে ১৪৪ ধারা জারিকরেছেন। অপরদিকে রাজ্যের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিও বন্ধ করেদেওয়াহয়েছে। রাজ্যে ১৪৪ ধারা চলার পরও বিভিন্ন জায়গায় প্রতিনিয়ত লোকজন ব্যাপকহারে জরোহচ্ছে। এমনটাই চিত্র শান্তির বাজার মহকুমার বিভিন্ন প্রান্তে দেখাযায়। আজ শনিবার। প্রত্যেক সাপ্তাহ শনিবারকে কেন্দ্র করে মনপাথর বাজারে ব্যাপক হারে লোকসমাগমঘটে। এই বাজারে বেশিরভাগ উপজাতি সম্প্রদায়ের লোকজনের সমাগমঘটে। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে দোকানদাররা এই বাজারে দোকানপাঠ নিয়েআসে। আজও অন্যান্যদিনের ন্যায় এইবাজারে ব্যাপকহারে লোকসমাগমঘটে। মনপাথর বাজারে সাপ্তাহিক বাজারে খোলাবাজারে বিক্রিকরাহয় বিভিন্ন প্রকারের মাংস। অভিজ্ঞ লোকজনদের দাবি বহির রাজ্য থেকে এই বাজারে ভাইরাসের সংক্রম ঘটলে খোবদ্রুততার সহিত ভাইরাস ছরিয়ে পরবে। তাই ভাইরাস ছরানোর পূর্বে সতকর্তার প্রয়োজন বলে দাবি করছে অভিজ্ঞ মহল। শান্তির বাজার মহকুমা শাসক যদি এইসব ব্যাপারে সঠিক পদক্ষেপ না নেয় তাহলে লোকজনদের ক্ষতির সন্মূখিন হতেহবে বলে সকলে আশাবেক্ত করেন। করোনা ভাইরাস সংক্রমণ রোধে সচেতনতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে সাউথ ত্রিপুরা বাস ওনার্স অ্যাসোসিয়েশন মহতি উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। অ্যাসোসিয়েশন প্রত্যেক যানবাহন চালক মাস্ক এবং সাবান প্রদান করেছে। করোনা ভাইরাস গোটা বিশ্বে দিনের পর দিন ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করতে শুরু করেছে। ভয়ঙ্কর ব্যাধি মোকাবিলায় নানা সচেতনতামূলক কর্মসূচিও গৃহীত হচ্ছে। এখনও পর্যন্ত করোনা ভাইরাস মোকাবিলা করার মতো কোন ওষুধ ও প্রতিষেধক আবিষ্কার করা যায়নি। গোটা বিশ্বেই বিজ্ঞানীরা কাজ করে চলেছেন। উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা ছাড়া কিছুই মিলছে না। গোটত্রা মানব সভ্যতা গভীর সঙ্কটের মুখে এসে দাঁড়িয়েছে। এ গভীর সঙ্কট থেকে উত্তোরনের জন্য সচেতনতা ও মানসিক শক্তিই একমাত্র ভরসা। একথা মাথায় রেখেই সাউথ ত্রিপুরা বাস ওনার্স অ্যাসোসিয়েশন মোটর শ্রমিকদের সুরক্ষার জন্য মাক্স ও সাবান বিতরণ করেছে। এ ধরনের উদ্যোগে অন্যান্যদেরকেও শামিল হতে অ্যাসোসিয়েশনের নেতৃবৃন্দ আহ্বান জানিয়েছেন। দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি করোনা ভাইরাস সংক্রমণ মোকাবিলায় দেশবাসীর প্রতি যে আহ্বান জানিয়েছেন সেই আহ্বানে সাড়া দিতে অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে রাজ্যবাসী ও দেশবাসীর প্রতি আবেদন জানিয়েছে।

ত্রিপুরায় করোনা সতর্কতায় বিশেষ ব্যবস্থা নিতে নির্দেশ মুখ্যসচিবের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ মার্চ।। করোনা ভাইরাস মোকাবিলায় অতিরিক্ত সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য নির্দেশিকা জারি করেছেন ত্রিপুরার মুখ্যসচিব মনোজ কুমার। সমস্ত সচিব, পুলিশের মহা নির্দেশক, বিএসএফ, পুরনিগম, স্বাস্থ্য অধিকর্তা, সমস্ত জেলাশাসক, জেলার পুলিশ সুপার, স্টেট সার্ভেইলেন্স অফিসার এবং আগরতলা ল্যান্ড পোর্ট-এর মেনেজারকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে নির্দেশ দিয়েছেন তিনি।

আগামীকাল সকাল ৭টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর আবেদনে জনতা কারফিউ ঘোষণা হয়েছে। ফলে, ওই সময়ে পুলিশ প্রশাসন, স্বাস্থ্য এবং অন্যান্য জরুরি পরিষেবার যানবাহন ব্যতীত অন্য কোনও সরকারি গাড়ি চলাচলে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছেন মুখ্যসচিব। এছাড়া, সমস্ত জেলাশাসকদের জনতা কারফিউ সম্পর্কে জনগণকে অবহিত করার জন্য মাইকিং করার নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। একই আদেশ বিডিও, ইও এবং ইউএলবি-দেরকেও দেওয়া হয়েছে। মুখ্যসচিবের নির্দেশ, কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকারের নির্দেশিকা মাইকিং করে জনগণকে অবহিত করতে হবে।

এদিকে, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানেও লোক জমায়েত এড়ানোর বিষয়টি জেলাশাসকদের সুনিশ্চিত করতে বলা হয়েছে। পাশাপাশি সমস্ত সরকারি অফিসে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখার ক্ষেত্রে যাতে কোনও ত্রুটি না থাকে, সেদিকে নজর দিতে বলা

ছয়ের পাতায় দেখুন

ভারতে করোনায় আক্রান্ত বেড়ে ২৫৮ জন : স্বাস্থ্য মন্ত্রক

নয়াদিল্লি, ২১ মার্চ (হি.স.): দিন দিন পরিস্থিতি ক্রমশই ভয়াবহ হয়ে উঠছেউ ভারতে দ্রুত বাড়ছে কোভিড-১৯ নভেল করোনাভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যাউ নতুন করে আরও ৩৫ জন সংক্রমিত হওয়ার পর ভারতে করোনায় আক্রান্তের সংখ্যা ২৫৮-তে গিয়ে ঠেকেছে। আক্রান্ত ২৫৮ জনের মধ্যে ৩৯ জন বিদেশি নাগরিক, বাকি প্রত্যেকেই ভারতীয় নাগরিক। স্বস্তি বিষয় হল, বিগত ২৪ ঘন্টায় করোনায় সংক্রমিত হয়ে কারও মৃত্যু হয়নি। সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন ২৩ জন।

শনিবার সকাল দশটা পর্যন্ত কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য এবং পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী-ভারতে এখনও পর্যন্ত করোনায়া সংক্রমিত হয়েছেন ২৫৮ জন, তাঁদের মধ্যে ৩৯ জন বিদেশি নাগরিক। অন্ধ্রপ্রদেশে সংক্রমিত ৩ জন, ছত্তিশগড়ে একজন, দিল্লিতে ২৬ জন, গুজরাটে ৭ জন, হরিয়ানায় ৩ জন, কর্ণাটকে ১৫ জন, কেরলে ৪০ জন, মধ্যপ্রদেশে ৪ জন, মহারাষ্ট্রে ৫২ জন (এই সংখ্যা আরও বেড়েছে), ওড়িশায় দু'জন, পুদুচেরিতে একজন, পঞ্জাবে দু'জন, রাজস্থানে ১৭ জন (এই সংখ্যা আরও বেড়েছে), তামিলনাড়ুতে ৩ জন, তেলেঙ্গানায় ১৯ জন, চণ্ডীগড়ে একজন, জম্মু ও কাশ্মীরে ৪ জন, লাদাখে ১৩ জন, উত্তর প্রদেশে ২৩ জন, উত্তরাখণ্ডে ৩ জন এবং পশ্চিমবঙ্গে দু'জন (এই সংখ্যা বেড়েছে)।

দক্ষিণ কোরিয়ায় করোনায় মৃত্যু বেড়ে ১০২, গোটা বিশ্বে মৃত ৯,৮৪০ জন

সিওল, ২১ মার্চ (হি.স.): কখনও কমছে, কখনও বাড়ছে। দক্ষিণ কোরিয়ায় করোনাভাইরাস সংক্রমণে প্রাণ হারালেন আরও ৮ জন। বিগত ২৪ ঘন্টায় নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন ১৪৭ জন। আরও ৮ জনের মৃত্যুর পর দক্ষিণ কোরিয়ায় মৃতের সংখ্যা ১০২-তে পৌঁছেছে। সবমিলিয়ে দক্ষিণ কোরিয়ায় আক্রান্তের সংখ্যা ৮ হাজার ৭৯৯।

শনিবার সকালে কোরিয়া সেন্টার ফর ডিজিস কন্টোল এন্ড প্রিভেনসন-এর পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, শনিবার সকাল পর্যন্ত দক্ষিণ কোরিয়ায় নতুন করে সংক্রমিত হয়েছেন ১৪৭ জন। এর ফলে গোটা দেশে সংক্রমিত রোগীর সংখ্যা ৮,৭৯৯ জন। প্রাণ হারিয়েছেন ৮ জন, মৃতের সংখ্যা ১০২-তে পৌঁছেছে। প্রসঙ্গত, বিশ্বব্যাপী করোনা-হানায় বেড়েই চলেছে মৃত্যু। শনিবার বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (হু) জানিয়েছে, গোটা বিশ্বে ২১ মার্চ সকাল পর্যন্ত আক্রান্তের সংখ্যা ২৩৪,০৭৩। মৃতের সংখ্যা ৯,৮৪০।

মৃত্যু আরও ৭ জনের, চিনে করোনায় মৃত বেড়ে ৩,২৫৫ জন

বেজিং, ২১ মার্চ (হি.স.): করোনাভাইরাসের সংক্রমণ তুলনামূলক কমেছে, তবে মৃত্যু-মিছিল থামার কোনও লক্ষণ নেই চিনে। বিগত ২৪ ঘন্টায় চিনে কোভিড-১৯ নভেল করোনাভাইরাসে সংক্রমিত হয়ে আরও ৭ জনের মৃত্যু হয়েছে। এই সময়ে নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন ৪১ জন। আরও ৭ জনের মৃত্যুর পর চিনে করোনা-সংক্রমণে মৃতের সংখ্যা ৩,২৫৫-তে গিয়ে ঠেকেছে। হুবেই প্রদেশ-সহ সমগ্র চিনে আক্রান্তের সংখ্যা ৮১,০০৮।

শনিবার সকালে চিনের জাতীয় স্বাস্থ্য কমিশন জানিয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় চিনে মৃত্যু হয়েছে ৭ জনের এবং সংক্রমিত হয়েছেন ৪১ জন। যে ৭ জনের মৃত্যু হয়েছে, তাঁরা কেউ চিনের নাগরিক নন। সবমিলিয়ে চিনে এখনও পর্যন্ত করোনা-সংক্রমণে মৃতের সংখ্যা ৩,২৫৫-তে গিয়ে ঠেকেছে। হুবেই প্রদেশ-সহ সমগ্র চিনে আক্রান্তের সংখ্যা ৮১, ০০৮।

করোনা ঃ চুড়াইবাড়িতে স্বাস্থ্য পরীক্ষার শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুড়াইবাড়ি, ২১ মার্চ।। চীনের করোনা ভাইরাসের কুনজর বর্তমানে গোটা বিশ্বের উপর প্রভাব বিস্তার করে চলছে।এই ভাইরাসকে এক মহামারি রোগ বলে ইতিমধ্যে সবাইকে সতর্ক থাকতে বলে দিয়েছে ওয়ার্ল হেল ওরগেনাইজেশন।বর্তমান সময়ে করোনা ভাইরাসের থাবা বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়ার খবরও পাওয়া গেছে।এতে স্বাভাবিক ভাবে জনমনে একরাশ দুশ্চিন্তা সহ হতাশা বিরাজ করছে।ভারতেও এ রোগের কিছুটা প্রকোপ পড়েছে বলে জানা গেছে।তবে বিষয়টির উপর ভারত সরকার সহ প্রশাসন ও স্বাস্থ্য বিভাগ কড়া নজর রেখে চলছে।স্থানে স্থানে খোলা হয়েছে বিশেষ পরীক্ষা কেন্দ্র সহ বিদেশী পর্যটকদের জন্য জরুরিকালিন চিকিৎসা পরিষেবা প্রদান কেন্দ্রের।একিসাথে দেশের প্রতিটি স্বাস্থ্য বিভাগকে করোনা ভাইরাস সম্পর্কে সজাগ দৃষ্টি রাখার নির্দেশও জারি করা হয়েছে।দেশের প্রতিটি চেকগেটেও তল্লাশি জোরদার করে তোলা হয়েছে।এদিকে আজ ভোর ৫ টা থেকে রাজ্যের প্রবেশদ্বার উত্তর জেলার চুড়াইবাড়িতে ত্রিপুরা স্বাস্থ্য দপ্তরের উদ্যোগে করোনা ভাইরাস পরীক্ষা কেন্দ্র বসানো হয়েছে। প্রতিদিন ভোর ৫ টা থেকে রাত ৭ টা পর্যন্ত চলবে স্বাস্থ্য দপ্তরের এই পরীক্ষা। মূলত দেশের বিভিন্ন রাজ্য থেকে চুড়াইবাড়ি সড়ক ৮ নং জাতীয় সড়ক পথ দিয়ে যাত্রী ও চালকরা রাজ্যে প্রবেশ করেন। আর সেই সকল যাত্রী ও চালকদের শরীরে মহামারী করোনা ভাইরাস আছে কিনা তা পরীক্ষা করিয়ে রাজ্যে প্রবেশ করাচ্ছেন স্বাস্থ্য দপ্তরের পরীক্ষা কেন্দ্রের কর্মরত আধিকারিকরা। তবে আজ বিকেল পর্যন্ত কোন যাত্রী চালক ও সহ চালকের শরীরে করুনা ভাইরাসের সংক্রমণের খবর মেলেনি। পাশাপাশি রেলপথের স্টেশন গুলিতেও অনুরূপ স্বাস্থ্য দপ্তরের করোনা ভাইরাস পরীক্ষা কেন্দ্র খোলা হয়েছে। যাতে করে আগামী দিনে রাজ্যের জনগণ ঙ্খঞ্জঝজ্জঙ্গ-১৯ করোনা ভাইরাস থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারেন তার জন্য সব প্রকার উদ্যোগ হাতে নিয়েছে রাজ্য সরকার।পাশাপাশি চুড়াইবাড়ি পরীক্ষাকেন্দ্রে যদি কোন করুণা ভাইরাসে আক্রান্ত রোগী পাওয়া যায় সেই রোগীকে রাজ্যের ধর্মনগর ও আগরতলা হাসপাতালে পাঠিয়ে চিকিৎসা করানো হবে বলেও জানান স্বাস্থ্য দপ্তরের আধিকারিকরা।

প্রাক্ মহড়া

রাজস্থানে করোনায় সংক্রমিত আরও ৬ জন, আক্রান্ত বেড়ে ২৩

জয়পুর, ২১ মার্চ (হি.স.): মরুরাজ্য রাজস্থানে দ্রুত গতিতে ছড়াচ্ছে কোভিড-১৯ নভেল করোনাভাইরাসউ রাজস্থানে নতুন করে আরও ৬ জনের শরীরে করোনাভাইরাসের সন্ধান মিলেছে, নতুন করে ৬ জন সংক্রমিত হওয়ার পর রাজস্থানে করোনায় আক্রান্তের সংখ্যা ২৩-এ গিয়ে ঠেকেছেউ আরও ৪২ জন সন্দেহের তালিকায় রয়েছেন, তাঁদের নমুনা এখনও এসে পৌঁছয়নি। অতিরিক্ত মুখ্য সচিব (স্বাস্থ্য) রোহিত কুমার সিং জানিয়েছেন, নতুন করে সংক্রমিত ৬ জনের মধ্যে ৫ জন একটি বেসরকারি হাসপাতালের কর্মীউ ওই হাসপাতালেরই একজন চিকিতক ইতিমধ্যেই মারণ করোনা ভাইরাসে সংক্রমিতউ এছাড়াও জয়পুরে একজনের শরীরে করোনাভাইরাসের সন্ধান মিলেছেউ নতুন করে ৬ জন সংক্রমিত হওয়ার পর রাজস্থানে করোনায় আক্রান্তের সংখ্যা ২৩-এ গিয়ে ঠেকেছেউ ২৩ জনের মধ্যে তিনজন সুস্থ হয়ে উঠেছেন।

করোনাভাইরাসের প্রকোপ ক্রমশ বাড়তে থাকায়, সংক্রমণ রুখতে রাজস্থানের ঝুনঝুনু জেলায় জারি করা হয়েছে ১৪৪ ধারাউ শনিবার সকালে ঝুনঝুনু জেলার পুলিশ সুপার জগদীশ চান্দের শর্মা জানিয়েছেন, করোনাভাইরাসের সংক্রমণ রুখতে সিআরপিসি-র ১৪৪ ধারা অনুযায়ী ঝুনঝুনু জেলায় বিধিনিষেধ জারি করা হয়েছে।

করোনা সচেতনতায়, কাজোড়ায় এক''শ দিনের কাজে শ্রমিকদের স্যানিটাইজেশন

দুর্গাপুর, ২১ মার্চ (হি.স.) : বিশ্বজুড়ে করোনা ত্রাস। মারন এই রোগের ভাইরাস রুখতে তৎপর বিশ্বের তাবড় দেশগুলির। গোটা বিশ্বের সঙ্গে জোর তৎপরতা শুরু করেছে ভারত। রবিবার জনতা কারফিউ আর্জি জানিয়েছে প্রধানমন্ত্রী। এবার করোনা মোকাবিলার সচেতনাতা একশ''দিনের কাজেও। মাস্ক অমিলে গামছা বেঁধে কাজ, কাজের শেষে স্যানিটাইজেশন। করোনা রুখতে এমনই উদ্যোগ নিল অন্ডালের কাজোড়া পঞ্চায়েত। কাজোড়া গ্রামপঞ্চায়েতের ২০ নং সংসদের আমবাগানে গত একমাস ধরে এক''শ দিনের কাজে পুকুর খনন চলছে। যার মুল উদ্দেশ্য, এমজিএনআরইজিএস প্রকল্পে লাগানো আমবাগানে জলসঙ্কটের মোকাবিলা করা। তাই পুকুর খনন করে জল সংরক্ষনের উদ্যোগ। জানা গেছে, প্রকল্পে আনুমানিক ব্যায়, ৪ লক্ষ ৬ হাজার ২৩ টাকা। শ্রমদিবস ২০১৩। সম্প্রতি করোনা রুখতে রাজ্য ও কেন্দ্রের স্বাস্থ্য দফতর একগুচ্ছ পরামর্শ দিয়েছে। স্বাস্থ্য দফতরের পরামর্শ মতো সচেতনতায় জোর দিয়েছে কাজোড়া পঞ্চায়েত। ইতিমধ্যে এলাকায় মাইকিং করে আতঙ্কিত না হওয়ার পাশাপাশি সচেতন থাকার পরামর্শ দিয়েছে। তার সঙ্গে পঞ্চায়েতে স্যানিটাইজেশন, মাস্ক বিতরন শুরু হয়েছে। এছাড়াও নির্দিষ্ট দুরত্ব রেখে অফিসে প্রয়োজনীয় কাজ করার নির্দেশ দিয়েছে। একই সঙ্গে এক''শদিনের কাজের শ্রমিকদের স্বাস্থ্য সুরক্ষায় জোর দিয়ে স্যানিটাইজেশন শুরু করল পঞ্চায়েত। শুক্রবার থেকে তার কাজ চলছে জোরকদমে। এক''শদিনের কাজের সুপারভাইজার বাবলু রুইদাস জানান,' সচেতনতায় করোনা ঠেকানো সম্ভব। মাস্ক সঙ্কট, তাই শুরু থেকে শ্রমিকদের মুখে পরিষ্কার গামছা কিম্বা তোয়ালা বেঁধে কাজে নামানো হয়। মাঝে টিফিনের সময় হ্যান্ডওয়াশ দিয়ে হাত ধোয়ানো হয়। এবং কাজের শেষেও স্যানিটাইজেশনের ব্যাবস্থা করা হয়েছে।' কাজোড়া পঞ্চায়েত প্রধান প্রানকৃষ্ণ নুনিয়া জানান,' স্বাস্থ্যই সম্পদ। সচেতনতার ওপর বেশী জোর দেওয়া হয়েছে। পঞ্চায়েত সাধারন মানুষ কাজের জন্য আসে। তাই স্যানিটাইজেশনের ব্যাবস্থা রাখা হয়েছে। মাস্ক বিতরন করা হচ্ছে। তাছাড়াও গোটা অফিস চত্ত্বরে নিয়মিত পরিস্কার ও কিটনাশক ছড়ানো হয়। নির্দিষ্ট দুরত্ব বাজায় রেখে অফিসের কর্মী থেকে সাধারন মানুষকে কাজ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। শীঘ্রই একশ''দিনের কাজের শ্রমিকদের মাস্ক দেওয়া হবে।'

এ বার হাবরা, পশ্চিমবঙ্গে তৃতীয় করোনা আক্রান্তের সন্ধান

কলকাতা, ২১ মার্চ (হি.স.): কলকাতায় আতঙ্ক বিরাজমান। এবার করোনাভাইরাস-এর আতঙ্ক ছড়াল শহরতলিতেও। পশ্চিমবঙ্গে তৃতীয় করোনা আক্রান্তের সন্ধান মিলেছে শুক্রবার রাতে। বছর ২০-র তরুণী, তৃতীয় করোনা আক্রান্তের বাড়ি উত্তর ২৪ পরগনার হাবরায়। গত ১৬ মার্চ স্কটল্যান্ড থেকে ফিরেছিলেন ওই তরুণী। কোভিড-১৯ ভাইরাসের উপসর্গ দেখা দেওয়ায় ওই তরুণীকে বেলেঘাটা আইডি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। শুক্রবার রাতে তাঁর শরীরে কোভিড-১৯ ভাইরাসের উপস্থিতির প্রমাণ মিলেছে। নমুনার রিপোর্ট পজিটিভ আসে। বর্তমানে ওই তরুণীকে বেলেঘাটা আইডি হাসপাতালের আইসোলেশনে রাখা হয়েছে।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দফতর সূত্রের খবর, শুক্রবার রাত সাড়ে ১১টা নাগাদ নাইসেড থেকে যে তরুণীর নমুনার রিপোর্ট আসে তা ছিল পজিটিভ। তারপর তাঁকে সম্পূর্ণ আলাদা করে একটি আইসোলেশন বেডে স্থানান্তরিত করা হয়। সেখানে তাঁর চিকিৎসা চলছে। করোনা আক্রান্ত তরুণী স্কটল্যান্ড থেকে ফিরে কোথায় কোথায় গিয়েছিলেন, তিনি গৃহ পর্যবেক্ষণে ছিলেন কি না সেই তথ্য তাঁর কাছ থেকে জানার চেষ্টা করছেন স্বাস্থ্য দফতরের আধিকারিকরা। প্রসঙ্গত, এর আগে

ছয়ের পাতায় দেখুন

মহারাষ্ট্রে নতুন করে করোনায় আক্রান্ত ১১ জন সংক্রমিত বেড়ে ৬৩

মুম্বই, ২১ মার্চ (হি.স.): মহারাষ্ট্রে কোভিড-১৯ নভেল করোনাভাইরাসে সংক্রমিত হলেন আরও ১১ জনউ নতুন করে আরও ১১ জন করোনায় সংক্রমিত হওয়ার পর, মহারাষ্ট্রে করোনায় আক্রান্তের সংখ্যা ৬৩-তে পৌঁছেছে। শনিবার মহারাষ্ট্রের স্বাস্থ্যমন্ত্রী রাজেশ তোপে জানিয়েছেন, বিগত ২৪ ঘন্টায় নতুন করে ১১ জন করোনাভাইরাসে সংক্রমিত হয়েছেন। এই ১১ জনের মধ্যে ৮ জন বিদেশ থেকে দেশে ফিরেছিলেন এবং ৩ জন ওই ৮ জনের সংস্পর্শে এসে সংক্রমিত হয়েছেনউ ফলে মহারাষ্ট্রে করোনাভাইরাসে সংক্রমিত হয়েছেন মোট ৬৩ জনউ জনগণের কাছে স্বাস্থ্যমন্ত্রীর আর্জি, করোনাভাইরাসের সংক্রমণ রুখতে হলে জমায়েত এড়িয়ে চলুন। স্বাস্থ্যমন্ত্রী আরও জানিয়েছেন, মহারাষ্ট্রজুড়ে ২৫০টিরও বেশি আইসোলেশন বেড রয়েছে এবং ৭০০০-এরও বেশি সাধারণ বেড রয়েছে।

সমগ্র মহারাষ্ট্রে আক্রান্তের সংখ্যা যেখানে ৬৩, সেখানে শুধুমাত্র পুণে-তে সংক্রমিত হয়েছেন ২৩ জনউ পুণে-র জেলা শাসক নবল কে রাম জানিয়েছেন, পুণে-তে আরও দু'জন করোনাভাইরাসে সংক্রমিত হয়েছেনউ ফলে আক্রান্তের সংখ্যা ২৩-এ গিয়ে ঠেকেছেউ আক্রান্ত দু'জনের মধ্যে একজন আয়ারল্যান্ড থেকে দেশে ফিরেছেন, অপরজন অবশ্য বিদেশ থেকে ফেরেননি।

করোনা প্রতিরোধে গৃহীত ব্যবস্থাদি দেখতে এএমসি-তে স্বাস্থ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব এবং গুয়াহাটি রেল স্টেশনে বিভাগীয় প্রতিমন্ত্রী পীযূষ

গুয়াহটি, ২১ মার্চ (হি.স.) : করোনা ভাইরাস সংক্রমণ প্রতিরোধে গৃহীত ব্যবস্থা ইত্যাদি কেমন চলছে তা সচক্ষে দেখতে শনিবার ডিব্রুগড়ের আসাম মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে গিয়েছেন স্বাস্থ্য তথা অর্থমন্ত্রী ড় হিমন্তবিশ্ব শর্মা। এদিকে করোনা ভাইরাসে সন্দেহভাজন আক্রান্ত যাত্রীদের সঠিকভাবে যাচাই করা হচ্ছে কিনা তার পর্যবেক্ষণ করতে গুয়াহাটি রেলওয়ে স্টেশনে গিয়েছেন স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রী পীযূষ হাজরিকা। প্রসঙ্গত করোনা ভাইরাস বা কোভিড-১৯ সংক্রমণের রেশ টানতে মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়ালের সঙ্গে ঘন ঘন বৈঠকে বসছেন সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীবর্গ এবং শীর্ষ আধিকারিকরা। সেই সূত্রে আজ মন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা গিয়ে উপস্থিত হয়েছেন আসাম মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে। সেখানে তিনি মেডিক্যাল কলেজের অধ্যক্ষ, অধীক্ষক, সকল বিভাগীয় চিকিৎসকদের সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক করে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা জারি করেছেন।

এদিকে রেলযাত্রীদের সঠিকভাবে

ছয়ের পাতায় দেখুন

বাড়ছে উদ্বেগ! করোনায় সংক্রমিত মাইক পেন্স-এর অফিস-কর্মী

ওয়াশিংটন, ২১ মার্চ (হি.স.): আমেরিকায় কোভিড-১৯ নভেল করোনাভাইরাসে সংক্রমণ দ্রুত ছড়াচ্ছে। এবার করোনাভাইরাসে সংক্রমিত হলেন মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট মাইক পেন্স-এর অফিস-কর্মী। ভাইস প্রেসিডেন্টের প্রেস সেক্রেটারি কেটি মিলর জানিয়েছেন, ভাইস প্রেসিডেন্ট মাইক পেন্স-এর অফিস-কর্মীর শরীরে কোভিড-১৯ মারণ ভাইরাসের সন্ধান মিলেছে।

প্রেস সেক্রেটারি আরও জানিয়েছেন, ''প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প অথবা ভাইস প্রেসিডেন্ট মাইক পেন্স ওই অফিস-কর্মীর সংস্পর্শে যাননি। ওই কর্মীকে আইসোলেশনে রেখে চিকিৎসা করা হচ্ছে। প্রসঙ্গত, করোনাভাইরাসের প্রকোপে ত্রস্ত ওয়াশিংটন। ইতিমধ্যেই প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের কাছে ওয়াশিংটনে "মারাত্মক বিপর্যয়" ঘোষণার জন্য অনুরোধ জানিয়েছেন ওয়াশিংটনের গভর্নর। ৭৪ পাতার একটি চিঠি প্রেসিডেন্টের কাছে পাঠিয়েছেন গভর্নর।

ভারতে করোনায় আক্রান্ত বেড়ে ২৫৮ জন : স্বাস্থ্য মন্ত্রক

নয়াদিল্লি, ২১ মার্চ (হি.স.): দিন দিন পরিস্থিতি ক্রমশই ভয়াবহ হয়ে উঠছেউ ভারতে দ্রুত বাড়ছে কোভিড-১৯ নভেল করোনাভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যাউ নতুন করে আরও ৩৫ জন সংক্রমিত হওয়ার পর ভারতে করোনায় আক্রান্তের সংখ্যা ২৫৮-তে গিয়ে ঠেকেছেউ আক্রান্ত ২৫৮ জনের মধ্যে ৩৯ জন বিদেশি নাগরিক, বাকি প্রত্যেকেই ভারতীয় নাগরিকউ স্বস্তি বিষয় হল, বিগত ২৪ ঘন্টায় করোনায় সংক্রমিত হয়ে কারও মৃত্যু হয়নিউ সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন ২৩ জন। শনিবার সকাল দশটা পর্যন্ত কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য এবং পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী-ভারতে এখনও পর্যন্ত করোনায়া সংক্রমিত হয়েছেন ২৫৮ জন, তাঁদের মধ্যে

ছয়ের পাতায় দেখুন

এবারের বাজেট জনকল্যাণকামী বললল শাসক দল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ মার্চ।। রাজ্যের অর্থমন্ত্রী যীষুও দেববর্মা বিধানসভায় যে বাজেট প্রস্তাব পেশ করেছেন তাকে জনদরদী ও জন কল্যাণকামী বলে আখ্যায়িত করেছে শাসকদল বিজেপি। এই বাজেট জনগণের প্রত্যাশা পূরণে সম্পূর্ণভাবে সহায়ক হবে বলে দাবি করা হয়েছে। বাজেট প্রস্তাবকে সমর্থন জানিয়ে বিজেপি নেতৃবৃন্দ শনিবার দলীয় কার্যালয়ে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে বিপ্লব দেবের নেতৃত্বাধীন সরকারকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন। বাজেট প্রস্তাবের

ছয়ের পাতায় দেখুন

এ বার হাবরা, পশ্চিমবঙ্গে তৃতীয় করোনা আক্রান্তের সন্ধান

কলকাতা, ২১ মার্চ (হি.স.): কলকাতায় আতঙ্ক বিরাজমান। এবার করোনাভাইরাস-এর আতঙ্ক ছড়াল শহরতলিতেও। পশ্চিমবঙ্গে তৃতীয় করোনা আক্রান্তের সন্ধান মিলেছে শুক্রবার রাতে। বছর ২০-র তরুণী, তৃতীয় করোনা আক্রান্তের বাড়ি উত্তর ২৪ পরগনার হাবরায়। গত ১৬ মার্চ স্কটল্যান্ড থেকে ফিরেছিলেন ওই তরুণী। কোভিড-১৯ ভাইরাসের উপসর্গ দেখা দেওয়ায় ওই তরুণীকে বেলেঘাটা আইডি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। শুক্রবার রাতে তাঁর শরীরে কোভিড-১৯ ভাইরাসের উপস্থিতির প্রমাণ মিলেছে। নমুনার রিপোর্ট পজিটিভ আসে। বর্তমানে ওই তরুণীকে বেলেঘাটা আইডি হাসপাতালের আইসোলেশনে রাখা হয়েছে।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দফতর সূত্রের খবর, শুক্রবার রাত সাড়ে ১১টা নাগাদ নাইসেড থেকে যে তরুণীর নমুনার রিপোর্ট আসে তা ছিল পজিটিভ। তারপর তাঁকে সম্পূর্ণ আলাদা করে একটি আইসোলেশন বেডে স্থানান্তরিত করা হয়। সেখানে তাঁর চিকিৎসা চলছে। করোনা আক্রান্ত তরুণী স্কটল্যান্ড থেকে ফিরে কোথায় কোথায় গিয়েছিলেন, তিনি গৃহ পর্যবেক্ষণে ছিলেন কি না সেই তথ্য তাঁর কাছ থেকে জানার

ছয়ের পাতায় দেখুন

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।